পঞ্চদশ বর্ষ [আশ্বিন, ১৩৩৪] ষষ্ঠ উপন্যাস

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

'রহস্য-লহরী'

উপন্যাস-মালার

১১৭ নং সচিত্র উপন্যাস

চার-দুনোর চাতুরী

[প্রথম সংস্করণ]

২-এ, অক্রূর দত্ত লেন, কলিকাতা
'রহস্য-লহরী বৈদ্যুতিক মেসিন-প্রেসে'
শ্রীদিব্যেন্দ্রকুমার রায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'রহস্য-লহরী' কার্য্যালয়—
মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

রাজ সংস্করণ পাঁচ শিকা,—সুলভ সংস্করণ বার আনা।

চার-দুলোর চাতুরী

প্রথম প্রবাহ

অদ্ভুত নিয়তি

ফিলিপ কারু নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার বিচার শেষ হইয়াছে; বিচারক তাহার ফাঁসির হুকুম দিয়াছেন। সে লণ্ডনের হ্যাণ্ড-ফোর্থ কারাগারের একটি নির্জ্জন কক্ষে আবদ্ধ আছে; যে সকল অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, তাহাদিগকে যে কক্ষে আবদ্ধ করা হয়, তাহাকেও সেই কক্ষে রাখা হইয়াছে। ইহা কারাগারের একটি স্বতন্ত্র কক্ষ। "যতক্ষণ তুমি না মরিবে—ততক্ষণ গলায় ফাঁস দিয়া তোমাকে ঝুলাইয়া রাখা হইবে" (to be hanged by the neck until you are dead) বিচারাসনে উপবিষ্ট বিচারক তাহাকে এই আদেশ প্রদান করিলে, বিচারালয় হইতে সে হ্যাণ্ড-ফোর্থ কারাগারে নীত হইয়াছিল। সেই দিন হইতে তাহাকে এই নির্জ্জন কক্ষে বাস করিতে হইতেছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে তাহার বিচার শেষ হইয়াছে; এই সুদীর্ঘকাল সে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে; তাহাকে মরিতে হইবে—এ কথা ভাবিলে আর তাহার মনে আতঙ্ক-সঞ্চার হয় না; মাসের পর মাস মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকিয়া তাহার হৃদয় অসাড় হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর কোন সামগ্রীতে, এমন কি, জীবনে পর্য্যন্ত তাহার স্পৃহা নাই। এখন তাহার মনে হয়, এই দেহের বোঝা নামাইয়া দিতে পারিলেই যেন সে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। এতদিন পরে সেই দিন আসিয়াছে; আজ বেলা আটটার সময় তাহার ফাঁসি হইবে। সে প্রত্যুষে উঠিয়া মৃত্যুর আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতেছে।

যাহাকে হত্যা করায় ফিলিপ কারুর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, তাহার নাম

হিউগো চ্যানিং। হিউগো চ্যানিং লণ্ডনের একজন সুদখোর মহাজন ; মহাজনী ভিন্ন তাহার অন্ত ব্যবসায়ও ছিল। সে সম্ভ্রান্ত নর-নারীর কলঙ্ক-প্রচারের ভয় দেখাইয়া গোপনে তাঁহাদের অর্থ শোষণ করিত, এবং বহুবিধ অপকর্ম্ম করিয়া অবৈধ উপায়ে সে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। যে হতভাগ্য একবার তাহার কবলে পড়িত—জীবনে তাহার আর মুক্তি লাভের আশা থাকিত না। হিউগো চ্যানিং তাহার দেহের সমস্ত রুধির শোষণ করিয়া তাহাকে কঙ্কাল-সার করিয়া ছাড়িয়া দিত ; তাহার অত্যাচারে কত লোক অকালে ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, কে তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিবে ?—ফিলিপ কারুকেও সে জোঁকের মত শোষণ করিতেছিল। অবশেষে হিউগো চ্যানিং নিহত হইলে ফিলিপকেই সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

বিচারালয়ে ফিলিপের কৌঁসিলী তাহাকে বাঁচাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিরূপ উৎপীড়নে সে জর্জ্জরিত হইয়া সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ এই কুকর্ম্ম করিয়াছিল—তাহা বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতি কিঞ্চিৎ দয়া প্রদর্শনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য হয় নাই। ফিলিপের বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছিল—তাহা খণ্ডন করিবার উপায় ছিল না। ফিলিপ আত্মসমর্থনের জন্য কোন কথা বলে নাই, চরম-দণ্ডের আদেশ নীরবে গ্রহণ করিয়াছিল।

ফিলিপের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইবার পর তাহার কয়েক জন শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু উচ্চতর আদালতে এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছিল ; কিন্তু আপীল অগ্রাহ্য হইয়াছিল। অতঃপর হোম-সেক্রেটারীর নিকট তাহার প্রাণ-ভিক্ষা করা হইয়াছিল, সেই প্রার্থনাও নিষ্ফল হইয়াছিল। সুতরাং মৃত্যুকে বরণ [করা] ভিন্ন তাহার অন্য কোন পন্থা ছিল না।—আজ সেই দিন উপস্থিত ; আর ঘণ্টা-দুই পরে তাহার জীবন-বিড়ম্বনার অবসান হইবে। তখন সবে মাত্র ছটা বাজিয়াছিল ; আটটার সময় ফাঁসি হইবে।

বেলা সাতটার সময় পক্ককেশ প্রাচীন কারাধ্যক্ষ ফিলিপের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জানাইলেন, আর এক ঘণ্টা পরে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে ; এই এক ঘণ্টার মধ্যে

তাহাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।—কিন্তু এই প্রস্তুত হওয়ার অর্থ কি, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সে নির্ব্বাক ভাবে বসিয়া রহিল।

কারাধ্যক্ষ সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে কারাপ্রহরী কন্‌লে রুদ্ধদ্বার খুলিয়া ফিলিপের সম্মুখে আসিল। ফিলিপের পাহারার ভার তাহারই হস্তে ন্যস্ত ছিল; সে সর্ব্বদাই ফিলিপের ঘরে আসিত, এবং কয়েক মাস ধরিয়া ফিলিপের সহিত আলাপ পরিচয়ে সে তাহার একটু পক্ষপাতী হইয়াছিল। ফিলিপ নরহন্তা বলিয়া মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা পাইলেও সে সৎলোক বলিয়াই ওয়ার্ডার কন্‌লের ধারণা হইয়াছিল।

কন্‌লে সহানুভূতি ভরে বলিল, "কারু, এক কাপ চা ও একটা সিগারেট দিব কি? আজ খুব শীত পড়িয়াছে।"

ফিলিপ মৃদু হাসিয়া বলিল,"ধন্যবাদ! দুই একটা সিগারেট পাইলে মন্দ হয় না।"

কন্‌লে এক প্যাকেট সিগারেট বাহির করিয়া ফিলিপের সম্মুখে ধরিল। ফিলিপ গোটা দুই সিগারেট টানিয়া লইল, এবং একটা মুখে গুঁজিয়া ধূমপান করিতে লাগিল।

কন্‌লে বলিল, "কি রকম বোধ হইতেছে?"

ফিলিপ বলিল, "ভালই। সাতটা ত বাজিয়া গিয়াছে; আর আধ ঘণ্টা পরে আরও ভাল বোধ হইবে। এখানে আসিয়া কোন দিন বোধ হয় তত ভাল বোধ হয় নাই।"

ফিলিপকে নিশ্চিন্ত ভাবে ধূমপান করিতে দেখিয়া কন্‌লে বিস্মিত হইল। ফাঁসির আসামীর এরূপ অব্যাকুল ও নির্লিপ্ত ভাব সে আর কখন দেখিতে পায় নাই। সে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে, কয়েক মিনিট পরে কারাধ্যক্ষ কর্ণেল ষ্টীল একজন পাদ্রী (padre) সহ সেই কক্ষে পুনঃ-প্রবেশ করিলেন। তিনি সদয়ভাবে বলিলেন, "দেখ কারু, আর ত অধিক সময় নাই। ইনি পাদ্রী। ইঁহার সহিত দুইচারি মিনিট গোপনে আলাপ করিতে পার। মৃত্যুকালে পাদ্রীর নিকট অপরাধ স্বীকার করিলে পাপের ভার লঘু হয়—তাহা জান ত? বিশেষতঃ, ইঁহার কাছে তুমি সান্ত্বনাও লাভ করিতে পারিবে।—সদাপ্রভুর অপার করুণায় নির্ভর করাই আমাদের চরমের সম্বল।"

ফিলিপ পাদ্রীর কর মর্দ্দন করিয়া কারাধ্যক্ষকে বলিল, "আপনি আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করিয়াছেন, এজন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনার সদাশয়তা আমি বেশ তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিয়াছি। আপনার ন্যায় সহৃদয় দয়ালু ব্যক্তি কারাগারের অধ্যক্ষ হইবার উপযুক্ত নহেন।"

অনন্তর ফিলিপ দীর্ঘদেহ গম্ভীর-প্রকৃতি পাদ্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "না, পাদ্রী মহাশয়! আপনার নিকট গোপনে বলিতে পারি, এরূপ কোন কথা আমার মনে পড়িতেছে না। অনুতাপ? আমার অনুতপ্ত হইবার কোন কারণ নাই। যদি অপরাধ স্বীকারের কথা বলেন, তাহা হইলে আমি এইমাত্র বলিতে পারি—হিউগোর হত্যার জন্য আমি একবিন্দু দুঃখিত হই নাই। আমি জীবনে কোন অন্যায় কাজ করি নাই, এ কথা বলিতে পারিব না; আমি নিরপরাধ, এত বড় গর্ব্বের কথা কে বলিতে পারে? যে বলে সে মিথ্যাবাদী। আমিও ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, দুই চারিটি নোংরা কাজ (a few rotten things) করিয়াছি, সেজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত; কিন্তু আপনাকে সে সকল শুনাইয়া কোন ফল নাই। আপনি অনর্থক কষ্ট করিয়া আমার আত্মার সদ্গতি করিতে আসিয়াছেন।"

পাদ্রী গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বৎস, মোহান্ধ হইয়া এই অন্তিম কালেও সদা-প্রভুতে বিশ্বাস হারাইও না। ঈশ্বরের নিকট তুমি শান্তি প্রার্থনা কর, তাঁহার অপার করুণায় নির্ভর কর। হে পথশ্রান্ত, মতিভ্রান্ত যুবক! যিশু তোমার পাপের বোঝা নিজের কাঁধে তুলিয়া লইবেন, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ কর। ভবিষ্যতে তোমার প্রতি সুবিচার হইবে। (you will be judged fairly-later) মানসিক অশান্তি ও ক্ষোভ—"

ফিলিপ বাধা দিয়া বলিল, "অশান্তি ও ক্ষোভ আমার এক বিন্দু নাই। আমার হৃদয় অনেক দিন পূর্ব্বেই পৃথিবীর সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছে। হাঁ, আমার হৃদয় এখন মৃত। তাহা অসাড়, অনুভূতি-বর্জ্জিত। আমার দেহেও বড় অবসাদ বোধ করিতেছি। ধর্ম্মামৃতে এখন অভিরুচি নাই, শরীর চাঙ্গা করিবার জন্য যদি কিঞ্চিৎ বোতলের অমৃত পাইতাম ত দুই এক ঢোক পান করিতাম।"

কারাধ্যক্ষের নিকট ব্রাণ্ডির 'ফ্লাস্ক' ছিল, তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ ফিলিপের হাতে দিলেন; ফিলিপ খানিক ব্রাণ্ডি গলায় ঢালিয়া দিল। তাহার বিবর্ণ গণ্ডদ্বয় আরক্তিম হইল; অবসাদও দূর হইল।

কয়েক মিনিট পরে একটি খর্ব্বকায় কৃষ্ণ-পরিচ্ছদধারী বলিষ্ঠ যুবক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; তাহার নাম উইলিস্। সে জল্লাদ; (the executioner) ফাঁসের দড়ি গলায় পরাইয়া ঝুলাইয়া দেওয়াই তাহার কাজ। এই কার্য্যদ্বারা তাহার জীবিকার সংস্থান হইয়া থাকে। এই লাইসেন্স-প্রাপ্ত ঘাতক বহু ব্যক্তিকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিয়াছিল।

উইলিস্ ফিলিপের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সময় হইয়াছে এ কথা স্মরণ করাইয়া দিতে আমার দুঃখ হইতেছে; কিন্তু ইহা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।"

ফিলিপ কারু উইলিসের করমর্দ্দন করিল। যে তাহাকে আর কয়েক মিনিট পরে ফাঁসিতে লটকাইবে, তাহারও করমর্দ্দন করিতে ফিলিপের মনে বিতৃষ্ণার সঞ্চার হইল না!

উইলিস্ বলিল, "আর বিলম্ব নয়, আমার সঙ্গে আসুন।"—সে ফিলিপের হাত ধরিয়া সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ওয়ার্ডার কন্‌লে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল, তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। কারাধ্যক্ষও ফিলিপের মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না; তিনি বিমুখ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সেই কারাপ্রকোষ্ঠ হইতে বধ্যভূমিতে যাইবার সঙ্কীর্ণ পথ ছিল; ফাঁসির আসামী ভিন্ন অন্য কোন কয়েদীর সে পথে পদার্পণের অধিকার ছিল না। ফিলিপ আড়ষ্ট দেহে অভিভূতের ন্যায় সেই পথে বধ্যমঞ্চের (execution-shed) অভিমুখে অগ্রসর হইল। পাদ্রী মহোদয় তাহার পশ্চাতে কিছু দূরে থাকিয়া সুর করিয়া ফাঁসির মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে চলিলেন। সেই স্বর ফিলিপের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল; কিন্তু সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। ফিলিপ জল্লাদ উইলিসের সঙ্গে যাইতে যাইতে দুই একবার পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল। আটটা বাজিবার আর কয়েক মিনিট মাত্র বাকি। আটটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার গলায় ফাঁস উঠিবে, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাকে ঝুলিয়া পড়িতে হইবে,—

তাহার পর?—তাহার পর সব শেষ! সম্মুখে আর কত দূর? ফিলিপ আর সম্মুখে চাহিতে পারিল না, সে মস্তক অবনত করিল।

পাদ্রী মহোদয়ের কণ্ঠনিঃসৃত একটানা সুর হঠাৎ থামিয়া গেল। ফিলিপ মুদিত নেত্রে ভাবিল—এবার সে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়াছে; কিন্তু চক্ষু মেলিতে তাহার সাহস হইল না। মৃত্যুর পর কোন্ অজ্ঞাত অন্ধকারাবৃত রাজ্যে উপস্থিত হইতে হইবে ভাবিয়া সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

ওয়ার্ডার কন্‌লে ফিলিপের ঠিক পশ্চাতে ছিল। বধ্যভূমি হইতে সে হঠাৎ ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞা শুনিয়া ফিলিপের হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "থাম!"

ফিলিপ তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল। চলিতে চলিতে হঠাৎ এ ভাবে বাধা পাইবার কারণ কি?—তবে কি সরকার এই শেষ মহূর্ত্তে তাহার প্রাণ ভিক্ষা দিয়াছে? অসম্ভব!

তখন ফিলিপ বধ্যমঞ্চের প্রাঙ্গণদ্বারে উপনীত হইয়াছিল। কিছু দূরেই ফাঁসির স্থান। কন্‌লে ফিলিপের হাত ধরিয়া অগ্রবর্ত্তী উইলিস্‌কে বলিল, "থাম হে বাপু! সম্মুখে কি একটা বাধা উপস্থিত! শুনিতে পাও নাই ডাক্তার কি বলিলেন? কি করিয়া ইহার ফাঁসি হইবে?"

ফাঁসি হইবে না?—ব্যাপার কি?—ফিলিপ হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া সেই বধ্যভূমির সানের উপর পড়িয়া গেল।

কারাধ্যক্ষ পশ্চাতে থাকিয়া ফিলিপকে মূর্চ্ছিত হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আসামীকে তুলিয়া লইয়া শীঘ্র উহার কুঠ্রীতে ফিরিয়া যাও।"

কন্‌লে ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া ফিলিপের সংজ্ঞাহীন জাড় দেহ দুই হাতে টানিয়া তুলিল। তাহার পর তাহাকে কাঁধে লইয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু বধ্যমঞ্চের সম্মুখে কাঠের প্রাচীর থাকায় তাহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইল। সে জড়িত স্বরে কারাধ্যক্ষকে বলিল, "ব্যাপার কি মহাশয়? প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত হইল না কি?"

কারাধ্যক্ষ ওয়ার্ডারের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে

বধ্য-মঞ্চের আবরণের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছিল, এবং দুই চক্ষু কপালে উঠিয়াছিল।

তিনি বধ্য-মঞ্চের সম্মুখে আসিয়া, কারাগারের ডাক্তার লরিমারকে সেখানে উপস্থিত দেখিলেন; কিন্তু মঞ্চের দিকে চাহিয়াই তাঁহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল! তিনি ভগ্নস্বরে বলিলেন, "এ কি ব্যাপার লরিমার! আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি আমাদের আগে আসিয়াছ, যদি কিছু বুঝিয়া থাক বল; এ কি রহস্য?"

কারাধ্যক্ষ বধ্যমঞ্চের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি সবিস্ময়ে সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, একটি স্থূলাঙ্গ মৃতদেহ বধ্য-মঞ্চে ঝুলিতেছে! যে রজ্জু দ্বারা তাহার গলায় ফাঁস দেওয়া হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ নূতন। লোকটার দেহে তখন প্রাণ ছিল না। তাহার মাথা আড়ষ্ট ভাবে নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। মুখের ভাব অতি ভীষণ! ফাঁসের দড়ি তাহার গলায় আঁটিয়া বসিয়াছিল।

জল্লাদ উইলিস্ ও তাহার সহকারী কারাধ্যক্ষের অনুসরণ করিয়া দ্রুতবেগে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা উভয়েই ভয়ে ও বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া মৃতদেহের দিকে চাহিয়া রহিল! সরকারের বেতন-ভোগী জল্লাদ, তাহাদের অধিকার হরণ করিয়া, তাহাদের অজ্ঞাতসারে কারাগারের উচ্চ অবরোধের অভ্যন্তরস্থিত বধ্যমঞ্চে আসিয়া কে কাহাকে ফাঁসিতে লট্‌কাইয়া গেল? এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার তাহাদের কল্পনারও অতীত! তাহাদের মনে হইল—তাহারা স্বপ্ন দেখিতেছে!

কারাধ্যক্ষ ব্যগ্র স্বরে বলিলেন, "লরিমার, ওখানে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া কি দেখিতেছ? এখন কি নিষ্কর্ম্মা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার সময়? লোকটাকে কি বাঁচাইবার উপায় নাই? দেখ, চেষ্টা কর—যদি কিছু করিতে পার।"

ডাক্তার লরিমার ভগ্নস্বরে বলিলেন, "ফাঁসিতে যাহার মৃত্যু হইয়াছে তাহাকে বাঁচাইতে বলিতেছেন? ক্ষেপিলেন না কি? তবে নিকটে গিয়া মৃতদেহটি পরীক্ষা করিতে পারি। তাহার অধিক আমার আর কিছুই করিবার নাই।"

ডাক্তার লরিমার, জেলখানার ডাক্তার। ফাঁসির সময় তাঁহাকে বধ্যমঞ্চে উপস্থিত থাকিতে হয়; তাঁহাকে মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে হয়। এ সকল কার্য্যে তিনি অভ্যস্ত; এইরূপ ভীষণ নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার হৃদয় কম্পিত হয় না, তাঁহার মনের ভাবান্তর হয় না; কিন্তু আজ এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া তিনিও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন! কি এক অজ্ঞাত ভয়ে তাঁহার বুক কাঁপিতে লাগিল। তিনি কুণ্ঠিত ভাবে বধ্যমঞ্চের সোপানে উঠিলেন, মৃত ব্যক্তির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন; কিন্তু তাহার দেহ স্পর্শ করিয়াই আর্ত্তনাদ করিয়া কারাধ্যক্ষের প্রায় ঘাড়ের কাছে লাফাইয়া পড়িলেন—যেন হঠাৎ সাপে তাঁহাকে ছোবল মারিয়াছে!

ডাক্তারের আর্ত্তনাদ শুনিয়া কারাধ্যক্ষ সভয়ে বলিলেন, "কি হইল? এত ভয় পাইলে কেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! যে লোকটা ফাঁসি-কাঠে ঝুলিতেছে—আপনি উহাকে চিনিতে পারিয়াছেন?"

কারাধ্যক্ষ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কিরূপে চিনিব? লোকটা আমার অপরিচিত; অথচ জেলখানার ভিতর বধ্যমঞ্চে ইহার ফাঁসি হইল! এ যে অসম্ভব কাণ্ড!"

ডাক্তার লরিমার অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "ইহা হিউগো চ্যানিংএর মৃতদেহ। ফিলিপ কারু পূর্ব্বে যাহাকে হত্যা করিয়াছিল বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিল, যাহার হত্যাপরাধে বিচারক ফিলিপ কারুর প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন—এ সেই হিউগো চ্যানিং! ফিলিপ কারু তিন মাস পূর্ব্বে যাহাকে হত্যা করিয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ পাইল, সেই নিহত ব্যক্তির আজ এখানে ফাঁসি হইল! ফাঁসি হইয়াছে, কিন্তু মৃতদেহ এখনও উত্তপ্ত আছে। (the body is still warm) ফিলিপ কারুকে ফাঁসিতে লটকাইবার জন্য যখন কারা-প্রকোষ্ঠ হইতে এখানে লইয়া আসা হইতেছিল, তাহার পূর্ব্বেই কে হিউগো চ্যানিংকে এই বধ্যমঞ্চে আনিয়া ফাঁসিতে লটকাইয়া দিয়াছে!—ফিলিপ কারু ইহাকে হত্যা করিয়াছিল—এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা; আজ যাহাকে ধরিয়া আনিয়া এই ভাবে হত্যা করা হইল, তিন মাস পূর্ব্বে সে নিহত হইয়াছিল—ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

কারাধ্যক্ষ কর্ণেল ষ্টীল বলিলেন, "পাগল ! পাগল ! তুমি ক্ষেপিয়াছ ডাক্তার ! —না হয় মানুষ ভুল করিয়াছ। এ রকম অসম্ভব, অসংলগ্ন কথা বলিলে—"

ডাক্তার লরিমার কারাধ্যক্ষের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি ক্ষেপি নাই ! আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি মৃত ব্যক্তির পকেট খুঁজিয়া দেখি—হয় ত পকেটে উহার পরিচয়-পত্র পাওয়া যাইবে; তাহা দেখিলেই আপনার অবিশ্বাস দূর হইবে।—আমি হিউগো চ্যানিংকে চিনি না ?"

ডাক্তার লরিমার বধ্যমঞ্চে উঠিয়া মৃত ব্যক্তির পকেট হাতড়াইতে লাগিলেন। দুই তিন মিনিট পরে তিনি তাহার পাতলুনের পকেট হইতে কয়েকখানি কাগজের সঙ্গে গাঁথা পোষ্টকার্ডের মত পুরু একখানি কাগজ বাহির করিলেন। সেই কার্ডে ছাপার হরফে এই কথাগুলি মুদ্রিত ছিল :—

"অবিচারে নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড প্রার্থনীয় নহে।—বিচার-বিভ্রাট রহিত করিবার জন্য (to prevent a mis-carriage of justice) আমরা ফাঁসির আসামীর অদল-বদলের ব্যবস্থা করিলাম। যে ব্যক্তির ফাঁসি হইল. এই ব্যক্তিই আসল হিউগো চ্যানিং। তিন মাস পূর্ব্বে ইহার মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, —তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই ব্যক্তি যে আসল হিউগো চ্যানিং—এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিলে, সনাক্ত করিবার জন্য যে সকল কাগজপত্র পরীক্ষার প্রয়োজন, তাহা দেখিলে সন্দেহ ভঞ্জন হইবে; এইজন্য সেই সকল কাগজপত্র ইহার পকেটেই রাখা হইল।"

কারাধ্যক্ষ ডাক্তার লরিমারের হাত হইতে সেই কাগজগুলি লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে সেই পুরু কার্ডের সহিত গ্রথিত একখানি ক্ষুদ্র কার্ড দেখিতে পাইলেন। সেই কার্ডে কিছুই লেখা ছিল না; কেবল দুই সারিতে আটটি ছোট ছোট কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু ছিল। তাহা 'চার-দুনো' নামক দস্যুদলের সাঙ্কেতিক নিদর্শন।

কারাধ্যক্ষ কর্ণেল ষ্টীল. সেই কার্ডে সেই আটটি গোলাকার বিন্দু দেখিয়া সভয়ে চমকিয়া উঠিলেন, এবং উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ডাক্তার লরিমারের মুখের দিকে চাহিয়া জড়িত স্বরে বলিলেন, "এ যে চার-দুনো দলের সাঙ্কেতিক চিহ্ন ! কি সর্ব্বনাশ !"

ডাক্তার লরিমার সেই ক্ষুদ্র কার্ডখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আতঙ্ক-বিহ্বল স্বরে বলিলেন, "এ কি তবে চার-তুনো দলের খেলা! তাহারা কোথা হইতে এখানে আসিয়া জুটিল? ফিলিপ কারুর পরিবর্ত্তে হিউগো চ্যানিংকেই বা ধরিয়া আনিয়া ফাঁসিতে লটকাইল কেন?—হিউগো চ্যানিং এত দিন কোথায় ছিল? তাহার মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ প্রচারেরই বা কারণ কি? এই ব্যক্তিই যখন হিউগো চ্যানিং—তখন ফিলিপ কারুর বিরুদ্ধে তাহার হত্যার অভিযোগ মিথ্যা। ফিলিপ কারু নিরপরাধ। অবিচারে নিরপরাধের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল। হিউগো চ্যানিং আজ পর্য্যন্ত জীবিত ছিল—ইহার প্রমাণ যখন আমাদের চক্ষুর সম্মুখে বর্ত্তমান, তখন ফিলিপ কারুর প্রাণদণ্ড হইতে পারে না। সে মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল।"

কারাধ্যক্ষ করতল দিয়া ললাটের ঘর্ম্মরাশি অপসারিত করিলেন; তখন তাঁহার চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি বিরাট রহস্যের অতলস্পর্শ গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া আপনাকে নিতান্ত অসহায় ও বিপন্ন মনে করিতে লাগিলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; অবশেষে হতাশ ভাবে সেই অষ্ট রুহুতন-চিহ্নাঙ্কিত কার্ডখানির দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না।

কারাধ্যক্ষকে নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ডাক্তার লরিমার বলিলেন, "এ অবস্থায় ফিলিপ কারুর ফাঁসি হইতে পারে না। এখন আপনি কি করিবেন মনে করিতেছেন?"

কারাধ্যক্ষ ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "কি করিব? আমার বুদ্ধি-লোপ হইয়াছে। চার-তুনো দলের ষড়যন্ত্র অতি ভীষণ! জানি না আবার কি বিপদে পড়িব। তুমি এই মুহূর্ত্তেই হোম-সেক্রেটারীকে টেলিফোন করিয়া সকল কথা জানাও। আমরা নিজের ইচ্ছায় ফাঁসি বন্ধ করিতে পারি না, অথচ এ অবস্থায় ফিলিপ কারুর ফাঁসি হইতে পারে না। এরূপ ঘটনা কখন ঘটে নাই। হোম-সেক্রেটারী যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহাই করিব। ফিলিপের ফাঁসি আপততঃ বন্ধ থাক। সে বেচারার মূর্চ্ছা হইয়াছিল, চল, তাহাকে দেখিতে যাই। ভয়ঙ্কর কাণ্ড! অদ্ভুত ব্যাপার!"

দ্বিতীয় প্রবাহ

রহস্যের অন্ধকারে

মিঃ ব্লেকের সহকারী স্মিথ প্রাতর্ভোজনের সময় মিঃ ব্লেককে বাড়ী ফিরিতে না দেখিয়া বড় চিন্তিত হইল; আহার প্রস্তুত, ক্ষুধায় সে ছটফট্ করিতেছিল, অথচ মিঃ ব্লেককে ফেলিয়া-রাখিয়া সে কি করিয়া খাইতে বসে?—অবশেষে তাহার ক্ষুধারই জয় হইল। সে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া আহারে বসিল। তাহার আহার প্রায় শেষ হইয়াছে, সেই সময় মিঃ ব্লেক বাড়ী ফিরিলেন।

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, সাড়ে আটটা বাজে! আপনি এ বেলা কোথাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেছেন ভাবিয়া আমি খাইতে বসিয়াছি। আপনার জন্য আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়াও, যখন দেখিলাম আপনি আসিলেন না, তখন ক্ষুধার তাড়ায়—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "খাইতে বসিয়াছ? বেশ ভাল কাজ করিয়াছ; ক্ষুধার চক্ষু লজ্জা নাই স্মিথ! আমি তোমার কৈফিয়ত চাহি নাই।"

মিঃ ব্লেক স্মিথের পাশেই আহারে বসিলেন। আহার করিতে করিতে তাঁহার স্মরণ হইল, প্রত্যূষে তাড়াতাড়ি বাহিরে যাওয়ায় প্রাভাতিক দৈনিক কাগজগুলি তাঁহার দেখা হয় নাই। তাঁহার টেবিলের উপর কাগজগুলি স্তূপাকারে পড়িয়া ছিল। যে কাগজখানি সকলের উপর ছিল, তাহাই তিনি টানিয়া লইয়া দেখিলেন, তাহা সেই দিনের 'ডেলি রেডিও'। (Daily Radio) মিঃ ব্লেক সেই কাগজখানির উপর চোখ বুলাইতে বুলাইতে তাহার একটি স্তম্ভে একটি সংবাদ পাঠ করিলেন, তাহা এই :—

ভূতপূর্ব্ব রাজ-পারিষদের প্রাণদণ্ড

"পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে সাভোভিয়ার নরপতি পঞ্চম কালের ভূতপূর্ব্ব পারিষদ ফিলিপ কারু নরহত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত

হইলে, সেই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছিল; কিন্তু তাহার আপীল নামঞ্জুর হওয়ায় আজ বেলা আট ঘটিকার সময় ষ্ট্যাণ্ডফোর্থের কারাবরোধের অন্তর্ব্বর্ত্তী মধ্যমঞ্চে তাহার ফাঁসি হইবে। সে হিউগো চ্যানিং নামক সুপ্রসিদ্ধ কুঠীয়ালকে হত্যা করিয়াছিল, কিন্তু বিচারালয়ে অপরাধ অস্বীকার করে নাই। হোম-সেক্রেটারীর নিকট তাহার প্রাণ ভিক্ষা করা হইয়াছিল। হোম-সেক্রেটারী সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন নাই। জল্লাদ উইলিসের হস্তে ফিলিপ কারুর প্রাণদণ্ডের ভার অর্পিত হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, নটা বাজিতে পাঁচ মিনিট মাত্র বাকি।—তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্মিথকে সেই সংবাদটি দেখাইয়া বলিলেন, "খবরটা দেখিয়াছ স্মিথ! বেচারা কারুর প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। যে অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে, সেই অপরাধের জন্য সত্যই তাহাকে দায়ী করা চলিত কি না—এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। যে সময় এই শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল সে সময় যে আমাকে বিদেশে যাইতে হইয়াছিল। আমি সে সময় লণ্ডনে থাকিলেও এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ভার গ্রহণ করিলে অনেক গুপ্ত রহস্যের সন্ধান পাইতাম, এবং সম্ভবতঃ এই মামলার বিচার-ফল অন্যরূপ হইত।

"আমি হিউগো চ্যানিংকে চিনিতাম; তাহার বৈষয়িক কার্য্যপ্রণালীর প্রতি আমার লক্ষ্য ছিল। ও রকম নিষ্ঠুর, লোভী ও পরছিদ্রান্বেষী অর্থপিশাচ আমি অল্পই দেখিয়াছি! তাহার শোচনীয় পরিণামের সংবাদ শুনিয়া আমি বিন্দুমাত্র বিস্মিত হই নাই। সে নিহত হইয়াছে, এ জন্য দুঃখিত হওয়াই উচিত; কিন্তু কেন বলিতে পারি না, তাহার হত্যাকারীর প্রতি সহানুভূতিতেই আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে! কিন্তু এখন এই সহানুভূতি সম্পূর্ণ নিস্ফল।"

স্মিথ ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "বড়ই ক্ষোভের বিষয় কর্ত্তা! নিদ্রাভঙ্গের পর যখন আমরা শয্যাত্যাগ করিতেছিলাম, সেই সময় সেই বেচারীকে বধ্যমঞ্চে লইয়া গিয়া তাহার মহানিদ্রার ব্যবস্থা করা হইল! সে অপরাধী, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। আমি তাহার মামলার বিবরণ পড়িয়াছিলাম। সে

অপরাধ অস্বীকার করে নাই; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সে আত্মসমর্থনের জন্য কোন চেষ্টাই করে নাই। (he made no attempt to defend himself) আমি ইহার কারণ বুঝিতে পারি নাই। ফিলিপ কারু চ্যানিংকে তাহার ব্রামার্ট-ষ্ট্রীটের আফিসে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছিল—এই রকমই যেন কাগজে পড়িয়াছিলাম বলিয়া মনে হইতেছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, কাণ্ডখানা ঐ রকমই বটে; কিন্তু একটি কারণে এই ঘটনায় আমি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। আমি জানিতাম ফিলিপ কারু এক সময় সারোভিয়া-রাজ পঞ্চম কার্লের পারিষদের পদে নিযুক্ত ছিল। অবশেষে কি কারণে জানি না সে সেই চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছিল।"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "সে সারোভিয়া-রাজ পঞ্চম কার্লের চাকরী করিত! পঞ্চম কার্ল বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রধান দস্যু, চার-ফুনো নামক দস্যুদলের অধিনায়ক, এবং সভ্যজগতের সকল অপরাধীর শিরোমণি—এ সংবাদ ফিলিপ কারুর বোধ হয় জানা ছিল না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সম্ভব বটে। সারোভিয়া-রাজের কোনও কর্ম্মচারী এ সংবাদ জানে কি না সন্দেহ। তথাপি পঞ্চম কার্ল এই চার-ফুনো দল গঠন করিয়া লণ্ডনে কি ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, কি ভাবে সমাজের শান্তিভঙ্গ করিতেছে—তাহা ত তোমার আমার অজ্ঞাত নহে স্মিথ! আমি তাহার দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছি। তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে গিয়া একাধিক বার বিপন্ন হইয়াছি; কিন্তু তাহার বিষদাঁত ভাঙ্গিবার কোন পন্থা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারি নাই। সে আমাকেই হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, এবং তাহার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে।"

মিঃ ব্লেক চার-ফুনো দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া নানা কৌশলে এই দলের দুইজন প্রধান দস্যুকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহাদের একজন ডাক্তার গ্যাষ্টন লিনো, অন্য দস্যুর নাম রিচার্ড ডান্। ইহারা উভয়েই দীর্ঘকালের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, এবং ব্লিকমুর কারাগারে আবদ্ধ ছিল। ইহারা উভয়েই চার-ফুনো দলের দলপতি "টেক্কার" প্রধান

সহচর ছিল। কিন্তু এই টেক্কাই যে ছদ্মবেশী ও ছদ্মনামধারী পঞ্চম কার্ল, এ কথা মিঃ ব্লেক ও দুই একজন ভিন্ন লণ্ডনের অন্য কেহ জানিত না; এবং এ কথা তাঁহারা নানা কারণে গোপন রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলেন।

সারোভিয়া বুল্‌গেরিয়া ও রুমেনিয়া-সন্নিহিত একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য। ক্ষুদ্র হইলেও এই রাজ্যের আর্থিক অবস্থা ইউরোপের অনেক বৃহৎ রাজ্যের অবস্থা অপেক্ষা উন্নত ছিল। এই রাজ্যের রাজা পঞ্চম কার্ল যদি কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার অদ্ভুত সাহস, অনুচর-নির্ব্বাচন-কৌশল, দলসংগঠনের শক্তি এবং দস্যুবৃত্তির সাহায্যে, প্রাচীন যুগের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দস্যুগণের ন্যায় ঐশ্বর্য্য ও খ্যাতি অর্জ্জনে সমর্থ হইতেন; আলেকজান্দার হইতে তৈমুরলঙ্গ ও নাদির সা সকলেই দস্যু ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা দি বীরের ও রাজ্য-সংস্থাপকের গৌরব লাভ করিয়াছিলেন; এখন সে যুগ আর নাই, সে যুগের বীরত্বের আদর্শও এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। রাজা কার্ল বর্ত্তমান কালের আদর্শে স্বরাজ্যে বাস করিয়া রাজকার্য্য-পরিচালনায় কাল-যাপন করা অসহ্য বিড়ম্বনার বিষয় মনে করিতেন। সারোভিয়া-রাজধানী ক্রাকডের রাজকীয় ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বর তাঁহাকে তাঁহার রাজ্যে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ সাহসী ফিলিপ (Philip the Bold) উলঙ্গ কৃপাণ-হস্তে সুদূর বাইজান্টিয়ামে প্রবেশ করিয়া যে ভাবে দিগ্বিজয় ও লুণ্ঠন দ্বারা বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় আসন লাভ করিয়াছিলেন, তিনি বোধ হয় সেই আদর্শেই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন; কিন্তু সে কাল নাই, দস্যুবৃত্তির সে সুযোগ নাই, এবং নীতির আদর্শও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—ইহা বোধ হয় তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

রাজধানীতে বাস করিয়া রাজার কর্ত্তব্য পালনের স্পৃহা না থাকায় পঞ্চম কার্ল স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপের বিভিন্ন নগরে বাস করিয়া আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু নানা প্রকার দুঃসাহসের কার্য্যের ও দস্যুবৃত্তির প্রবৃত্তি বিসর্জ্জন দেওয়া তাঁহার অসাধ্য হইয়াছিল। অবশেষে তিনি লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া নানা দেশের বিখ্যাত দস্যুদের সাহচর্য্যে যে দস্যুদল সংগঠন করিয়া-

ছিলেন, তাহাদের কুকর্ম্মের কিছু কিছু পরিচয় ইতিপূর্ব্বে পাঠক পাঠিকাগণ জানিতে পারিয়াছেন। তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া বিবাহ করুন, রাজার কর্ত্তব্য পালন করুন, ইহাই ছিল—তাঁহার রাজ্যের প্রজা-সাধারণের আন্তরিক ইচ্ছা। প্রজাবর্গের প্রতিনিধি-সভা তাহাদের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া কাউণ্ট ষ্টিন্‌উইজ নামক রাজসচিবকে তাহাদের দূতরূপে লণ্ডনে রাজা পঞ্চম কার্লের নিকট প্রেরণ করিয়াছিল। তিনি রাজ্যে প্রত্যাগমন না করিলে রাজ্যে বিপ্লবানল জ্বলিয়া উঠিবে, তিনি সিংহাসন-চ্যুত হইবেন, তাঁহার ধনভাণ্ডার বাজেয়াপ্ত হইবে, এই সকল কথা শুনিয়াও তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে সম্মত হন নাই; সিংহাসন-ত্যাগের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, এবং রাজকীয় ধন-ভাণ্ডারে বঞ্চিত হইবেন শুনিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য তাঁহার অর্থোপার্জ্জনের সামর্থ্য যথেষ্ট আছে। কিন্তু তিনি যে দস্যুদল সংগঠন করিয়া তাহাদের সাহায্যে তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিবেন, এবং তাহাতেই তাঁহার উদরান্নের সংস্থান হইবে, তাঁহার এই দুরভিসন্ধি তাঁহার প্রজাবর্গ বুঝিতে পারে নাই। তাঁহার কীর্ত্তিমান পূর্ব্বপুরুষেরা উন্মুক্ত তরবারি-হস্তে দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, আর তিনি সিঁদকাঠী ও ঘাতকের ছুরিকা-হস্তে গোপনে চুরী ও নরহত্যা করিবেন, এবং প্রকাশ্যে সাধু সাজিয়া সম্ভ্রান্ত সমাজে বিচরণ করিবেন, ইহাই তাঁহার উচ্চাভিলাষের আদর্শ! ইউরোপে ফৌজদারী আইনের সাহায্যে কোন অপরাধী স্বাধীন রাজাকে গ্রেপ্তার করিবার উপায় নাই; আইনের এই বিধি রাজা কার্লের দুরভিসন্ধি সিদ্ধির অনুকূল হইয়াছিল।

রাজা পঞ্চম কার্লের যেরূপ সংগঠনপটুতা এবং বিভিন্ন প্রকৃতির শক্তিশালী ব্যক্তিগণের উপর প্রভাব বিস্তারের ও নেতৃত্বের ক্ষমতা ছিল, কূটবুদ্ধি পরিচালনের সেইরূপ অসামান্য শক্তি ছিল;—যদি তিনি তাহার অপপ্রয়োগ না করিতেন, যদি স্বরাজ্যের পরিচালনে ও শৃঙ্খলাবিধানে সেই শক্তির প্রয়োগ করিতেন—তাহা হইলে বলকানের রাজ্যগুলির মধ্যে সারোভিয়া রাজ্য শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারিত; ইউরোপের রাজনীতিকগণের মধ্যে তিনি উচ্চ আসন লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু দস্যুসমাজে অজেয় হওয়াই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি যে সকল দস্যু তস্কর গুণ্ডা প্রভৃতির সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম ও পরিচয় 'রাজা বোম্বেটে' নামক উপন্যাসে প্রকাশিত হইয়াছে, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য।

মিঃ ব্লেক এই দস্যুদল চূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববারের চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। আজ প্রভাতে আহার করিতে বসিয়া 'রেডিও'তে সারোভিয়া-রাজের একজন ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারীর প্রাণদণ্ডের সংবাদ পাঠ করিয়া মিঃ ব্লেকের মনে হইল—সারোভিয়া-রাজ কার্ল অর্থাৎ ছদ্মনাম-ধারী দস্যুদলপতি 'টেক্কা' ফিলিপ কারুর প্রাণদণ্ডের সংবাদ কি জানিতে পারে নাই? টেক্কা কি এই ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিবে? অথচ তিনি 'রেডিও'তে পাঠ করিলেন, সেই দিন প্রভাতে আটটার সময় প্রাণদণ্ড হইবে। হ্যাণ্ডফোর্থ কারাগারের উচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে ফিলিপের ফাঁসি নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইয়াছে কি না জানিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল। তাঁহার চক্ষু কৌতূহলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

স্মিথ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মনের ভাব বোধ হয় অনুমান করিতে পারিল; সে হাসিয়া বলিল, "কর্ত্তা, আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি 'রাজা বোম্বেটে'র সঙ্গে আর একবার ঘুষাঘুষি করিবার জন্য আপনার হাত নিস্-পিস্ করিতেছে!"

মিঃ ব্লেক স্মিথের মুখের উপর একবার কটাক্ষপাত করিয়া পুনর্ব্বার সংবাদ-পত্রে মনঃসংযোগ করিলেন, তিনি তাহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না।—স্মিথের তখন আহার শেষ হইয়াছিল। সে উঠিয়া পথের দিকের জানালার নিকট উপস্থিত হইল, এবং সম্মুখে মুখ বাড়াইয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

তখন বেলা নটা বাজিয়া গিয়াছিল; বেকার ষ্ট্রীট জনকোলাহল-মুখরিত। ট্যাক্সি, বাস, ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতি নানাশ্রেণীর যান ও অগণ্য পথিক গন্তব্য স্থলে ধাবিত হইতেছিল।

স্মিথ হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "কর্ত্তা, মিঃ পেজ এই দিকে

আসিতেছেন! বোধ হয় আপনার কাছে উঁহার কোন কাজ আছে। যে রকম তাড়াতাড়ি আসিতেছেন, মনে হইতেছে কোন জরুরি খবরই আনিতেছেন।"

দুই তিন মিনিট পরে মিঃ পেজ অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং ঝুপ্ করিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া-পড়িয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন, "নমস্কার ব্লেক! নমস্কার স্মিথ! হ্যাণ্ডফোর্থের জেলখানা হইতে আমি ঝড়ের মত বেগে দৌড়াইয়া আসিতেছি। বসএই আসিয়াছি, বেকার ষ্ট্রীটের মোড়ে বস্ হইতে নামিয়া এই-টুকু আসিতেই হাঁপাইয়া উঠিয়াছি! আঃ—যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, তাহার কাছে কোথায় লাগে জর্ম্মানীর যুদ্ধ-ঘোষণার সংবাদ! খবরটা জুৎ-সই করিয়া লিখিতে পারিলে লাখ-খানেক কাগজ—"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বসিলেন, "যত হুজুগের খবর সব আগে তোমারই ভাগ্যে জুটিয়া যায় না কি? এই সকালে কি অদ্ভুত সংবাদ সংগ্রহ করিলে, ভূমিকা ত্যাগ করিয়া সোজা কথায় বল শুনিয়া লই।"

মিঃ পেজ বলিলেন, "সব শুনিবেন। আমার সৌভাগ্য যে, এ রকম অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, অথচ সত্য ঘটনা দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি! ভাগ্যে ঠিক সময়ে সেখানে গিয়া হাজির হইতে পারিয়াছিলাম! কিন্তু সে কথা পরে; আপনি শীঘ্র উঠুন, হোম-সেক্রেটারী মহাশয় আপনাকে তাঁহার নিকট ধরিয়া-লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়া দিলেন।"

ডেরেক পেজ লণ্ডনের ফ্লীট ষ্ট্রীটের সংবাদ-পত্র সমূহের আফিসে 'স্প্যালাস পেজ' নামেই পরিচিত ছিলেন। 'রেডিও'তে যে সকল অদ্ভুত ও কৌতুকাবহ সংবাদ প্রকাশিত হইত, সেগুলি তিনিই সর্ব্ব-প্রথম সংগ্রহ করিয়া আনিতেন; এ বিষয়ে কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। বস্তুত, মিঃ পেজের সংবাদ-সংগ্রহের গুণেই 'ডেলি রেডিও' পাঠকসমাজে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। 'রেডিও'র সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীগণ মনে মনে একথা স্বীকার করিলেও প্রকাশ্যে তাহা অস্বীকার করিতেন, পাছে মিঃ পেজের বেতন বৃদ্ধি করিতে হয়!

মিঃ ব্লেকের সহিত পেজের সুদৃঢ় বন্ধুত্ব ছিল—যদিও মিঃ ব্লেক পেজ অপেক্ষা প্রায় দশ বৎসরের বড়। গুপ্ত রহস্যের সন্ধান পাইয়া তাঁহারা উভয়ে অনেক বার

একত্র দেশান্তরেও যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং বহু বার বহু স্থানে বিপদে পড়িয়া পরস্পরকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন; মিঃ পেজের উত্তেজিত ভাব, ব্যাকুলতা প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন—সেই প্রভাতে হ্যাণ্ড-ফোর্থের কারা-প্রাঙ্গণে কোন অদ্ভুত কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। কিছু কাল পূর্ব্বে তিনি যাহা ভাবিতেছিল, সেই রূপ কোন কাণ্ড ঘটিল না কি? ফিলিপ কারুর ফাঁসি, ও চার-তুনোর দল—এ উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে না কি? মিঃ ব্লেক কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি পেজ? হ্যাণ্ড-ফোর্থ-কারাগারে কি কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে? তোমাদের কাগজেই পড়িতে-ছিলাম আজ সকালে আটটার সময় সেখানে ফিলিপ কারুর ফাঁসি হইবে।"

মিঃ পেজ বলিলেন, "আমাদের বিশেষ সংস্করণের কাগজে যে সংবাদ প্রকাশিত হইবে সেই সংবাদ পাঠ করিয়া সারা ইংলণ্ডের লোক স্তম্ভিত হইয়া ভাবিবে—এ কি ব্যাপার? ফিলিপ কারুকে ফাঁসে লট্‌কাইবার জন্ম আজ সকালে বধ্যমঞ্চে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, কিন্তু তাহাকে ফাঁসি-কাঠে উঠিতে হয় নাই; ফাঁসের দড়ি তাহার গলায় বাধাইবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে হোম-সেক্রেটারী তাহার প্রাণ ভিক্ষা দিয়াছেন!"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "বল কি হে! এ যে বড়ই তাজ্জবের ব্যাপার। আমি ভাবিতেছিলাম কারু বেচারা এতক্ষণ পরলোক পৌঁছিয়াছে, এবং তাহার মৃতদেহ কফিনে পুরিবার ব্যবস্থা হইতেছে। আমার এ অনুমান সত্য নহে? ফাঁসিকাঠে তুলিবার সময় হোম-সেক্রেটারী বাহাদুর কি অজুহাতে তাহার প্রাণ ভিক্ষা দিলেন? তাঁহার করুণা ত এত সুলভ নহে; বিশেষতঃ, পূর্ব্বে তিনি তাহার প্রাণ-ভিক্ষার প্রার্থনা কানে তোলা সঙ্গত মনে করেন নাই। হঠাৎ শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার করুণার বান ডাকিল! ইহার কারণ?"

মিঃ পেজ কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, "কারণ ফিলিপ কারু তিন মাস পূর্ব্বে যে সুদখোর মহাজন বেটাকে স্বহস্তে হত্যা করিয়া প্রাণ-দণ্ডের আদেশ লাভ করিয়াছিল, সেই মহাজনটাকে আজ বেলা আটটার সময় সশরীরে বধ্যমঞ্চে উপস্থিত হইয়া ফাঁসির দড়ি গলায় বাঁধিয়া ঝুলিতে দেখা গিয়াছে! তখন পর্য্যন্ত তাহার শরীর গরম ছিল!"

স্মিথ হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "নেশা! নেশা!—মিঃ পেজ আজ সকালে ভাটিকে-ভাটি গণ্ডুষ করিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন কর্ত্তা!"

মিঃ পেজ স্মিথকে ধমক দিয়া বলিলেন, "থামো ছোকরা! একটা বদনাম দিলেই হইল? তুমি জান হিউগো চ্যানিংএর হত্যাপরাধে যাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল—সে চার-দুনো দলের লোক?"

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিঃ পেজের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ কথা তোমাকে কে বলিল? ফিলিপ কারু চার-দুনোদলের লোক? সে দস্যু? অসম্ভব! তোমার এ কথা বিশ্বাসের অযোগ্য।"

মিঃ পেজ বলিলেন, "চার-দুনো দলের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে তাহার যোগ আছে কি না জানি না, হয় ত নাই; কিন্তু এই ব্যাপারের সহিত যে চার-দুনো দলের সম্বন্ধ আছে—ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ বর্ত্তমান। এমন কি, হোম-সেক্রেটারী সার ম্যাল্‌কম উইক্‌সের পর্য্যন্ত টনক নড়িয়াছে। তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে হ্যাণ্ডফোর্থ কারাগারে সশরীরে উপস্থিত! আহা, বৃদ্ধ কারাধ্যক্ষ কর্ণেল ষ্টীলের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হয়; বেচারা প্রায় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে! আমি আমাদের কাগজে ফাঁসিব বিবরণটা গুছাইয়া লিখিব, এই উদ্দেশ্যে ঠিক আটটার সময় হ্যাণ্ডফোর্থ কারাগারে উপস্থিত হইয়া দেখি সেখাসে ভীষণ হৈ-চৈ ব্যাপার! শুনিলাম ফিলিপ বেচারার ফাঁসি হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় মনের দুঃখে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। ফাঁকি দিয়া স্বর্গলাভের এমন সুযোগটা নষ্ট হইলে কাহার না দুঃখ হয়? জেলখানার ডাক্তার লরিমার—এই নরমেধ-যজ্ঞের পুরোহিত; বহু দিন হইতে সে বিস্তর আসামীর ফাঁসি মঞ্জুর করিয়া আসিতেছে; কিন্তু আজ দেখি সে বেচারা একদম ধন্দ! যেন তাহার ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছে। ডাক্তার কোন কথা বলিতে পারিতেছে না, কেবল থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে, আর সভয়ে চারি দিকে চাহিয়া বলিতেছে—'চার-দুনোর নজরে পড়া গিয়াছে, আর রক্ষা নাই!'—খবরটা আপনাকে না জানাইয়া কি করিয়া স্থির থাকি? আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছি শুনিয়া হোম-সেক্রেটারী আমাকে বলিলেন—আমি

যেন আপনাকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে সেখানে উপস্থিত হই।—সুতরাং আমি সেখান হইতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিতেছি।”

মিঃ ব্লেক আহারান্তে ধূমপান করিতেছিলেন, তিনি চুরুটটা ভস্মাধারে নিক্ষেপ করিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া পোষাকের ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটি মূল্যবান নীল পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, ছেয়ে রঙ্গের হমবর্গ টুপি (a grey homburg hat) মাথায় আঁটিয়া দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। স্মিথ তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা না করিয়া একটা টুপি টানিয়া-লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল; তাহার আর পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনের অবসর হইল না। তাঁহারা তিন জনে পথে আসিয়া একখানি ট্যাক্সিতে উঠিলেন। ট্যাক্সি মিঃ ব্লেকের আদেশে পূর্ণবেগে হ্যাণ্ডফোর্থ কারাগার-অভিমুখে ধাবিত হইল।

মিঃ পেজ বলিলেন, “হ্যাণ্ডফোর্থ জেলখানার দরজা হইতে বেকার ষ্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত আমি ঠিক বার মিনিটে আসিয়াছি।—বসএ আসিতে বার মিনিট লাগিলে ট্যাক্সিতে আরও কম সময়ে পৌছান উচিত।—পুলিশ আইন দেখাইয়া বাধা দিতে আসিলে, তাহাদের মাথা ভাঙ্গিয়া দিব। হোম-সেক্রেটারীর হুকুম, যতশীঘ্র সম্ভব সেখাসে পৌছান চাই।”

মিঃ ব্লেক কোন কথা বলিলেন না।—চার-ডুনো দলের সহিত এত শীঘ্র পুনর্ব্বার তাঁহার সংঘর্ষণের সম্ভাবনা ঘটিবে—ইহা তিনি পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই। কি অবস্থায় তাঁহাকে তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইবে, এবং এই যুদ্ধের জন্য তিনি কি ভাবে প্রস্তুত হইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তিনি ডিটেক্টিভের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া এই দীর্ঘকালে অনেক অদ্ভুত কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অনেক দুর্ব্বোধ্য রহস্য ভেদ করিয়াছেন; কিন্তু মিঃ পেজ তাঁহাকে যে ঘটনার কথা বলিলেন তাহার ন্যায় রহস্যপূর্ণ, অলৌকিক বিচিত্র কাণ্ডের কথা কখন শ্রবণ করেন নাই, সেরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা ত দূরের কথা! তাঁহার মনে হইল, ডাক্তার সাটিরার কৌশল ও ষড়যন্ত্র এই চার-ডুনো দলের ফন্দী-ফিকিরের তুলনায় নগণ্য!

হ্যাণ্ডফোর্থ-কারাগার উচ্চ প্রাচীর-পরিবেষ্টিত। যেখানে ফাঁসি দেওয়া হয়—

সেই বধ্যমঞ্চ সুরক্ষিত। বেলা আটটার সময় সেখানে ফিলিপ কারুর ফাঁসি হইবার কথা, কিন্তু সে বধ্যমঞ্চে নীত হইবার পূর্ব্বেই, যাহাকে সে তিন মাস পূর্ব্বে হত্যা করিয়াছিল—তাহাকে সজীব অবস্থায় সকলের অজ্ঞাতসারে লইয়া গিয়া, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই সেখানে ফাঁসিতে লট্‌কাইয়া দেওয়া হইয়াছে; অথচ বাহিরের কোন লোক ছিল না! সুদখোর মহাজনটা ফাঁসি-কাঠে ঝুলিতেছিল!—এ যে কি রহস্য, চার-হুনো দলের এ কি চাতুরী, মিঃ ব্লেক তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কথাটা এরূপ অবিশ্বাস্য যে, কাহারও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; কিন্তু মিঃ পেজ ত সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। হোম-সেক্রেটারীও সেখানে গিয়া সমস্তই দেখিয়াছেন। তিনি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সেখানে গিয়া কি কৌশলে এই রহস্য ভেদ করিবেন? চার-হুনো দল এবার প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছে; তিনি কোন্ অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিবেন? এই যুদ্ধে কি তিনি জয় লাভ করিতে পারিবেন? হয় ত তাঁহাকে অপদস্থ হইতে হইবে; এত দিনের সুনাম নষ্ট হইবে! নানা চিন্তায় তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন, "বেশ তাহাই হউক, রাজা মহাশয়! (So be it, m'sieu le Roi!) পুনর্ব্বার আমাদের মধ্যে বুদ্ধির যুদ্ধ আরম্ভ হউক। এই যুদ্ধে জয় লাভের জন্য আমি জীবন পণ করিলাম।"

হ্যাণ্ডফোর্থ কারাগারের লৌহদ্বারের অদূরে আসিয়া ট্যাক্সি থামিল। মিঃ পেজ ঘড়ি খুলিয়া বলিলেন, "আমরা ঠিক ন' মিনিটে আসিয়াছি। নামিয়া ভিতরে চলুন।"

মিঃ ব্লেক মিঃ পেজ ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া ট্যাক্সি হইতে নামিয়া পড়িলেন। ট্যাক্সিওয়ালা তাঁহাদের আদেশে কিছু দূরে তাঁহাদের প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় গাড়ীতে বসিয়া রহিল। দেউড়ীর সম্মুখে একদল কৌতূহলী নর নারীর সমাগম হইয়াছিল। জেলখানায় কি একটা অঘটন ঘটিয়াছে শুনিয়া, তাহারা ব্যাপার কি জানিতে আসিয়াছিল; কিন্তু দেউড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহারা কিছুই জানিতে পারিল না। দুই একজন প্রহরী কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে আসিয়াছিল; তাহাদিগকে

জিজ্ঞাসা করিয়া তাহারা উত্তর পায় নাই। মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া মিঃ পেজ দেউড়ীর পার্শ্বস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মিঃ ব্লেকের দীর্ঘ দেহ ও গম্ভীর সৌম্যমূর্ত্তি দর্শকগণের অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। একটি যুবক তাহার সঙ্গীকে বলিল, "ঐ যে লম্বা লোকটি ট্যাক্সি হইতে নামিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, উহাকে কি তুমি চেন, লিজ ?"—উত্তর হইল, "উহাকে চিনি না ? উহার নাম রবার্ট ব্লেক, লোকটা খুব বড় ডিটেক্‌টিভ। জেলখানার ভিতর নিশ্চয়ই কোন বিভ্রাট ঘটিয়াছে ! ফাঁসির আসামী হয় ত কোন উপায়ে জেলখানা হইতে চম্পট দিয়াছে। আটটার সময় তাহার ফাঁসি হইবার কথা। ফাঁসি শেষ হইবামাত্র, ফাঁসি হইয়াছে বলিয়া যে নোটিস (the notice of execution) লিখিয়া প্রত্যেক বার জেলখানার বাহিরের দেওয়ালে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, সেই নোটিস ত আজ দেখা যাইতেছে না ! ফাঁসি বন্ধ হইবার কারণ বুঝিতে পারা যাইতেছে না।"

দর্শকগণ দেউড়ির বাহিরে দাঁড়াইয়া নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক কারাপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবামাত্র একজন ওয়ার্ডার তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনি দয়া করিয়া কারাধ্যক্ষের আফিসে চলুন। সার ম্যাল্‌কম উইক্‌স সেখানে আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

ওয়ার্ডার বাগানের মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া মিঃ ব্লেককে কারাধ্যক্ষের আফিস-ঘরে লইয়া চলিল। মিঃ পেজ ও স্মিথ নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কয়েদীরা চারি দিকে নানা কার্য্যে রত ছিল; তাহারা কাজ করিতে করিতে মাথা তুলিয়া বিস্মিত ভাবে মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়ের দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু ওয়ার্ডারের গর্জ্জন শুনিয়া তাহারা পুনর্ব্বার স্ব স্ব কার্য্যে মনঃসংযোগ করিল।

হোম-সেক্রেটারী সার ম্যাল্‌কম উইক্‌স কারাধ্যক্ষের আফিসে অগ্নিকুণ্ডের অদূরে স্তব্ধভাবে বসিয়া ছিলেন। কারাধ্যক্ষ কর্ণেল হাওয়ার্ড ষ্টীল তাঁহার ডেস্কের কাছে বসিয়া দ্বারের দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। তাঁহার মুখ গম্ভীর, চিন্তাক্লিষ্ট ও শুষ্ক।

মিঃ ব্লেক সঙ্গীদ্বয়ের সহিত সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র হোম-সেক্রেটারী

ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক আসিয়াছেন? আপনি যে এত শীঘ্র আসিতে পারিবেন ইহা আশা করিতে পারি নাই। সংবাদ পাইয়াই আপনি চলিয়া আসিয়াছেন। আমি আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডেও ফোন করিয়া কোন ইন্‌স্পেক্টরকে এখানে পাঠাইতে বলিয়াছি। যে ইন্‌স্পেক্টর এখানে আসিতেছে তাহার নাম শুনিলাম কুট্‌স। সে বোধ হয় কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসিবে। আপনি বসিয়া কর্ণেল ষ্টীলের নিকট সকল ঘটনার কথা শ্রবণ করুন।"

হোম-সেক্রেটারী অতঃপর মিঃ পেজের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিঃ পেজ, আপনি আপনাদের কাগজের প্রতিনিধিস্বরূপ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন; কিন্তু এই কক্ষে আপনি যে সকল কথা শুনিবেন, আমার বিনানুমতিতে তাহা সাধারণের গোচর করিবেন না: আপনার সৌজন্যের উপর এতটুকু নির্ভর করিতে পারি। আপনি স্মরণ রাখিবেন—মিঃ ব্লেকের বন্ধুরূপে আপনি এখানে প্রবেশের সুযোগ লাভ করিয়াছেন, আমাদের এই পরামর্শ-সভায় সংবাদপত্রের কোন প্রতিনিধির স্থান নাই।"

মিঃ পেজ হাসিয়া বলিলেন, "ধন্যবাদ, সার ম্যাল্‌কম! আপনাদের পরামর্শ-সভায় যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইবে, তাহা প্রকাশের অধিকার আমার নাই, এবং তাহা প্রকাশ করিলে আপনার অনুগ্রহের অপব্যবহার হইবে, ইহা কি আমি জানি না? তথাপি আমার কর্ত্তব্য-জ্ঞানে নির্ভর করিয়া আপনি যে আমাকে এখানে থাকিবার অনুমতি দিলেন, এজন্য আপনি আমার ধন্যবাদের পাত্র।"

সার ম্যাল্‌কম হাসিয়া মিঃ পেজের মুখের দিকে চাহিলেন। মিঃ পেজকে তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, এবং তাঁহার রচনা-কৌশল ও সংযত ভাষায় মত-প্রকাশের শক্তির পরিচয় পাওয়ায় তাঁহাকে শ্রদ্ধাও করিতেন। বিশেষতঃ, সংবাদ-পত্রের পরিচালকবর্গের সুপরামর্শে কর্ণপাত করিতে কোনদিনও তাঁহার আপত্তি ছিল না; কারণ তিনি জানিতেন এইরূপ সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারেই তাঁহারা জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসভাজন হইতে পারেন।

মিঃ ব্লেক একখানি চেয়ারে বসিয়া কারাধ্যক্ষকে বলিলেন, "আপনার সকল কথা আমাকে বলুন কর্ণেল ষ্টীল, আমি প্রস্তুত।"

তৃতীয় প্রবাহ

গভীরতর রহস্য

কারাধ্যক্ষ কর্ণেল ষ্টীল কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া-লইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "মহাশয়গণ, আজ এই জেলখানায় যে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়াছে—সে জন্য যদি আমার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে আপনারা দয়া করিয়া আমার সেই ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। আমি গত কুড়ি বৎসর হইতে এদেশের বিভিন্ন কারাগারের অধ্যক্ষতা করিয়া আসিতেছি; এই দীর্ঘকালে আমাকে অনেক বার অনেক সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছে, কিন্তু এই জেলখানায় আজ যাহা ঘটিয়াছে এরূপ লোমাঞ্চকর অদ্ভুত ব্যাপার আর কখন প্রত্যক্ষ করি নাই। কারাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া আর কখন আমাকে এ ভাবে বিড়ম্বিত হইতে হয় নাই; আর কখন এরূপ হতবুদ্ধি ও কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে অসমর্থ হই নাই। এই কারা-প্রাঙ্গণের বধ্যমঞ্চে একাল পর্য্যন্ত বহু নরহন্তার প্রাণদণ্ড হইয়াছে, তাহাতে কখন কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। নরহত্যাপরাধে কারু নামক আসামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, আজ প্রভাতে আটটার সময় তাহার ফাঁসি হইবার কথা ছিল; আমার ধারণা ছিল—তাহার ফাঁসি নির্ব্বিঘ্নেই শেষ হইবে। হঠাৎ কোন বিঘ্ন ঘটিতে পারে—ইহার কোন লক্ষণ বুঝিতে পারা যায় নাই।

"জল্লাদ উইলিসের উপর ফাঁসি লট্‌কাইবার ভার আছে। এজন্য যে সকল জোগাড়-যন্ত্র পূর্ব্বেই করিয়া রাখিতে হয়—তাহা সে শেষ করিয়া রাখিয়াছিল। আসামী কারু আমাদিগকে কোন কষ্ট দেয় নাই, বা আমাদের কর্ত্তব্য-পালনে অসুবিধা ঘটায় নাই। অনেক আসামী দণ্ডাদেশ পালনের পূর্ব্বে বিদ্রোহী হইয়া উঠে, তাহাদিগকে বধ্যমঞ্চে লইয়া যাওয়া বড়ই কঠিন হয়, জোর-জবরদস্তি করিতে হয়; কিন্তু কারুকে কারাকক্ষ হইতে বধ্য-ভূমিতে লইয়া যাইতে আমাদের কোন কষ্ট হয় নাই। বিচারক আসামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রচার করিয়া

কর্ত্তব্য শেষ করেন; কিন্তু কারাধ্যক্ষকে বধ্যভূমিতে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সেই আদেশ পালন করিতে হয়। এই কার্য্য যেরূপ অপ্রীতিকর, সেইরূপ কঠোর; কিন্তু এই কর্ত্তব্য-পালনে দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন কারাধ্যক্ষের ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে চলে না। আমি হ্যাণ্ডফোর্থ কারাগারে যত দিন কর্ত্তৃত্ব করিতেছি,—এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আর কোন আসামীর ফাঁসি দিতে গিয়া কোনরূপ বাধা পাই নাই, বা কোন অসুবিধায় পড়ি নাই।

"আজ সকালে আটটার সময় কারুর ফাঁসি দেওয়ার কথা ছিল। তাহার অল্প-কাল পূর্ব্বে আমি তাহার প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তাহাকে অত্যন্ত শান্ত দেখিলাম। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইল, সে ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া আছে; মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। প্রধান ওয়ার্ডার কন্‌লে তাহার পাহারায় ছিল; সে বলিল, পূর্ব্বরাত্রে আসামী কোনরূপ অস্থিরতা প্রকাশ করে নাই, নিস্তব্ধ ভাবেই রাত্রি যাপন করিয়াছিল। তাহার ফাঁসির সময় কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে—এরূপ সম্ভাবনা সে বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া তদ্রূপ সন্দেহের কারণ পাই নাই।"

কারাধ্যক্ষের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া একজন স্থূলকায় পুলিশ-কর্ম্মচারী হোম-সেক্রেটারীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স। কুট্‌সের পশ্চাতে জেলখানার ডাক্তারও সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হোম-সেক্রেটারীকে অভিবাদন করিলে, হোম-সেক্রেটারী প্রত্যভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথা হেলাইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উনি ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে আসিতেছেন।"

হোম-সেক্রেটারী বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স, তুমি ঠিক সময়েই আসিয়াছ। তোমাকে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে পাঠানো হইবে, এ সংবাদ সার হেনরী ফেয়ারফক্স পূর্ব্বেই আমাকে জানাইয়াছেন।"—মিঃ ব্লেকের পাশে একখানি চেয়ার খালি ছিল; হোম-সেক্রেটারী সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই

চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, এবং পকেট হইতে নোটবহি ও পেন্সিল বাহির করিয়া গম্ভীর ভাবে কারাধ্যক্ষের মুখের দিকে চাহিলেন।

কারাধ্যক্ষ কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "এই কারাপ্রাঙ্গণের বধ্যমঞ্চে আজ যে লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, তাহা কিরূপে ঘটিল—ইহা আমি ধারণা করিতে পারি নাই; কিন্তু এই দুর্ঘটনার জন্য আমাকেই দায়ী করা হইবে, আমার কৈফিয়ৎ-তলপ হইবে। কর্ত্তৃপক্ষের সন্তোষজনক কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারি—সে শক্তি আমার নাই; সুতরাং আমি যে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিবার আদেশ পাইব—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছি; তবে আমার দুঃখ এই যে, কুড়ি বৎসর প্রশংসার সহিত চাকরী করিয়া—"

হোম-সেক্রেটারী একটু কাশিয়া, কারাধ্যক্ষের কথায় বাধা দিয়া মোলায়েম স্বরে বলিলেন, "দেখ কর্ণেল ষ্টীল, তুমি গত কুড়ি বৎসর কিরূপ যোগ্যতার সহিত কর্ত্তব্য পালন করিয়াছ, গবর্মেণ্টের তাহা অজ্ঞাত নহে। বর্ত্তমান দুর্ঘটনা সম্পূর্ণ আকস্মিক, এবং তোমার সতর্কতার অভাবে ইহা সংঘটিত হইয়াছে—এরূপ সন্দেহের কোন কারণ নাই। এ অবস্থায় তোমার কর্ত্তব্য-পালনে ত্রুটি হইয়াছে ভাবিয়া তুমি কুণ্ঠিত হইও না। এই ব্যাপারে তোমার কৈফিয়ৎ চাহিবার কিছুই নাই, ইহাই আমার বিশ্বাস।"

হোম-সেক্রেটারীর এই আশ্বাস-বাক্য শুনিয়া বৃদ্ধ কারাধ্যক্ষের মুখ একটু প্রফুল্ল হইল। বৃদ্ধের মনে একটু সাহসের সঞ্চার হইল। খোদ কর্ত্তা তাঁহাকে অভয় দান করিলেন; তিনি আশ্বস্ত চিত্তে সকল ঘটনার কথা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন। যে সকল বর্ণনার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

মিঃ ব্লেক স্তব্ধ ভাবে সকল কথা শুনিতে লাগিলেন; তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, বা কোন অভিমত প্রকাশ করিলেন না। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কারাধ্যক্ষের কথাগুলি তাঁহার নোট-বহিতে পেন্সিল দিয়া তাড়াতাড়ি লিখিতে লাগিলেন। সজোরে লিখিতে লিখিতে তাঁহার পেন্সিলের শিষটি হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি আর একটি পেন্সিল বাহির করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্তভাবে পকেট হাতড়াইতে লাগিলেন; কিন্তু পকেটে তাঁহার দ্বিতীয় পেন্সিল ছিল না! কুট্‌সের

বিব্রত ভাব লক্ষ্য করিয়া স্মিথ তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিল—তাহার নিজের পেন্সিলটি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের হস্তে প্রদান করিল।

কারাধ্যক্ষ কথা শেষ করিয়া উপসংহারে বলিলেন, "সার ম্যাল্‌কম, আমার যাহা বলিবার ছিল—তাহা সকলই শুনিলেন ; কিন্তু এ সকল কি ব্যাপার, কিরূপে ইহা ঘটিল, এ সকল কাহার কাজ, তাহা আমার অজ্ঞাত। অনুমান করিয়া কোন কথা বলাও আমার অসাধ্য। আমার বিশ্বাস, মিঃ ব্লেক সকল কথা শুনিয়া কোন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার মন্তব্য শুনিবার জন্য আমি—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি ?—আমি কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারি নাই। আপনার নিকট সকল কথা শুনিয়া একটি বিষয় জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।—মৃত ব্যক্তিকে কি ঠিক সনাক্ত করা হইয়াছে ?"

কারাধ্যক্ষ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "সনাক্ত ? হাঁ, মৃত ব্যক্তিকে আমরা ঠিক চিনিয়াছি বলিয়াই ত মনে হইতেছে। সনাক্ত করিতে কোন রকম ভুল হইয়াছে—এরূপ—"

মিঃ ব্লেক কারাধ্যক্ষের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং হোম-সেক্রেটারীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই দিক দিয়াই তদন্ত আরম্ভ করিতে হইবে ; মৃতব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক।—মৃতদেহ কোথায় ?"

ডাক্তার লরিমার বলিলেন, "মড়ি-ঘরে (mortuary) তাহা আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।"

"চলুন, আগে তাহা দেখিয়া আসি"—বলিয়া মিঃ ব্লেক দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাঁহার নোট-বহি পকেটে ফেলিয়া ডাক্তারের অনুসরণ করিলেন। তাঁহারা সুদীর্ঘ বারান্দা অতিক্রম করিয়া কারা-প্রকোষ্ঠ-গুলির একপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। একজন ওয়ার্ডার সেই প্রকোষ্ঠের অদূরে দাঁড়াইয়াছিল। ডাক্তারের ইঙ্গিতে সে রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিল।

সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া স্মিথ রুমাল দিয়া নাক ঢাকিল ; কোন ঔষধের তীব্র গন্ধে সেই কক্ষের বায়ুস্তর ভারাক্রান্ত। দ্বার খুলিবামাত্র তুষার-শীতল বায়ুপ্রবাহ তাঁহাদের চোখে মুখে লাগিল। সেই কক্ষটি অন্ধকারাচ্ছন্ন, মাথার উপর এক বৈদ্যুতিক দীপ জ্বলিতেছিল, তাহারই আলোকে কক্ষটি আলোকিত ; সেখানে দিবালোক প্রবেশের উপায় ছিল না। কক্ষের মধ্যস্থলে তিনটি প্রস্তর-নির্ম্মিত বেদী ; তাহারই একটির উপর মৃতদেহটি লাল কম্বলে আবৃত হইয়া পড়িয়া ছিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেক সেই প্রস্তর-বেদীর পার্শ্বে উপস্থিত হইলে, ডাক্তার লরিমার কম্বলখানি সরাইয়া মৃতের মুখ খুলিয়া দিলেন।

মিঃ ব্লেক বহু বার মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, নানা উপলক্ষে তাঁহাকে অনেকবার অনেক মৃত-দেহ প্রত্যক্ষ করিতে হইয়াছে ; আত্মহত্যা, খুন, বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি উপলক্ষে যাহাদের মৃত্যু হইয়াছিল এরূপ অনেক লোকের মুখ তাঁহার মনে পড়িল ; কিন্তু কম্বলখানি অপসারিত হইবামাত্র যে মুখ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, তাহার বীভৎস ভঙ্গিতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাহার মুখ ফুলিয়া উঠিয়া বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছিল ; মৃত ব্যক্তির ঠোঁট দু'খানি পুরু, তাহার উপর বাঁকা নাকটা যেন শকুনীর ঠোঁট, নাসিকার ছিদ্র অত্যন্ত প্রশস্ত। কাতলা মাছের মত হা, লম্বা লম্বা দাঁতগুলি উন্মুক্ত মুখ-বিবর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। মুখের ভঙ্গি অতি কদর্য্য ও ভীষণ। যেন একটা পিশাচ দাঁত বাহির করিয়া মরিয়া পড়িয়া আছে! যে রজ্জু দ্বারা তাহার ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা তখনও তাহার গলায় আঁটিয়া ছিল। মিঃ ব্লেকের মনে হইল শ্বেতবর্ণ একটা সাপ তাহার গলায় লেজের ফাঁস জড়াইয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে। দারুণ মৃত্যু-যন্ত্রণায় তাহার হাতের আঙ্গুলগুলি করতলের উপর বাঁকিয়া বসিয়া গিয়াছিল। সেই লোমশ আঙ্গুলগুলি দেখিয়া স্মিথের মনে হইল তাহা বানরের আঙ্গুল! মৃত-ব্যক্তির চক্ষু বিস্ফারিত, শূন্যদৃষ্টি ঊর্দ্ধে প্রসারিত। সেই দৃষ্টিহীন অপলক নেত্রে আতঙ্ক যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মৃত-ব্যক্তির মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "চেহারা দেখিয়া চ্যানিং বলিয়াই মনে হইতেছে। চ্যানিংএর ফটো আমার

সঙ্গেই আছে, মিলাইয়া দেখ ব্লেক! কারুর বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে করোনারের তদন্তের (inquest) সময় আমরা এই ফটো ব্যবহার করিয়াছিলাম।"—তিনি 'ক্যাবিনেট সাইজের' একখানি ফটো পকেট হইতে বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের হাতে দিলেন।

মিঃ ব্লেক সেই ফটোখানির সহিত মৃত-ব্যক্তির মুখের প্রত্যেক অংশ মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন; তাহার পর ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "এ ফটো তুমি কোথায় পাইয়াছ?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "চ্যানিংএর বাস-গৃহে। লোকটা শয়তান ছিল বটে, কিন্তু উহার সখও অল্প ছিল না। সখ করিয়া অনেকগুলি ফটো তুলাইয়াছিল। আমরা উহার ঘরে পাঁচ সাতখানি পাইয়াছিলাম; এই খানিই আমাদের কাছে আছে, অন্যগুলি খবরের কাগজের রিপোর্টার মহাশয়েরা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। ঐ চেহারা খবরের কাগজে ছাপাইবার জন্য তাঁহাদের আগ্রহ হইয়াছিল!—স্বাভাবিক অবস্থা দেখিলেই ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিতে হয়, এখন ত মরিয়া গিয়াছে। যেমন চেহারা, স্বভাবও সেই রকম ছিল!"

মিঃ পেজ বলিলেন, "উহার একখানি ফটো আমরাও সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা আমাদের আফিসে আছে। সে ফটোখানি আর এক ভঙ্গিতে (different pose) তুলিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক মিঃ পেজের কথায় কর্ণপাত না করিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, "যেমন চেহারা, স্বভাবও সেই রকম বলিলে কেন? স্বভাবটি কি নির্ম্মল ছিল না?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "গর্ত্তের পচা পাঁকের মত নির্ম্মল! আমরা অনেক দিন হইতে উহার শয়তানী ধরিবার চেষ্টায় ছিলাম। আমরা গোপনে সন্ধান লইয়া জানিতে পারি—বেটা বদমায়েসের জাসু ছিল। সুদী কারবার করিয়া লোকের রক্ত শোষণ করিত বটে, কিন্তু সে জন্য ত উহার গায়ে হাত দেওয়ার উপায় ছিল না; উহার প্রধান ব্যবসায় ছিল—সম্ভ্রান্ত ঘরের লোকের গুপ্ত কলঙ্কের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া, তাহাই প্রকাশের ভয় দেখাইয়া তাহাদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ!—এই উপায়ে শয়তানটা বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিত। কিন্তু

উহার এই অত্যাচারে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, অপমান ও লজ্জার ভয়ে কত জন আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহার সকল সংবাদ কি কেহ জানিতে পারিত? যাহারা জানিত, উহার ভয়ে তাহারা তাহা প্রকাশ করিত না।

"পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে উহার ঐ রকম একটা কুকর্ম্মের সংবাদ পাইয়া উহাকে লইয়া আমরা টানাটানি আরম্ভ করিয়াছিলাম। একটা আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়ায় উহাকে ধরিয়াছিলাম। যে ছোকরাটি আত্মহত্যা করিয়াছিল—তাহার নাম মাননীয় জন ফিজডন। বড় ঘরের ছেলে। ছোকরাকে আমি চিনিতাম; ভারি স্ফূর্ত্তিবাজ, দরাজ-মেজাজের ছোকরা, তবে চরিত্রটা কিছু অসংযত ছিল। বড় লোকের ছেলেদের ওরকম হইয়াই থাকে। বেচারা এরকম কোন কাজ করিয়া বসিয়াছিল—যাহা প্রকাশিত হইলে তাহাকে বিপন্ন হইতে হইত, হয় ত সে জেলে যাইত। এই সুদখোর শয়তানটা সেই খবর সংগ্রহ করিয়া, কি উপায়ে জানি না, তাহার দুষ্কর্ম্মের প্রমাণ পর্য্যন্ত হস্তগত করে; তাহার পর টাকার জন্য তাহাকে নির্য্যাতন করিবার ভয় প্রদর্শন করে। বেচারা উৎপীড়নের ভয়ে নিরুপায় হইয়া তাহার এটর্ণীর শরণাপন্ন হয়। তাহার এটর্ণী আমাদের সঙ্গে দেখা করিয়া চ্যানিংএর অত্যাচারের কথা বলিলে আমরা চ্যানিংএর আফিসে গিয়া তাহাকে নানা রকম জেরা করি, তাহাকে একটু ভয়ও দেখাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহার ফল বড় সাংঘাতিক হইল। পর দিন শুনিলাম সেই রাত্রেই জন ফিজডন আত্মহত্যা করিয়া তাহার উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে!—আমরা চ্যানিংএর গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিলাম; উহাকে ফাঁদাইবারও চেষ্টা করিলাম; কিন্তু উহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে না পারায় আমাদিগকে অগত্যা নিরস্ত হইতে হইল। কিন্তু সেই ছোকরার অপমৃত্যুর জন্য এই শয়তানই দায়ী, এ ধারণা ত্যাগ করিতে পারিলাম না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া আমি অন্ধকারের মধ্যে একটু আলো দেখিতে পাইতেছি। ফিলিপ কারুও উহার কবলে পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই; তাহাকে নাড়িয়া চ্যানিং বড়ই নির্ব্বোধের কাজ করিয়াছিল—তাহার প্রমাণ ঐ তোমার চক্ষুর উপর বর্ত্তমান।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "ইহাতে তদন্তের কি সুযোগ লাভ করিবে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা এখন বলা কঠিন। তুমি কখন চ্যানিংএর অঙ্গুলি-চিহ্ন লইবার সুযোগ পাইয়াছিলে ?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "দাঁড়াও ভাবিয়া দেখি।—হাঁ, বছর পাঁচেক আগে একবার সে সুযোগ পাইয়াছিলাম বটে !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা নিশ্চয়ই তোমাদের আফিসে আছে, উহা অবিলম্বে সংগ্রহ কর; তাহা হইলে এই মৃত দেহ সনাক্ত করা সহজ হইবে। এই প্রমাণ অকাট্য।"

অতঃপর মিঃ ব্লেক জেলখানার ডাক্তারের সহিত নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করিয়া মৃতদেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন, এবং তাহার উভয় হস্ত তুলিয়া-ধরিয়া একখানি উৎকৃষ্ট 'লেন্সের' সাহায্যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর সোৎসাহে বলিলেন, "১নং প্রশ্নের উত্তর সন্তোষজনক।"—হঠাৎ তিনি ডাক্তারের কানে কানে কি বলিলেন; তাহা শুনিয়া ডাক্তার সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন !

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ফ্রিড্‌ম্যানের পরীক্ষায় (friedman's test) আপনি কয়েক মিনিটের মধ্যেই অব্যর্থ ফল পাইবেন।"

ডাক্তার বলিলেন, "আমি নিশ্চয়ই তাহা করিব। এ খুব বিস্ময়কর 'থিওরী', কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা ফলপ্রদ হইবে কি না বুঝিতে পারিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া কারাধ্যক্ষের আফিস-ঘরে পুনঃ-প্রবেশ করিলেন। স্মিথের মনে হইল সে নরককুণ্ডের বাহিরে আসিল।

মিঃ ব্লেককে ফিরিতে দেখিয়া হোম-সেক্রেটারী বলিলেন, "আপনি ত মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া আসিলেন। এই অদ্ভুত রহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিলেন কি ? এরূপ ঘটনা কিরূপে সম্ভবপর হইল—এ সম্বন্ধে আপনার যদি কোন ধারণা হইয়া থাকে, তাহা শুনিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "সার ম্যাল্‌কম, আমার শক্তি-সম্বন্ধে আপনি অত্যন্ত উচ্চ ধারণা করিয়া বসিয়া আছেন, এ জন্য আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ

অনুভব করিতেছি। তদন্ত করিয়া যে সামান্য কয়েকটি বিষয় জানিতে পারিয়াছি, তাহার উপর নির্ভর করিয়া আপনাকে এক ডজন সম্ভাবনার কথা বলিতে পারি; কিন্তু সেগুলি হয় ত সমস্তই মিথ্যা হইবে। প্রকৃত ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করা যায় তাহাই নির্ভরযোগ্য, নতুবা কেবল অনুমান-সিদ্ধান্ত কেবল নিরর্থক নহে, অনেক সময় মারাত্মক হইয়া থাকে। (are useless, even dangerous) যাহা হউক, এখন আমি কর্ণেলের নিকট সেই কার্ডখানি দেখিব; তাহার পর উইলিস্, কন্‌লে প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাদিগকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। অবশেষে কারুর সঙ্গে আমাকে একবার দেখা করিতে হইবে, তাহাকেও আমার দুই একটি জিজ্ঞাস্য আছে।”

মিঃ ব্লেক কারাধ্যক্ষের নিকট হইতে কার্ডখানি লইয়া তাহা পরীক্ষা করিলেন। কার্ডের উপর দুই সারিতে আটটি কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু দেখিয়া তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সেই আটটি কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুর অর্থ তাঁহার সুবিদিত ছিল। তাঁহার বিশ্বাস হইল—ইহা টেক্কার যুদ্ধ-ঘোষণার নিদর্শন। টেক্কা যে এই ভাবে তাঁহারই বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। টেক্কা অতি অল্প দিনেই মিঃ ব্লেকের শক্তির পরিচয় পাইয়াছিল, এবং তাঁহার কৌশলে তাহার প্রধান অনুচর ডাক্তার গ্যাষ্টন লিনো ধরা পড়িয়া কারারুদ্ধ হওয়ায়, মিঃ ব্লেকের প্রতি তাহার ক্রোধ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল; কিন্তু সে তাঁহাকে চূর্ণ করিবার জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, “টেক্কা কি উদ্দেশ্যে এই কার্ডখানি নিহত ব্যক্তির পকেটে রাখিয়াছিল? যাহাকে ফাঁসিতে লটকাইয়া কারাগারের কর্ম্মচারিগণের অজ্ঞাতসারে হত্যা করা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত পরিচয় কি? যদি সে সত্যই হিউগো চ্যানিং হয়—তাহা হইলে তাহার হত্যাপরাধে ফিলিপ কারুর প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়া বিচারক অমার্জ্জনীয় ভ্রম করিয়াছিলেন; কিন্তু কারুর প্রাণদণ্ডের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার

করিবার কারণ কি? এবং হিউগো চ্যানিংই বা কি কৌশলে বধ্যমঞ্চে নীত হইয়াছিল?"

বলা বাহুল্য, মিঃ ব্লেক এই সকল প্রশ্নের উত্তর স্থির করিতে পারিলেন না; এবং কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে এই রহস্যভেদ করিতে পারিবেন তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া কার্ডখানি একখানি লেফাপায় পুরিয়া কারাধ্যক্ষকে বলিলেন; "কর্ণেল, এই কার্ডখানি কি আমি নিজের কাছে রাখিতে পারি?"

কারাধ্যক্ষ বলিলেন, "হাঁ পারেন, নিশ্চয়ই পারেন; কিন্তু এই কার্ডের সাহায্যে আপনি কি এই রহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন মিঃ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, এখনও পারি নাই; কিন্তু ভবিষ্যতে কৃতকার্য্য হইতেও পারি।"

মুহূর্ত্ত পরে সেই কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া প্রধান ওয়ার্ডার কন্‌লে ঘরের ভিতর মুখ বাড়াইয়া দিল, এবং বিনীত ভাবে বলিল, "কারাধ্যক্ষ মহাশয় সংবাদ পাঠাইয়াছেন মিঃ ব্লেক আমাকে কি বলিবেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, ওয়ার্ডার, তুমি ভিতরে আসিতে পার, তোমাকে আমার কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। জল্লাদ উইলিস্ কি তোমার সঙ্গে আসিয়াছে?"

কন্‌লে বলিল, "হাঁ তাহাকে ও তাহার সহকারীকে ডাকিয়া আনিয়াছি। আপনার অনুমতি হইলে—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমরা তিন জনেই ভিতরে এস।"

প্রধান ওয়ার্ডার কন্‌লে, জল্লাদ উইলিস্ ও তাহার সহকারীকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। হোম-সেক্রেটারী কৌতূহল ভরে উইলিসের মুখের দিকে চাহিয়া বিরক্তির সহিত মুখ ফিরাইলেন। যে ব্যক্তি পেটের দায়ে অবলীলাক্রমে মানুষের গলায় ফাঁস দিয়া নরহত্যা করে, তাহার কার্য্য বৈধ হইলেও তাহাকে দেখিলে কাহার না ঘৃণা হয়? এরূপ জঘন্য বৃত্তি আর

কি থাকিতে পারে? মিঃ ব্লেকের মনও বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া কন্‌লেকে বলিলেন, "তোমাকে আমি কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, কন্‌লে!" তুমি বধ্যমঞ্চে উপস্থিত হইয়া যে অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলে, সে সকল কথা আমি শুনিয়াছি; পুনর্ব্বার তাহা তোমার নিকট শুনিতে চাহি না। আমার প্রশ্ন এই যে, গতরাত্রে যখন তুমি ফাঁসির আসামী কারুর কামরার পাহারায় ছিলে তখন কোন অস্বাভাবিক শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলে?"

কন্‌লে বলিল, "কিরূপ অস্বাভাবিক শব্দ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কোন রকম সাঙ্কেতিক শব্দ? যেরূপ শব্দ শুনিলে মনে খট্‌কা বাধে এবং তাহার কারণ জানিবার জন্য আগ্রহ হয়?—তুমি কি গত রাত্রির অধিকাংশ সময় পাহারায় ছিলে?"

কন্‌লে বলিল, "আমি রাত্রি দুইটা হইতে সকালে যখন—যখন—ফাঁসি হইবার কথা—সেই সময় পর্য্যন্ত আসামীর কুঠুরীর পাহারায় ছিলাম; কিন্তু কোন দিকে কোন শব্দ শুনিতে পাই নাই। আসামী গতরাত্রে কোন রকম শব্দ করে নাই, চাঞ্চল্যও প্রকাশ করে নাই। সে কখন জাগিয়া, কখন ঘুমাইয়া রাত্রি কাটাইয়াছিল। খুব সকালে সে জাগিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পাহারা বদলের সময় আসিলে কাহার নিকট হইতে পাহারার ভার লইয়াছিলে?"

কন্‌লে বলিল, "ওয়ার্ডার সমন্‌স। তাহার নিকট হইতে আমি পাহারার ভার লইয়াছিলাম। সে আমাকে বলিয়াছিল 'সব ঠিক আছে'।" (every thing was all right)

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ফাঁসির আসামীদের যে কুঠুরীতে রাখা হয়—সেইরূপ একটি কুঠুরীতে কারুকে রাখা হইয়াছিল; ঐ কুঠুরীর নিকট ঐরূপ কুঠুরী আর আছে কি? থাকিলে, তাহাতে কোন কয়েদী আছে কি?"

কন্‌লে বলিল, "ঐরূপ কুঠুরী আরও তিনটি আছে, কিন্তু আর কোন কুঠুরীতে

ফাঁসির আসামী নাই। আমি বহুকাল হইতে এই জেলখানায় চাকরী করিতেছি, কিন্তু তিনজন ফাঁসির আসামীকে এক সঙ্গে জেলখানায় আসিতে দেখি নাই। একবার দুইজন ফাঁসির আসামী মৃত্যু-দণ্ডের প্রতীক্ষায় জেলখানায় আবদ্ধ ছিল জানি, আমি তাহাদের পাহারায় ছিলাম; কিন্তু তিন জনকে কখন এক সময়ে ঐ সকল কুঠুরীতে বাস করিতে দেখি নাই। এই সকল কুঠুরী জেলখানার অন্যান্য কুঠুরী হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। জেলখানার যে অংশে এই সকল কুঠুরী আছে—এই অংশকে আমরা 'মরণ-মহল' বলি। এই 'মরণমহলে' কারু ভিন্ন অন্য কোন আসামী নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বেশ, তোমাকে আপাততঃ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার নাই; কিন্তু তুমি চলিয়া যাইও না। একটু পরে তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। আর এক কথা—কারু এখন কেমন আছে?"

কন্‌লে বলিল, "সে এখন হাসপাতালে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। আহা, বেচারার অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হয়। ডাক্তার তাহাকে ঘুমের ঔষধ দিয়াছেন, বলিয়াছেন ঘুম ভাঙ্গিলে সে সুস্থ হইবে।"

অতঃপর মিঃ ব্লেক জল্লাদ উইলিস্‌কে সম্মুখে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ উইলিস্, তুমি ত এই জেলখানার জল্লাদ, ফাঁসির আসামীদের তুমিই ফাঁসে ঝুলাইয়া থাক। তুমি যথানিয়মে তোমার সহকারীকে সঙ্গে লইয়া কাল রাত্রে জেলখানায় আসিয়া, এখানেই রাত্রিবাস করিয়াছিলে?"

উইলিস্ বলিল, "হাঁ হুজুর! আমি কাল রাত্রি দশটার সময় আমার সহকারীকে লইয়া এখানে আসিয়া কারাধ্যক্ষের নিকট হাজিরা দিয়াছিলাম, ও আমাদের নিয়োগ-পত্র দেখাইয়াছিলাম। ইহাই দস্তুর। নিয়োগ পত্র দেখাইবার কারণ এই যে, অন্য কোন লোক কোন দুরভিসন্ধিতে আমাদের ছদ্মবেশে এখানে আসিতে না পারে। ওয়ার্ডারদের মহলে আমাদের রাত্রিবাসের জন্য স্বতন্ত্র কামরা আছে। কারাধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া আমরা সেই কামরায় শয়ন করিতে গিয়াছিলাম। রাত্রি তিনটার সময় আমি আসামীর কুঠুরীতে তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম; তাহার শরীর কতখানি লম্বা ও তাহার ওজন কত, তাহা জানিবার

জন্যই আমাকে সেখানে যাইতে হইয়াছিল। ফাঁসিতে লট্‌কাইবার জন্য আসামীর শরীরের—"

মিঃ ব্লেক বিরক্তি ভরে বলিলেন, "ঐ সকল হিসাব আমার জানিবার প্রয়োজন নাই; একটা লোককে ফাঁসে ঝুলাইবার জন্য তুমি একাই ত যথেষ্ট, আবার একটা সহকারী সঙ্গে রাখিবার কি দরকার?"

উইলিস্ সগর্ব্বে বলিল, "দরকার আছে বৈ কি হুজুর! আমি সরকার বাহাদুরের জল্লাদ, ফাঁসি দেওয়ার আগে যে সকল খুটিনাটি কাজ করিতে হয়, তাহা করিলে কি আমার মান থাকে? এই ধরুন—ফাঁসি কাঠের তক্তা ঠিক মাপে আঁটিয়া দেওয়া, চর্কিতে তেল দেওয়া, (oil the trap) ফাঁসের দড়িতে চর্ব্বি মাখানো—এ সকল কাজ আমার সহকারী করিবে না, তবে কি আমি করিতে যাইব? এ সকল কাজে আমার সহকারীর খাসা হাত-যশ আছে। তাহার হাতের গুণে আসামীর ফাঁসে ঝুলিতে কোন কষ্ট হয় না, যেন আরামে ঘুমাইয়া পড়ে। আমার এই সহকারী পাঁচ বৎসর আমার কাছে আছে, কাজকর্ম্ম বেশ ভালই শিখিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক উইলিসের সহকারীকে বলিলেন, "উইলিস্ যে সকল কাজের কথা বলিল, তুমি সেই সকল কাজ শেষ করিয়া রাখিয়াছিলে?"

সহকারী সেলাম ঠুকিয়া বলিল, "হাঁ হুজুর, সব 'কম্‌প্লিট' করিয়া রাখিয়াছিলাম। আসামীকে ফাঁসি কাঠে তুলিবার সকল ব্যবস্থা শেষ করিয়া মশানের দরজা চাবি দিয়া বন্ধ করি, এবং মিঃ উইলিকে দরজার চাবি দিয়া শুইতে যাই। সকালে ছটার সময় উঠিয়া উহার নিকট চাবি লইয়া মশানের দরজা খুলিলাম, দেখিলাম—সমস্তই ঠিক আছে, আসামীকে লইয়া গিয়া লট্‌কাইয়া দিতে যে বিলম্ব। সকালে আটটার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে আমরা আসামীর কামরায় গিয়া দেখি সে প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাকে আর কিছু বলিতে হইবে না। কন্‌লে, এখন আমার সঙ্গে তোমাদের সেই 'মরণ-মহলে' চল। আমি সরেজমিনে তদন্ত করিব।"

মিঃ পেজ আগ্রহ ভরে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া ইঙ্গিত করিলেন;

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন ঘটনাটির বিবরণ লোমহর্ষণ ভাষায় লিখিবার উদ্দেশ্যে মিঃ পেজ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া ঐ সকল স্থান দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। তাঁহাকে সঙ্গে লইতে কোন আপত্তির কারণ নাই বুঝিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পেজ, ইচ্ছা করিলে তুমিও আমাদের সঙ্গে আসিতে পার। এ সকল ব্যাপারে কোন সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধি সঙ্গে থাকা ভাল বলিয়াই মনে হয়।" ("It's as well to have a Press representative.)

মিঃ পেজ স্মিথকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ মিঃ ব্লেকের অনুসরণ করিলেন; তিনি কারাধ্যক্ষের আফিসের বাহিরে আসিয়া সোৎসাহে বলিলেন, "যে রকম রহস্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, আজ একখান 'স্পেসাল' বাহির করিলে লাখ-খানেক কাগজ বিক্রয় হইবে।"

মিঃ ব্লেক জেলখানার 'মরণ-মহলে' প্রবেশ করিয়া, হতভাগ্য কারুকে যে কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই কক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইলেন; কারু তখন জেলের হাসপাতালে থাকায় সেই কক্ষ খালি-পড়িয়া ছিল। মিঃ ব্লেক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, সেই কক্ষটি কারাগারের সাধারণ কয়েদীদের বাসকক্ষ অপেক্ষা একটু বড়। তাহাতে আলো বাতাস প্রবেশের সুব্যবস্থা ছিল। কক্ষের মধ্যস্থলে একখানি লোহার খাটিয়ায় শয্যা প্রসারিত ছিল। বাতায়নের মসৃণ গরাদেগুলির উপর রৌদ্র প্রতিফলিত হওয়ায় সেগুলি চক্‌চক্‌ করিতেছিল। কক্ষটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আসবাব পত্রের বাহুল্যবর্জ্জিত। একপ্রান্তে একটি কাঠের সেল্‌ফের উপর একখানি বাইবেল সংরক্ষিত; এক কোণে কয়েদীর ব্যবহার-যোগ্য কয়েক-খানি টীনের বাসন। একখানি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর কাঠের একটি ফুলদানী; তাহাতে রক্তবর্ণের কতকগুলি ফুল সংরক্ষিত। তাহা আসন্ন মৃত্যু কয়েদীর হৃদয় শোণিতেরই অনুরূপ। দেওয়ালগুলি মসৃণ সাদা টালি দ্বারা সজ্জিত।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের শয্যাটি উল্টাইয়া দেখিলেন, এবং বাতায়নের গরাদেগুলি ধরিয়া দুই এক মিনিট টানাটানি করিলেন; কিন্তু তাহা নড়াইতে পারিলেন না। দেওয়ালে করাঘাত করিয়াও কোন রহস্যের সন্ধান পাইলেন না। তখন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না। এ কক্ষে অসাধারণ বা সন্দেহজনক কিছুই নাই। অন্যান্য কুঠরী কোন্ দিকে কন্‌লে?"

কন্‌লে বলিল, "সম্মুখে কয়েক গজ গিয়াই এই কুটরীর ঠিক বিপরীত দিকে, মিঃ ব্লেক ! সে সকল কক্ষ দীর্ঘকাল অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। একটি কক্ষে দেড় বৎসর পূর্ব্বে একজন প্রাণদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত আসামী কিছুদিন আবদ্ধ ছিল। সেই কক্ষ হইতে তাহাকে বধ্যমঞ্চে লইয়া গিয়া ফাঁসিতে লটকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সে একটা ফরাসী, তাহার নাম ছিল ফর্ণিয়ার।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চল, দেখিয়া আসি।"

কন্‌লে পূর্ব্বোক্ত কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বারান্দা দিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল। মিঃ ব্লেক, পেজ ও স্মিথ তাহার অনুসরণ করিলেন। কয়েক মিনিট পরে তাঁহারা ঐ কক্ষের অনুরূপ আর একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষেও ঐরূপ লোহার খাটিয়া, টীনের বাসন, সেলফের উপর সংরক্ষিত বাইবেল দেখিতে পাইলেন। সেখানেও খাটিয়ার উপর শয্যা প্রসারিত ছিল; কিন্তু বাইবেলখানির উপর এক ইঞ্চি ধূলা জমিয়াছিল। একটি কাঠের ফুলদানীও ছিল বটে, কিন্তু ফুলের পরিবর্ত্তে তাহার উপর একখানি মাকড়সার জাল শোভা পাইতেছিল!

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষটি পরীক্ষা করিয়া অবশেষে খাটিয়ার নিকট দাঁড়াইয়া প্রসারিত শয্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, হঠাৎ তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। তাঁহার মনে হইল দুই এক দিনের মধ্যে কেহ সেই শয্যা ব্যবহার করিয়াছিল।

তাঁহাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গীরা শয্যা-প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া তিনি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "তোমরা তফাতে থাক, এদিকে আসিও না।"

সকলে সবিস্ময়ে সরিয়া দাঁড়াইলেন। তখন মিঃ ব্লেক পকেট হইতে একখানি উৎকৃষ্ট 'লেন্স' বাহির করিয়া সেই শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন, এবং লেন্স-খানি চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া শয্যার প্রত্যেক অংশ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। শয্যায় প্রসারিত বিছানার চাদরখানির ভিতর কি রহস্য সংগুপ্ত আছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া মিঃ পেজ ও স্মিথ দূরে দাঁড়াইয়া হা করিয়া তাঁহার পরীক্ষা-প্রণালী দেখিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক সেই চাদরখানির এক স্থানে বিন্দু-পরিমাণ লাল দাগ দেখিতে

পাইলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি সহর্ষে মাথা নাড়িলেন। সেই বিন্দুবৎ দাগটি অতি ক্ষুদ্র হইলেও লেন্সের সাহায্যে বেশ বড় দেখাইতেছিল। মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে তাঁহার তীক্ষ্ণধার ছুরীখানি বাহির করিলেন, এবং তাহার সাহায্যে সেই দাগটির চারি দিক কাটিয়া সেই টুকরাটুকু বাহির করিয়া লইলেন। অনন্তর তিনি আর একবার সেই খণ্ডিত অংশটুকু পরীক্ষা করিয়া তাহা একখানি লেফাপায় পুরিয়া ফেলিলেন।

মিঃ ব্লেকের প্রফুল্ল মুখ ও উজ্জ্বল চক্ষুর দিকে চাহিয়া মিঃ পেজ ও স্মিথ উভয়েই বুঝিলেন, মিঃ ব্লেক এতক্ষণ পরে রহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। ওয়ার্ডার কনলে তাঁহার কাজ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল; সে হতবুদ্ধির ন্যায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু মিঃ পেজ কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "অন্ধকারে একটু আলো দেখিতে পাইলেন কি ?"

মিঃ ব্লেক সোৎসাহে বলিলেন, "আলো ? এখনই চোখে এত আলো আসিয়া পড়িবে যে, চোখ ধাঁধিয়া যাইবে। স্পেসাল কাগজ তুমি এক লক্ষের বেশী বিক্রয় করিতে পারিবে পেজ ! আর একটু অপেক্ষা কর।"

মিঃ ব্লেক হঠাৎ সেই শয্যার উপর লাফাইয়া উঠিয়া অদূরবর্ত্তী বাতায়নের লোহার গরাদে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই গরাদে নড়াইতে পারিলেন না। তাহা চৌকাঠের ভিতর দৃঢ়রূপে প্রোথিত ছিল। তিনি ইহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া খাটিয়ার ধারে দাঁড়াইয়া পুনর্ব্বার জানালার গরাদে ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে টানাটানি করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার পা ফস্‌কাইয়া গেল, তিনি খাটিয়ার প্রান্ত হইতে মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন; এবং ঝোঁক সাম্‌লাইবার জন্য দুই হাতে জানালার নীচের দেওয়াল ধরিলেন। কিন্তু তাঁহার হাতের ধাক্কা লাগিবামাত্র দেওয়ালের সেই অংশ ধসিয়া বাহিরের দিকে পড়িয়া গেল; ইট, সুরকী ও বালি-গাঁথা স্তূপগুলি ভাঙ্গিয়া পড়ায়, ধূলা উড়িয়া সেই কক্ষ অন্ধকারপূর্ণ হইল; এবং জানালার চৌকাঠের নীচে তিন ফিট একটা গর্ত্ত বাহির হইয়া পড়িল। মিঃ ব্লেক মেঝেয় পড়িয়া ঝোঁক সামলাইবার জন্য দুই হাতে দেওয়ালের যে অংশ ধরিয়াছিলেন,

তাহা এই ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গহ্বরের সৃষ্টি হওয়ায়, তিনি আর ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া সেই গহ্বরের ভিতর উল্টাইয়া পড়েন আর কি! তাঁহার দুই হাত, মাথা এবং বুক পর্য্যন্ত সেই গর্ত্তে প্রবেশ করিল; তিনি হেটমুণ্ডে সেই গর্ত্তদিয়া ভিতর পড়িয়া যান দেখিয়া স্মিথ একলম্ফে তাঁহার পশ্চাতে গিয়া দুই হাতে তাঁহার দুই পা চাপিয়া ধরিল, এবং অতি কষ্টে তাঁহাকে মেঝের উপর টানিয়া আনিল। তাঁহার মাথা সুরকী ও চূণ বালিতে ভরিয়া গিয়াছিল। ধূলায় চক্ষু অন্ধপ্রায়, অবস্থা শোচনীয়!

মিঃ পেজ আর্ত্তনাদ করিয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! এখনই যে মিঃ ব্লেকের সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ হইত! ভাগ্যে স্মিথ পা দু'খানা ধরিতে পারিয়াছিল! এ যে বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! জেলখানার জানালার নীচের দেওয়ালে সিঁদ!"

প্রধান ওয়ার্ডার আতঙ্কে অভিভূত হইয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! এ কি কাণ্ড? এ কি ভূতের কীর্ত্তি? না আমি স্বপ্ন দেখিতেছি!"

মিঃ ব্লেক ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উভয় হস্তে চক্ষু ডলিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু পরিষ্কার হইলে তিনি সেই উন্মুক্ত গহ্বরের দিকে চাহিয়া অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "ব্যাপার কি তাহা কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। কন্‌লে আমাকে বলিয়াছিল, এই কুঠুরী দেড় বৎসর হইতে খালি পড়িয়া আছে—ব্যবহার করা হয় নাই। সুতরাং আমার ধারণা হইয়াছিল এই কক্ষে যে সকল জিনিস আছে—তাহার উপর ধূলার একটা পুরু স্তর দেখিতে পাইব। আমি এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম আমার অনুমান মিথ্যা নহে। ঐ বাইবেলখানার উপর ধূলা জমিয়া ছিল। ফুলদানীটার মুখে মাকড়সা জাল বুনিয়াছে, চীনের বাসনগুলির মধ্যেও একইঞ্চি ধূলার স্তর। বিছানাটির উপরও ধূলা জমিয়াছে বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে ধূলার স্তর যেন অপসারিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল; (the dust had been disturbed) বিশেষতঃ, আমি লেন্স দিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম উহার মধ্যস্থলে কোন একটা ভারি জিনিস পড়িয়া ছিল, তাহা টানিয়া সরাইয়া ফেলা হইয়াছে!

"লেন্সের সাহায্যে বুঝিতে পারিলাম—সেই ভারি জিনিস একটি মনুষ্য-দেহ।

ধূলার উপর মানুষ পড়িয়া থাকিয়া—যদি পরে উঠিয়া যায় তাহা হইলে যেরূপ দাগ পরে বিছানার চাদরের উপর সঞ্চিত ধূলায় সেইরূপ দাগ দেখিতে পাইলাম। লেন্সের সাহায্য না লইলে খালি চোখে তাহা ধরিতে পারিতাম না। কন্‌লে বলিয়াছে দেড় বৎসরের মধ্যে এই কক্ষে কেহ বাস করে নাই ; সুতরাং বুঝিতে পারিলাম এই ধূলার উপর যাহার দেহের দাগ পড়িয়াছে, সে নিশ্চয়ই কোন কৌশলে গোপনে এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই ব্যক্তি কে, তাহা এখন আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক এই পর্য্যন্ত বলিয়াই হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "কন্‌লে, এই জানালার বাহিরে কি আছে বল। এই কক্ষে যে লোকটি লুকাইয়া ছিল—সে নিশ্চয়ই সেই দিক দিয়া আসিয়াছিল ; তবে সে স্বয়ং আসিয়াছিল কি কেহ তাহাকে ধরিয়া বা বাঁধিয়া আনিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা একটু কঠিন বটে।"

কন্‌লে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "এই অংশটা জেলখানার পূর্ব্ব-ধার। এই জানালার ঠিক নীচেই আস্তাবল। জেলখানায় যখন গাড়ী ঘোড়া রাখিবার প্রয়োজন হইত, সেই সময় সেই আস্তাবলের ব্যবহার ছিল।"

ওয়ার্ডার কন্‌লে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, সেই সময় ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ঝড়ের মত বেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "আমাদের ইয়ার্ডের দপ্তরখানায় অঙ্গুলি-চিহ্নের যে সকল খাতা আছে—তাহার ভিতর চ্যানিংএর অঙ্গুলিচিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে—টেলি-ফোনে এইমাত্র সংবাদ পাইলাম। কিন্তু হঠাৎ আর একটি প্রকাণ্ড রহস্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ নূতন রহস্য ব্লেক!—অতি অদ্ভুত ও বিচিত্র।"

মিঃ ব্লেক রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিলেন, "আবার কি রহস্যের সন্ধান পাইলে ? নাঃ, ক্ষেপাইয়া মারিবে দেখিতেছি!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "জেলখানার কয়েদী বহিবার মোটর-গাড়ী 'ব্ল্যাক মেরিয়া' হঠাৎ অদৃশ্য হইয়াছে। এক দম্ অন্তর্দ্ধান!"

মিঃ ব্লেক নির্ব্বাক-বিস্ময়ে ইন্‌স্পেক্টর মুখের দিকে চাহিয়া বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চতুর্থ প্রবাহ

ব্ল্যাক্ মেরিয়ার অন্তর্দ্ধান-রহস্য

দুই এক মিনিট স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন ; "অদৃশ্য হইয়াছে ?"

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স গাল চুলকাইয়া বলিলেন, "একদম্ ! তবে এই ব্যাপারের সহিত বর্ত্তমান রহস্যের কোন সম্বন্ধ—"এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সেই কক্ষের বাতায়নের নিম্নস্থিত গহ্বরে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ, এ কি ব্যাপার ব্লেক ! ফাঁসির আসামীর ঘরে সিঁদ ? না আর কিছু ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার এখনও সময় হয় নাই কুট্‌স ! তবে ইহা আগেকার রহস্যেরই একটি অঙ্গ বটে। তুমি এই সিঁদের ভিতর একখানি পা বাড়াইয়া দাও, আমি তাহা ধরিয়া নামিয়া পড়ি, দেখি কোথায় যাওয়া যায়।"

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স জানালার গরাদে ধরিয়া সিঁদের ভিতর একখানি পা প্রসারিত করিলেন, মিঃ ব্লেক সেই পা ধরিয়া নীচে নামিয়া পড়িলেন, এবং মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইলেন ! অতঃপর কুট্‌স ওয়ার্ডার কন্‌লেকে বলিলেন, "এখানে আর কোন কাজ নাই, আর কোথায় যাইবে চল।"

কন্‌লে সেই কক্ষের বাহিরে আসিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে আসুন।"

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ পেজ ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলেন ; তাঁহারা সেই মরণ-মহলের এক প্রান্তে আসিয়া সেখানে আর একজন ওয়ার্ডারকে দণ্ডায়মান দেখিলেন। প্রধান ওয়ার্ডার কন্‌লে তাহাকে বলিল, "বেনসন, তুমি মরণ মহলের 'ডি' কুঠুরীতে গিয়া পাহারায় থাক। পাহারা বদলীর সময় হুইশ্ল দিবে।"

অতঃপর কন্‌লে অদূরবর্ত্তী লৌহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন

প্রাচীর বেষ্টিত আঙ্গিনায় প্রবেশ করিল। স্মিথ একটি প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, মিঃ ব্লেক নীচে দাঁড়াইয়া তাঁহার মস্তকের প্রায় পাঁচ ফিট উর্দ্ধস্থিত পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ গর্ত্তের দিকে উর্দ্ধমুখে চাহিয়া আছেন। তাঁহার হাতে একখানি নোট-বহি ও পেন্সিল। তিনি প্রাচীর, জানালা, পূর্ব্বোক্ত সিঁদ প্রভৃতির দৈর্ঘ্য বিস্তার ও গভীরতার মাপ লইয়া তাঁহার নোট-বহিতে লিখিতে লাগিলেন।

সেই আঙ্গিনাটি প্রস্তর-নির্ম্মিত উচ্চপ্রাচীর বেষ্টিত, প্রাচীরের উপর তীক্ষ্ণাগ্র লৌহ-কীলক-শ্রেণী প্রোথিত। তাহার ভিতর দিয়া একটি প্রস্তরবদ্ধ পথ বাম দিকে প্রসারিত; তাহা গাড়ীর পথ। কারাগারের লৌহদ্বারের নিকট গিয়া সেই পথের শেষ হইয়াছিল। দেওয়ালের যে স্থানে পূর্ব্বোক্ত গহ্বরটি ছিল, তাহার অদূরে ধূসরবর্ণ ঢালুছাদ-বিশিষ্ট স্বতন্ত্র একটি ঘর; তাহার দুইটি ভাঁজ-করা দরজা। (with two folding doors) সেই ঘরের দেওয়াল হইতে সেই সিঁদটির দূরত্ব তিন ফিটের অধিক নহে। মিঃ ব্লেক যে কক্ষ হইতে সিঁদের ভিতর দিয়া সেই প্রাঙ্গণে নামিয়াছিলেন, তাহার বাতায়নের নিম্নভাগ সান-বাঁধানো। মিঃ ব্লেক সেই সানের উপর হাঁটু-পাতিয়া বসিয়া সেই সান পরীক্ষা করিতে করিতে নোট-বহিতে কি লিখিতে লাগিলেন; অবশেষে পূর্ব্বোক্ত মরণ-মহলের একখানি নক্সা আঁকিয়া লইলেন। কারাগারের কর্ম্মচারী ও ওয়ার্ডারেরা দূরে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে তাঁহার কাজ দেখিতে লাগিল।

এই সকল কাজ শেষ হইলে মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি চ্যানিংএর অঙ্গুলি-চিহ্ন সম্বন্ধে কি বলিতেছিলে না?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "আমি টমাসকে বলিয়াছিলাম সে যেন দপ্তর-খানা হইতে অঙ্গুলি-চিহ্নের খাতাগুলি বাহির করিয়া চ্যানিংএর অঙ্গুলি-চিহ্ন সংগ্রহ করে; তাহা পাওয়া গিয়াছে, মৃতব্যক্তির অঙ্গুলি-চিহ্নের সহিত মিলাইয়া দেখিবার জন্য তাহা এখানে আনিতে বলিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কয়েদী বহিবার মোটর-গাড়ী অদৃশ্য হইবার কথা সে কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "মোটর-গাড়ী অদৃশ্য হওয়ার সংবাদ তুমি কোথায় পাইলে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে সংবাদ ত তুমিই আমাকে দিয়াছিলে ! বর্ত্তমান রহস্যের সহিত সেই গাড়ীর কোন সম্বন্ধ ছিল কি না তাহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছি। হাঁ, ঐ ঘরখানি দেখিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছি।"—তিনি পূর্ব্বোক্ত ঢালুছাদ-বিশিষ্ট ঘরখানির দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া আমি ঘোড়ার ডিম বুঝিলাম !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, কয়েদী বহিবার সেই গাড়ীখানির সাহায্যেই চার-জুনোরা এই কারাগারে প্রবেশের সুযোগ লাভ করিয়াছিল।—কন্‌লে শোন !"

প্রধান ওয়ার্ডার কন্‌লে মিঃ ব্লেকের আহ্বানে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি সেই আঙ্গিনার একটি স্থানের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "কয়েদী বহিবার গাড়ীখান (the prison-van) কি তোমরা ঐ খানে রাখিতে ?"

কন্‌লে বলিল, "হাঁ মহাশয়, আমাদের ব্ল্যাক্ মেরিয়া নামক শকট ঐ খানেই থাকিত, ঐ ত গাড়ী রাখিবার ঘর।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঐ খানেই ত সকল রহস্যের মূল !—আজ সকালে সেই গাড়ী কি বাহিরে গিয়াছিল ?"

কন্‌লে বলিল, "হাঁ, নিশ্চয়ই গিয়াছিল। প্রত্যহ সকালে তাহা ব্রিক্সটনে প্রেরিত হয়, আজ স-আটটার সময় তাহা জেলখানা হইতে বাহির হইয়াছিল। ড্রাইভার টম কোনরকে তাহা বাহিরে লইয়া যাইতে দেখিয়াছি; তখন সার্জেণ্ট উইলসন আমার কাছে ছিল। আমরা উভয়েই দেখিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ড্রাইভারের নাম কি টম কোনর ? সে কি অনেক দিন হইতে এই গাড়ীর 'ড্রাইভারি' করিতেছে ?"

কন্‌লে বলিল, "হাঁ বহুদিন হইতে। আমাদের নূতন 'চারিব্যাং-ডি-লক্সি'

গাড়ী আসিলে তাহাও সে চালাইতে শিখিয়াছে। ইহা শিখিতে তাহার কিছু কষ্ট হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কি পুলিস-ফের্ত্তা (ex-policeman) লোক ?"

কন্‌লে বলিল, "নিশ্চয়ই। খাসা লোক সে; কিন্তু এ সকল কথা আপনি খুঁটিনাটি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে? আপনি তাহাকে সন্দেহ করিবার মত কিছু পাইয়াছেন? কোন বিভ্রাট ঘটিয়াছে না কি?"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বিভ্রাট? ভয়ঙ্কর বিভ্রাটেরই আশঙ্কা করা যাইতেছে কন্‌লে! টম কোনর আর তোমাদের সেই গাড়ী এখন পর্য্যন্ত ব্রিক্‌সটনে পৌঁছে নাই। চার-তুনোর দল কি চিজ তা আমি জানি ত, এই জন্ম আমার আশঙ্কা হইয়াছে—ব্রিক্‌সটনে তোমাদের গাড়ীর বা ড্রাইভার টমের আর পৌঁছিবার আশা নাই।"

কন্‌লে সভয়ে বলিল, "আপনি কি সর্ব্বনাশের কথা বলিতেছেন?—পরমেশ্বর আমাদের রক্ষা করুন।" (Heaven save us.)

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গাড়ী ছাড়িবার কি নিয়ম আছে বল।"

কন্‌লে বলিল, "সেকালে যখন মোটর-গাড়ীর চলন হয় নাই, তখন ঘোড়ায় গাড়ী টানিত বলিয়া গাড়ী ধীরে চলিত। আমাদিগকেও খুব সকালেই গাড়ী ছাড়িতে হইত; কিন্তু এখন মোটর-বস ব্যবহৃত হওয়ায় সকালে আটটার সময় গাড়ী ছাড়িলেই চলে। টম জেলখানার বাহিরে অল্প দূরে বাস করে। সে কাজে বাহির হইবার সময় আমাকে জানায়; আমি তাহার হাতে আস্তাবলের চাবি দিই, সঙ্গে সঙ্গে একজন ওয়ার্ডারকে আস্তাবলের ভিতর পাঠাই। তাহার পর গাড়ী ব্রিক্‌সটনেই যাক্, আর অন্য স্থানেই যাক্, ফিরিবার সময় একজন পুলিশম্যান টমের পাশে বসিয়া আসে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তোমাদের ব্যবস্থার (procedure) কোন খুঁত নাই, কিন্তু—"তিনি কথা শেষ না করিয়াই চিন্তাকুল চিত্তে গ্যারেজের—যাহা এক সময় আস্তাবল ছিল, দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাহার পর পশ্চাতে চাহিয়া কন্‌লেকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "গ্যারেজের দরজার চাবিটা আমাকে দাও।"

কনলে তাহার কোমরবন্দ-সংলগ্ন চাবিশিকলি হইতে একটি চাবি বাহির করিয়া দ্রুতপদে মিঃ ব্লেকের নিকট অগ্রসর হইল, এবং চাবিটা তাঁহার হাতে দিল।

মিঃ ব্লেক সেই চাবি দিয়া দ্বার খুলিলেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া সুইচ টিপিতেই সেই ক্ষুদ্র ঘরখানি আলোকিত হইল; সেই আলোকে তিনি ঘরখানি পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, এক সময় তাহা আস্তাবল ছিল; এখন মোটর-গ্যারেজে পরিণত হইয়াছে।—ঘোড়ার গাড়ীর আমোলে সেখানে ঘোড়া থাকিত; এখন মোটর গাড়ীর টায়ার, জ্যাক ও অন্যান্য সরঞ্জাম (accessories) তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। নির্জ্জীব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সজীব অশ্বের উচ্ছেদ-সাধনে (ousting of the horses) সমর্থ হইলেও অশ্বের পূর্ব্ব-অস্তিত্বের কিছু কিছু নিদর্শন তখনও সেখানে বর্ত্তমান ছিল; এমন কি, ঘোড়ার গাড়ীর আমোলের ঘোড়া যে আধারে দানা খাইত, সেই আধার তখনও এক পাশে পড়িয়া ছিল।

মিঃ ব্লেক উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে সেই আধারের ভিতর কি একটা সাদা জিনিস পড়িয়া-থাকিতে দেখিয়া এক লম্ফে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহা হাতে তুলিয়া লইয়া দেখিলেন, তাহা একখানি সাদা কার্ড! জেল-খানার বধ্যমঞ্চে লম্বমান নিহত ব্যক্তির পকেটে যেরূপ কার্ড পাওয়া গিয়াছিল, এই কার্ডখানির আকারও সেইরূপ। তাহাতে নিম্নলিখিত কথাগুলি মুদ্রিত ছিল:—

"প্রস্তর দ্বারা প্রাচীর নির্ম্মাণ করিলেই কারাগার হয় না। চার-জুনোর দল যে-কোন কারাগারের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া কত সহজে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখানে বর্ত্তমান।"

এই কার্ডের এক কোণে দুই সারিতে আটটি কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু—চার-জুনো দলের নিদর্শন—বর্ত্তমান!

কার্ডখানি পরীক্ষা করিয়া মিঃ ব্লেকের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হইল, তাঁহার চক্ষু মুহূর্ত্তের জন্য অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইল; কিন্তু চক্ষুর নিমেষে সেই দীপ্তি অদৃশ্য হইল। তাঁহার কুঞ্চিত ললাটে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার

বক্ষে শোণিতের স্রোত দ্রুতবেগে বহিতে লাগিল। যোদ্ধা দূরে শত্রুসৈন্যের রণহুঙ্কার শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে যেরূপ উত্তেজনা অনুভব করেন, তিনিও সেইরূপ উত্তেজিত হইলেন।

মিঃ ব্লেক সেই কার্ডখানি পকেটে ফেলিয়া দ্বারপ্রান্তবর্ত্তী কন্‌লেকে বলিলেন, "আমার কাজ শেষ হইয়াছে ; এখন কারাধ্যক্ষের আফিসে ফিরিয়া চল।"—আমি রহস্যের কোন কোন সূত্র আবিষ্কার করিয়াছি বটে, কিন্তু এখনও বিস্তর কাজ বাকি।"

মিঃ ব্লেক কোনও গুপ্ত রহস্যের তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়া যতক্ষণ কোন কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাঁহার মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ থাকে, এমন কি, এরূপ বিচলিত হইয়া উঠেন যে, কাহারও সহিত কথা কহিবার সময় যথাযোগ্য শিষ্টাচারের প্রতিও তাঁহার লক্ষ্য থাকে না, এবং কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে চটিয়া উঠেন ; কিন্তু রহস্যের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আলোক দেখিতে পাইলে আর সে ভাব থাকে না, তখন তিনি কোন কথা গোপন না করিয়া সরলভাবে মনের ভাব প্রকাশ করেন, এবং কি কারণে কিরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করেন।

মিঃ ব্লেক কারাধ্যক্ষের আফিস-ঘরে প্রবেশ করিলে সার ম্যাল্‌কম উইক্‌স তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন—মিঃ ব্লেকের মানসিক উত্তেজনা ও পরিশ্রমের সাফল্যজনিত আনন্দ তাঁহার চোখমুখে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তিনি বহুদর্শী সুবিজ্ঞ রাজ-কর্ম্মচারী, মানুষের মুখ দেখিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিতেন ; প্রত্যহ তাঁহাকে বিভিন্ন প্রকৃতির বহুব্যক্তির সংস্রবে আসিতে হইত।

সার ম্যাল্‌কম ধীর স্বরে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনার তদন্ত নিষ্ফল হয় নাই, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কিন্তু বড়ই অপ্রীতিকর সংবাদ সার ম্যাল্‌কম! আমি বিভিন্ন স্থানে তদন্ত করিয়া রহস্যের যে যৎসামান্য সূত্র আবিষ্কার করিয়াছি, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই আপনাকে নিঃসংশয়ে বলিতেছি

চার-হুনো নামক দস্যুদলের কোন অসমসাহসী ও ভীষণপ্রকৃতি দস্যু গত রাত্রে এই হ্যাণ্ডফোর্থ কারাগারে প্রবেশ করিয়াছিল। সে কারাগারের একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া একজন লোককে হত্যা করিয়াছে, তাহার পর দিবালোকে প্রধান ওয়ার্ডারের সাহায্যে পলায়ন করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া কারাধ্যক্ষ কর্ণেল ষ্টীল বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; মিঃ ব্লেকের কথা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না মিঃ ব্লেক, আপনি নিতান্ত অবিশ্বাস্য, অসম্ভব কথা বলিতেছেন! আপনি তদন্ত করিয়া কিরূপ সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন জানি না; কিন্তু তদন্তের ফলে যদি আপনি এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন—তাহা হইলে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে, আপনি প্রকৃত ব্যাপার কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারেন নাই, একটা মনগড়া বাজে সিদ্ধান্ত করিয়া আমাদের আতঙ্কিত করিবার জন্য অনর্থক চেষ্টা করিতেছেন! ইহাতে আপনার উদ্ভট কল্পনার নৈপুণ্য প্রকাশ পাইলেও সত্যের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। আপনি বিদ্রূপ করিতেছেন কি না বুঝিতে পারিলাম না!"

মিঃ ব্লেক কারাধ্যক্ষের এই তীব্র মন্তব্যে ঈষৎ বিচলিত হইয়া বলিলেন, "বিদ্রূপ!—এই কি বিদ্রূপের বিষয়, না, এ সকল ব্যাপার লইয়া কেহ বিদ্রূপ করে? আমি বিনা-প্রমাণে কোন কথা বলি না। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা সত্য, অতি কঠোর সত্য; তবে আপনার প্রীতিকর নহে বলিয়া আপনি ইহা অবিশ্বাস করিতে পারেন। কন্‌লে আপনার বিশ্বস্ত ওয়ার্ডার হইতে পারে, সে দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন কর্ম্মচারী; কিন্তু সে স্বেচ্ছায় দস্যুর পলায়নে সাহায্য করিয়াছে—এ কথা আমি বলি নাই। সে বুঝিতে না পারিয়া এই কার্য্য করিয়াছে—ইহাই আমার ধারণা। আমিও কন্‌লেকে সন্দেহ করি না, এবং এই অপরাধ উহার জ্ঞানকৃত নহে।"

মিঃ ব্লেক কন্‌লের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ভয়ে তাহার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে!

কারাধ্যক্ষ বলিলেন, "আপনার এই অভিযোগের কারণ শুনিতে পাই না ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা আপনার নিকট প্রকাশ করিতে বাধা নাই ; বিশেষতঃ, হোম-সেক্রেটারী স্বয়ং এখানে উপস্থিত থাকিয়া আমাকে তদন্তে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে গৌরবের বিষয়। যে উপায়েই হউক, এখনও জানিতে পারি নাই কি উপায়ে, আপনাদের কয়েদী-বহনের গাড়ী গত কল্য ব্রিক্সটন হইতে দণ্ডিত অপরাধীদের এখানে লইয়া আসিবার সময় চার-ছনো দলের কবলে পড়িয়াছিল, এবং ড্রাইভার কোনরের পরিবর্ত্তে যে ব্যক্তি এখানে গাড়ী চালাইয়া আসিয়াছিল—সে চার-ছনো দলেরই একজন অসমসাহসী ও ধূর্ত্ত দস্যু। বলা বাহুল্য, সে কোনরের ছদ্মবেশেই গাড়ী লইয়া আসিয়াছিল।"

সার ম্যাল্কম মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া বলিলেন, "আপনি যে অতি ভয়ানক কথা কহিতেছেন মিঃ ব্লেক! এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার যে কল্পনারও অতীত!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু আপনার যাহা কল্পনার অতীত, আমার তাহা সুবিদিত সার ম্যাল্কম! আপনি অবগত আছেন কি না জানি না, কিন্তু আমি জানি চার-ছনো নামক দস্যুদলের ন্যায় অসমসাহসী, ফন্দিবাজ, চতুর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুপরিচালিত দস্যুদল বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নাই। ইহাদের অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই।—যদি অচিরে এই দল বিধ্বস্ত করিবার ব্যবস্থা না হয়—তাহা হইলে ইহারা সমগ্র সভ্য জগতের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম ঘোষণা করিবে, তাহার ফল কিরূপ বিষময় হইবে তাহা চিন্তা করিলেও হৃদয় অবসন্ন হয়। শান্তি, শৃঙ্খলা, প্রজা-সাধারণের সম্পত্তি, আইনের মর্য্যাদা, বাণিজ্যের প্রসার, সমস্তই নষ্ট হইয়া দেশে দেশে নগরে নগরে ভীষণ অরাজকতার প্রেতলীলা প্রকটিত হইবে।"

মিঃ ব্লেকের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত গম্ভীর, এবং তিনি এরূপ দৃঢ়তার সহিত এই কথাগুলি বলিলেন যে, সার ম্যাল্কম উইক্স ও কারাধ্যক্ষ কর্ণেল গ্রীনের শ্রবণবিবরে তাহা বজ্রনিনাদবৎ প্রতিধ্বনিত হইল। কথাগুলি যে হাসিয়া

উড়াইয়া দিবেন—তাঁহাদের সেরূপ শক্তি হইল না। তাঁহারা মোহাবিষ্টবৎ নিস্তব্ধভাবে তাঁহার কথাগুলি শ্রবণ করিলেন। উভয়েই স্তব্ধভাবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন; প্রতিবাদের ক্ষীণস্বরও তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে নিঃসারিত হইল না!

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "এই চার-তুনো দলের দলপতি কেবল যে অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন ও সর্ব্বপ্রকার ভীষণ অপরাধের জীবন্ত আদর্শস্বরূপ, এইমাত্র নহে, পৃথিবীর কোন সভ্য দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার উপায় নাই। হাঁ, কোন সভ্য গবর্মেণ্ট তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে সাহসী হইবে না!" (no civilised power dare arrcst him!)

হোম-সেক্রেটারী বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া বলিলেন, "কি অদ্ভুত কথা বলিতেছেন ব্লেক! এ রকম লোক পৃথিবীতে সত্যই কেহ আছে কি? কে সে? আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে না, অপরাধ করিয়া আইনের আমোলে আসিবে না—এরূপ লোক কেহ আছে না কি? আপনি যে পাগলের মত কথা বলিতেছেন মিঃ ব্লেক, আশ্চর্য্য! আমার সম্মুখেও এরকম অসার যুক্তিহীন, প্রগল্‌ভতাপূর্ণ প্রলাপ উচ্চারণ করিতে আপনার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ হইল না! আপনার উপর আমার যে অগাধ বিশ্বাস ছিল, আজ আপনি তাহা নষ্ট করিলেন! লোকে বলে আমি এ দেশের আইনের বিশেষজ্ঞ, আপনি কোন্ সাহসে আমার সম্মুখে এ রকম আনাড়ীর মত কথা বলিলেন, ছি, ছি!"

অবজ্ঞাভরে সার ম্যাল্‌কম্ উইক্‌সের নাসিকা সঙ্কুচিত হইল, তিনি বিরক্তিভরে মুখ বিকৃত করিলেন।

কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহা লক্ষ্য করিয়াও, বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা বোধ করিলেন না; তিনি পূর্ব্ববৎ তেজের সহিত বলিলেন, "সার ম্যাল্‌কম, আমি সত্য কথাই বলিয়াছি। আপনি কেন, এই সাম্রাজ্যের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁহার সম্মুখেও একথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। আজ সকালে সেই অদ্ভুতকর্ম্মা ও অসীম

শক্তিসম্পন্ন অপরাধী এখানে আসিয়া যে কাজ করিয়া গিয়াছে—তাহাতেই তাহার বুদ্ধির প্রাখর্য্যের এবং শক্তির ও সাহসের কিঞ্চিৎ পরিচয় পান নাই কি ?—আজ সকালে এই দুষ্প্রবেশ্য, সতর্ক প্রহরী-বেষ্টিত সুরক্ষিত কারা-প্রাকারের মধ্যস্থিত বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া, সে যে একটা সামান্য বিষয়ে সকলকে প্রতারিত করিয়াছে এরূপ নহে, বাহিরের একজন লোককে ধরিয়া আনিয়া ফাঁসিতে লট্‌কাইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে প্রস্থান করিয়াছে। হাঁ, এই কারাগারের প্রকাশ্য দ্বার দিয়া অকুতোভয়ে বাহির হইয়া গিয়াছে।”

হোম-সেক্রেটারী দৃঢ়স্বরে বলিলেন, “কিন্তু কে সেই লোক ? তাহার পরিচয় জানা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক ; অথচ এখন পর্য্যন্ত আপনি তাহার নাম প্রকাশ করিলেন না ! বলুন সে কে ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি তাহার নাম প্রকাশ করি নাই, কারণ আমার তাহা প্রকাশ করিবার অধিকার নাই। (I am not at liberty to divulge.) কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—যে পর্য্যন্ত আমি তাহাকে তাহার উচ্চপদ হইতে পৃথিবীর ধূলার মধ্যে টানিয়া আনিতে না পারি, যত দিন তাহার গৌরব বিনষ্ট করিতে না পারি তত দিন নিশ্চেষ্ট থাকিব না। যখন আমি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইব—তখন তাহার সহিত আমার সমানে সমানে সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। হাঁ, তাহার সহিত আমি সমকক্ষের মত যুদ্ধ করিতে পারিব। আমাদের উভয়ের একজন পরাজিত হইবে ; কিন্তু আমি প্রাণপণ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিব। আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই সংগ্রামের বিরাম হইবে না—যদি তাহার পূর্ব্বে তাহাকে পরাস্ত, অপদস্থ, ও এ দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে না পারি।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স নির্ব্বাক ভাবে সকল কথা শুনিতেছিলেন ; এতক্ষণ পরে তিনি মহাশব্দে নাক ঝাড়িয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “একতরফা বীরত্বের তোফা অভিনয় করিলে ব্লেক ! চমৎকার বক্তৃতা করিয়াছ ! কিন্তু যে কথাটা আমি এখন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই, তাহা যদি বুঝাইয়া দিতে পারিতে, তাহা হইলে তোমার ঐ বক্তৃতা-শোনার অপেক্ষা বেশী কাজ হইত। এক জনেই হউক, আর

দশ জনেই হউক—আজ সকালে আসিয়া এ রকম অসম্ভব কাজটা কি কৌশলে শেষ করিয়া গেল—তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিতে পার ?—আমি সন্ধান লইয়া জানিয়াছি কোনর গাড়ী লইয়া কাল ব্রিক্সটনে গিয়াছিল। সেখানকার জেলখানা হইতে সে কুড়িজন কয়েদী লইয়া এখানে ফিরিয়া আসিয়াছিল। কয়েদীদের যথা-নিয়মে জেলখানায় পুরিয়া সে গাড়ীখানি গ্যারেজে আবদ্ধ করিয়া রাখে। ইহার মধ্যে চার-দুনো দলের দস্যু কোথা হইতে আসিল ? আর যদি সে কোনরের ছদ্মবেশে আসিয়াই থাকে—এতগুলি লোকের কেহই তাহাকে চিনিতে পারিল না, সন্দেহও করিল না ! কোনরের কর্ত্তব্য সে স্বয়ং সম্পাদন করিয়া নিঃশব্দে বাড়ী চলিয়া গেল ? আশ্চর্য্য !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি একটি হস্তীমূর্খ ! সে নিঃশব্দে বাড়ী চলিয়া যাইবার জন্যই কি ছদ্মবেশে এখানে আসিয়াছিল ? যাহাতে তাহার প্রতি সন্দেহ হইতে পারে এরূপ কাজ সে কেন করিবে ? আর তাহার ছদ্মবেশ ধরা পড়িল না কেন ভাবিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছ। তুমি কি লু তার্ঁার কথা ভুলিয়া গিয়াছ ? তুমি কি জান না, ছদ্মবেশ-ধারণে তাহার ন্যায় সুদক্ষ ব্যক্তি পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই ? সে চার-দুনো দলের দলপতির দক্ষিণ হস্ত, এ কথাও কি আজ তোমার স্মরণ নাই ?”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “তোমার সব কথা মানিয়া লইলাম, কিন্তু জেলখানার দুর্ভেদ্য তালা ভাঙ্গিয়া জেলের ভিতর প্রবেশ করা কি কাহারও পক্ষে সম্ভব ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি জানিয়া-শুনিয়া বোকার মত কথা বলিলে আমি নিরুপায় ! সামসনের কথা স্মরণ হয় কি ? সে সার্কাসের দলে খেলা দেখাইত, তাহার মত বলবান লোক আর একজনকেও দেখাইতে পার ?—সে অহঙ্কার করিয়া বলে—এমন তালা, এমন অর্গল, এখন পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই, যাহা সে চক্ষুর নিমেষে চূর্ণ করিতে না পারে !”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, “তাও ত বটে ! এখন আমার মনে হইতেছে, উহারা ড্রাইভার কোনরকে কোন

কৌশলে স্থানান্তরিত করিয়াছিল,এবং লু তারাঁ কোনরের ছদ্মবেশে এখানে আসিয়াছিল; কিন্তু সামসন তালা বা অর্গল ভাঙ্গিয়া জেলে প্রবেশ করিয়াছিল—তাহার প্রমাণ কোথায়? তবে তাহারা কোন কৌশলে জেলখানায় প্রবেশ করিয়াছিল সন্দেহ নাই।—কন্‌লে! কোনর তোমার হাতে চাবি দিয়া বাড়ী যায় নাই?"

হেড-ওয়ার্ডার কন্‌লে বলিল, "হাঁ, মহাশয়, গ্যারেজে গাড়ী তুলিয়া-রাখিয়া সে আমাকে গ্যারেজের চাবি দিয়াছিল, আজ সকালেও সে আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছিল।"

কন্‌লের উত্তর শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স উৎসাহ ভরে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর কন্‌লেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রিক্সটন হইতে যে পুলিশম্যান আসিয়াছিল সে কোনরের সঙ্গে বাহিরে আসিয়াছিল কি? —তুমি তাহাকে দেখিয়াছিলে?"

কন্‌লে মাথা চুলকাইয়া বলিল, "তাহাকে বাহিরে যাইতে দেখিয়াছিলাম কি না স্মরণ হইতেছে না; যদি এই ব্যাপারে চোরের দলের কোন রকম চালাকি থাকিত তাহা হইলে কি তাহারা ব্রিক্সটন জেলখানার চোরগুলাকে এখানে পৌঁছাইয়া দিত? পথের ভিতর নিশ্চয়ই তাহাদিগকে মুক্তিদান করিত।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "হাঁ, কন্‌লের এ কথা সঙ্গত বটে, কি বল ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার যেমন বুদ্ধি! চার-দুনোর দল কি ঐ কয়েদীগুলাকে মুক্তিদান করিবার জন্য কোনরের ছদ্মবেশে কয়েদীর গাড়ী অধিকার করিয়াছিল? কয়েদীদের ছাড়িয়া দিলে কি তাহাদের গুপ্ত ষড়যন্ত্র সফল হইবার আশা থাকিত? বিশেষতঃ, চার-দুনোর দল যে সকল দস্যু দ্বারা সংগঠিত, তাহারা সকলেই অসাধারণ তস্কর (super-crook.) জেলখানার কয়েদী চোরগুলাকে তাহারা পাতি চোর বলিয়া ঘৃণা করে। অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি দুরবস্থাপন্ন দরিদ্র আত্মীয়গণকে আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করে—এ অনেকটা সেই রকম।"

অতঃপর মিঃ ব্লেক পকেট হইতে নোট-বহি ও একখানি লেফাপা বাহির

করিলেন; সেই লেফাপার ভিতর পূর্ব্বোক্ত বিছানার চাদরের টুকরাটুকু তিনি কাটিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি তাহা লেফাপা হইতে খুলিয়া-লইয়া বলিলেন, "প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছি। ফাঁসির আসামীদের আবদ্ধ রাখিবার জন্য মরণ-মহলে যে কয়েকটি কুঠুরী আছে, সেই সকল কুঠুরীর মধ্যে যে কুঠুরীটি গত দেড় বৎসর হইতে অব্যবহৃত অবস্থায় বন্ধ আছে—সেই কুঠুরীর খাটিয়ায় প্রসারিত বিছানার চাদর হইতে আমি এই টুকরাটুকু কাটিয়া লইয়াছি। সার ম্যাল্‌কম্‌, আপনি লেন্সের সাহায্যে ইহা পরীক্ষা করিলে, ইহার ভিতর বিন্দু-পরিমাণ লাল দাগ দেখিতে পাইবেন। এই দাগটি রক্তের দাগ; তবে ইহা মানুষের রক্ত কি না, তাহা যথারীতি পরীক্ষা না করিয়া আমি বলিতে পারিব না। কিন্তু এ কথা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, ইহা তাজা রক্তের চিহ্ন; এই দাগ কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে চাদরে লাগিয়াছিল। বহু দিনের পুরাতন দাগের মত ইহা বিবর্ণ হয় নাই। হিউগো চ্যানিংএর মৃত-দেহ বলিয়া যে মৃত দেহটিকে সনাক্ত করা হইয়াছে—আমি তাহার দুই হাত পরীক্ষা করিয়া, তাহার এক হাতের কব্জীর নীচে দুইটি বিন্দুবৎ ছিদ্র দেখিতে পাইয়াছি। পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি তাহা সূচ্যগ্র পিচ্‌কিরি (Hypodermic syringe.) ব্যবহারের নিদর্শন।

"এই জন্য আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি—তাহার দেহ-মধ্যে কোন প্রকার অজ্ঞান-কারক ঔষধ প্রবিষ্ট করাইয়া, প্রথমে তাহার চেতনা লোপ করা হইয়াছিল; সেই অবস্থাতেই তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। শবব্যবচ্ছেদের সময়, আমার এই সিদ্ধান্ত সত্য কি না—তাহা প্রতিপন্ন হইবে। তবে আমার এই সিদ্ধান্ত যুক্তি-সহ কি না তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবে। সচেতন অবস্থায় কেহ কি শান্ত ভাবে (tamely) জেলখানায় প্রবেশ করিতে সম্মত হয়? বিশেষতঃ, যাহাকে অন্যের অজ্ঞাতসারে গোপনে জেলখানায় লইয়া যাইতে হইবে, তাহার মুখবন্ধ না করিলে চলে কি? আর জ্ঞান থাকিতে তাহাকে ফাঁসি-কাঠে তুলিয়া লট্‌কাইয়া দেওয়াও কি সহজ? আত্মরক্ষার জন্য সে বল প্রয়োগ করিতে পারে, চিৎকার করিতে পারে।—এইজন্যই আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহাকে হত্যা করিয়াই

তাহার মৃতদেহ ফাঁসি কাঠে লট্‌কাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সত্যই, ফাঁসিতে তাহার মৃত্যু হয় নাই ; বিষ প্রয়োগে সে নিহত হইয়াছে।

"আমি যে কক্ষের কথা বলিলাম, গত দেড় বৎসর সেই কক্ষ খালি-পড়িয়া আছে। সেই কক্ষের শয্যার উপর যে ধূলা জমিয়াছিল, সেই ধূলার উপর কোন লোককে যে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা শয্যাটি পরীক্ষা করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি। সেই শয্যায় যে রক্তচিহ্ন পাইয়াছি আর মৃতব্যক্তির হাতে সূচ বিঁধাইবার যে চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছি, তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছি—মৃত-ব্যক্তি ঐ শয্যায় শায়িত ছিল, এবং পিচকিরি বিঁধাইবার সময় তাহার ক্ষতস্থানের রক্তবিন্দু বিছানার চাদরে লাগিয়াছিল।—আমার এই সিদ্ধান্ত কি অসঙ্গত সার ম্যাল্‌কম ?"

হোম-সেক্রেটারী সোৎসাহে বলিলেন, "হাঁ, মিঃ ব্লেক, আপনার এই সিদ্ধান্ত-সম্পূর্ণ সঙ্গত।"

কারাধ্যক্ষ কর্ণেল ষ্টীল বলিলেন, "এবং অকাট্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য কি না তাহা এখন বলা অসম্ভব। আমি রক্তচিহ্ন সহ বিছানার চাদরের এই অংশটি কাটিয়া লইয়াছি ; আমি বাড়ী ফিরিয়া-গিয়া আমার লেবরেটরিতে এই রক্তবিন্দু পরীক্ষা করিয়া দেখিব। ডাক্তারও মৃত-ব্যক্তির রক্ত পরীক্ষা করিয়া 'হাইওসিন' (hyoscin) বা ঐ জাতীয় কোন মাদক-দ্রব্যের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন কি না দেখিবেন। যাহা হউক, আপাততঃ আমার সিদ্ধান্ত এই যে, চার-হুনো দলের কোন দস্যুই চ্যানিংকে এই কারাগারে লইয়া আসিয়াছিল।

"চ্যানিং কি কৌশলে এখানে নীত হইয়াছিল, তাহা এখনও আমি স্থির করিতে পারি নাই ; তবে তাহার দেহে সূচ্যগ্র পিচ্‌কিরি বিঁধিবার চিহ্ন দেখিয়া ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, স্বেচ্ছায় সে এখানে আসে নাই, এবং এই ষড়যন্ত্রে তাহার সম্মতি ছিল না। কে-ই বা ইচ্ছা করিয়া মরিতে যায় ? তবে তাহাকে লইয়া গিয়া কিছু কাল যে সেই কক্ষে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

হোম-সেক্রেটারী বলিলেন, "আপনার নিঃসন্দেহ হইবার কারণ বুঝিতে পারিলাম না ব্লেক !"

মিঃ ব্লেক ধীর ভাবে বলিলেন, "আমি মৃত ব্যক্তির হাতে দুইটি 'ইন্‌জেক্‌সনে'র (two injections) চিহ্ন দেখিয়াছি। একটি, বোধ হয়, তাহাকে কারাগারে আনিবার পূর্ব্বে অজ্ঞান করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল, দ্বিতীয়টি, তাহাকে ফাঁসি-কাঠে লট্‌কাইবার পূর্ব্বেই হত্যা করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল। এখন দেখা আবশ্যক, হত্যাকারী কি উপায়ে পূর্ব্বোক্ত কারাকক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। আমি 'মরণ-মহল' ও তাহার সন্নিহিত স্থানগুলির যে নক্সাখানি আঁকিয়াছি তাহা দেখিলেই আপনি তাহার কারা-কক্ষে প্রবেশের কৌশলটি বুঝিতে পারিবেন।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার অঙ্কিত নক্সাখানি হোম-সেক্রেটারীর হাতে দিলেন। তাহার পর সেই নক্সার উপর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "মরণ-মহলটি কারা-গৃহের পূর্ব্ব ধারে অবস্থিত, বধ্যমঞ্চের ঘরখানি এই মহলেরই শেষ প্রান্তে বর্ত্তমান ; সাধারণ কারাকক্ষগুলির ঠিক উত্তরে কারাগারে প্রবেশের পথ (the prison-entrance.)

"এখন দেখুন, গ্যারেজটি কারাগারের উক্ত উভয় মহলের এই কোণটিতে অবস্থিত। এখন আমি ধরিয়া লইব—চার-চুনো দলের সর্ব্বাপেক্ষা বলবান দস্যু সামসনই এই ভার গ্রহণ করিয়াছিল ; কারণ কারাকক্ষে গোপনে যে অদ্ভুত কার্য্য সাধিত হইয়াছিল, তাহা সামসন ভিন্ন অন্যের অসাধ্য। সে কথা পরে বলিতেছি।—যে তস্কর কোনরের ছদ্মবেশে গাড়ী আনিয়াছিল, সে যখন গ্যারেজের চাবি প্রধান ওয়ার্ডারের হস্তে প্রদান করে, তখন সামসন পুলিশের প্রহরীর বেশে গাড়ীতেই ছিল। কোনরের-ছদ্মবেশধারী তস্করের সঙ্গে সে বাহিরে যাইলে প্রধান ওয়ার্ডার কন্‌লের তাহা স্মরণ থাকিত। অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে—পুলিশ-প্রহরীর বেশে কয়েদীর গাড়ীতে যে আসিয়াছিল, সে বাহিরে যায় নাই। সে গ্যারেজে লুকাইয়া ছিল। রুদ্ধ-দ্বার গ্যারেজ আর খুলিয়া দেখিবার প্রয়োজন হয় নাই। সামসন রাত্রিকালে গ্যারেজ হইতে বাহির হইয়া তীক্ষ্ণাগ্র লৌহ-কীলকমুকুটিত উচ্চপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত নির্জ্জন

প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে, এবং দেড় বৎসরের অব্যবহৃত পূর্ব্বোক্ত কারা-প্রকোষ্ঠের পশ্চিমের বাতায়নের নীচে সিঁদ কাটিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করে। আপনি বলিবেন, সে কিরূপে এই কক্ষের সন্ধান পাইল?—কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন না, ইংলণ্ডে এরূপ দস্যু অনেক আছে—যাহারা এ দেশের প্রত্যেক কারাগারের সকল অংশের সহিত সুপরিচিত, এবং তাহাদের কাছে প্রত্যেক কারাগারের নক্সা আছে। বহুদিন পূর্ব্বে সামসন যখন সার্কাসের দলে থাকিয়া ভেল্‌কি দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিত, (a professional magician) তখন সে একবার বাজি রাখিয়া সিং-সিংএর দুর্ভেদ্য কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। ইংলণ্ডের কারাগারগুলি সে খেলা-ঘরের মত মনে করে। সে উচ্চপ্রাচীর-বেষ্টিত নির্জ্জন প্রাঙ্গণে বসিয়া তাহার অদ্ভুত যন্ত্রাদির সাহায্যে সিঁদ কাটিয়া কারাকক্ষে অতি সহজেই প্রবেশ করিয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "ঐ রকম শক্ত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া সে গর্ত্ত করিল অথচ একটুও শব্দ হইল না, কারাপ্রহরীরা রাত্রিকালে কোন শব্দ শুনিতে পাইল না, এ কথা কি করিয়া বিশ্বাস করি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যাদুকরেরা রুদ্ধদ্বার দুর্ভেদ্য কক্ষ হইতে বাহিরে আসে, কেহ বা লোহার হাতকড়ি ছিঁড়িয়া ফেলে, তাহার কোন শব্দ হয় কি? সামসন অস্ত্রের সাহায্যে শব্দ না করিয়াও দেওয়াল খুঁড়িতে পারিয়াছে, এবং যে সকল ইষ্টক-স্তূপ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তাহা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিয়াছে। পাঁচ সাত মন ভারি জিনিস সে সোনার মত অবলীলা-ক্রমে নামাইতে বা তুলিতে পারে।—যাহা হউক, সে চ্যানিংএর চেতনাহীন দেহ গ্যারেজ হইতে লইয়া গিয়া ঐ কক্ষের বিছানায় রাখিয়াছিল। সেই কক্ষের ভিতর এরূপ কাণ্ড হইতেছিল—তাহা কন্‌লে বা অন্য কোন প্রহরী বুঝিতে পারে নাই; অব্যবহৃত কক্ষের দ্বার খুলিয়া দেখিবারও প্রয়োজন হয় নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "সামসন পুলিশ প্রহরীর ছদ্মবেশে আসিতেও পারে, কিন্তু সে চ্যানিংএর সংজ্ঞাহীন দেহ মোটর-লরিতে লইয়া আসিল, কয়েদীরা তাহা দেখিতে পাইল না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিরূপে দেখিবে ? গাড়ী ব্রিক্সটনের কারাগারে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে সোফেয়ারের আসনের নীচে মাল রাখিবার যায়গায় তাহাকে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। কেহ কি সোফেয়ারের আসন তুলিয়া তাহা পরীক্ষা করিয়াছিল ? একজন লোক অনায়াসে সেখানে পড়িয়া থাকিতে পারে—গাড়ীখানি অদৃশ্য না হইলে তাহা তোমাকে দেখাইতে পারিতাম। সোফেয়ারের আসনের নীচে মাল রাখিবার স্থান নাই কন্‌লে ?"

কন্‌লে বলিল, "আছে। প্রকাণ্ড গাড়ী, তাহাতে ত্রিশজন কয়েদী অনায়াসে বসিতে পারে ; সম্মুখের আসনের নীচে তিন চার মন-মাল রাখিতে পারা যায়।"

হোম-সেক্রেটারী বলিলেন, "অদ্ভুত, মিঃ ব্লেক ! আপনার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়াই মনে হইতেছে ;—কাজটি সেই দস্যুর পক্ষে কঠিন হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সামসনের পক্ষে তাহা অত্যন্ত সহজ। সামসনের শক্তি ও কৌশলের পরিচয় পাইলে আপনি আমার কথা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। সে যে কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সেই কক্ষের দ্বার ভাঙ্গিবার বা বাহিরের তালা খুলিবার প্রয়োজন হয় নাই, ভিতর হইতে সে কৌশলে দ্বারের কড়া খুলিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল ; তাহার পর মৃতদেহ বধ্যমঞ্চে লইয়া গিয়া তাহাই ফাঁসিতে লটকাইয়াছিল। কাজ শেষ করিয়া সে সেই কক্ষে পুনঃ-প্রবেশ করিয়াছিল, এবং সেই ভাবেই দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল। দ্বারের তালা সে স্পর্শও করে নাই।"

কুট্‌স কোন কথা না বলিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলেন ; হোম-সেক্রেটারী ও কারাধ্যক্ষ সবিস্ময়ে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মিঃ ব্লেক কন্‌লেকে বলিলেন, "কোনর—অর্থাৎ তুমি যাহাকে কোনর মনে করিয়াছিলে—সে কাল কোন্ সময় কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল ?"

কন্‌লে বলিল, "তখন বেলা এগারটা।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সামসন তাহার সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য যথেষ্ট সময় পাইয়াছিল। সে যে সিঁদ কাটিয়াছিল, তাহা মেরামত করাও তাহার পক্ষে কঠিন হয় নাই। হঠাৎ সেই মেরামত ধরিবার উপায় ছিল না। যদি আমি খাটিয়া

হইতে পিছলাইয়া পড়িয়া দেওয়ালের সেই অংশে সবেগে দুই হাতের ভর না দিতাম—তবে ঐরূপ প্রবল ধাক্কা না পাইলে দেওয়ালের সেই অংশ ওভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িত না। যে কয়েকটি স্তূপ সে অপসারিত করিয়াছিল, তাহা অল্প সময়েই পুনর্ব্বার বেমালুম ভাবে বসাইয়া দিয়াছিল।”

সার ম্যালকম উইক্‌স্ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “লোমহর্ষণ ব্যাপার! এ যে বড়ই ভীষণ কাণ্ড; কেলেঙ্কারীর (scandalous) এক শেষ! যে রূপে হউক ইহার প্রতিকার করিতেই হইবে। পার্লিয়ামেণ্টে হয় ত এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে। জানি না কি কৈফিয়ৎ দেওয়া যাইতে পারে। মিঃ ব্লেক, আপনি যখন তদন্তের ভার গ্রহণ করিয়াছেন—তখন শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া ইহার একটা সুরাহা করুন, আমি আপনার শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলাম। আপনি আমার নিকট যখন যে সাহায্য চাহিবেন তাহাই পাইবেন। এই চার ভুনোর দলকে বিধ্বস্ত করাই চাই। তাহারা চূর্ণ ও বিলুপ্ত (crushed out of existence) না হইলে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।”

মুহূর্ত্ত পরে ইন্‌স্পেক্টর ব্রাউন সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া হোম-সেক্রেটারীকে অভিবাদন করিলেন, এবং ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কানে কানে কি বলিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স গোঁফ ফুলাইয়া উৎসাহ ভরে বলিলেন, “ইন্‌স্পেক্টর ব্রাউন বলিতেছেন—উনি ইয়ার্ড হইতে অঙ্গুলি-চিহ্নের খাতা আনিয়া মৃতব্যক্তির অঙ্গুলি-চিহ্ন লইয়াছেন, এবং খাতায় হিউগো চ্যানিংএর যে অঙ্গুলি-চিহ্ন আছে, তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছেন। উভয় অঙ্গুলি-চিহ্নের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং উহা যে হিউগো চ্যানিংএর মৃতদেহ ইহা নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হইয়াছে।”

সার ম্যাল্‌কম উইক্‌স্ বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিলেন, “কি সর্ব্বনাশ! তবে কি ফিলিপ কারু যে অভিযোগে প্রাণদণ্ডের আদেশ পাইয়াছিল, তাহা মিথ্যা? নিরপরাধের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল? না, না, আপনাদেরই বোধ হয় ভ্রম হইয়াছে। আপনারা যাহার অঙ্গুলি-চিহ্ন লইলেন বলিতেছেন—সে নিশ্চয়ই হিউগো চ্যানিং নহে—অন্য লোক!”

ইন্‌স্পেক্টর ব্রাউন দৃঢ়স্বরে বলিলেন, “না মহাশয়, আমাদের ভ্রম হয় নাই;

অঙ্গুলি-চিহ্নের প্রমাণ মিথ্যা হইতে পারে না। (finger-prints can-not lie.) উভয় চিহ্ন একই আঙ্গুলের —এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।"

সার ম্যাল্‌কম অধীর স্বরে বলিলেন, "তবে? তবে কারু কাহাকে হত্যা করিয়াছিল মিঃ ব্লেক? প্রমাণ করা যায় কি? কারুর ত ফাঁসি হইতে পারে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কারু কাহাকেও হত্যা করিয়াছিল কি না সন্দেহ; আমার মনে হইতেছে মিথ্যা অভিযোগে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। এ অবস্থায় আপনি তিনটি কাজ করিলে ভাল হয়। প্রথমতঃ, কারুকে এখন হাসপাতালেই রাখিবার ব্যবস্থা করুন। বেচারার এই ধাক্কা সামলাইতে সময় লাগিবে। এমন কি, তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়াও অসম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ, তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ রহিত হউক। তৃতীয়তঃ, আমাকে একখানি পরোয়ানা (warrant) দেওয়া হউক।"

সার ম্যাল্‌কম বলিলেন, "পরোয়ানা? কিসের পরোয়ানা? আপনি কাহাকে গ্রেপ্তার করিতে চাহেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি আপাততঃ কাহারও গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা চাহি না। আমি মৃতদেহ-উৎখাতের পরোয়ানা বা হুকুমনামা চাহি। হাঁ, হিউগো চ্যানিংএর মৃতদেহ বলিয়া যে দেহটি সমাহিত হইয়াছে, তাহা সমাধি-গর্ত হইতে উত্তোলিত করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। তাহা কাহার মৃতদেহ জানা প্রয়োজন।"

হোম-সেক্রেটারী বলিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই তাহা জানিতে হইবে। আমি অবিলম্বে আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করিব। উঃ, কি ভয়ানক ভ্রম! এরূপ সাংঘাতিক ভ্রমের কথা আমি আর কখন শুনি নাই! জজ ও জুরীরা একমত হইয়া কারুকে ফাঁসিতে লটকাইবার আদেশ দিলেন; আবার আপীল-আদালতেও তাহার প্রাণ-দণ্ডাদেশ বাহাল থাকিল! এ অবস্থায় আমি কিরূপে তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করি?—তাহার পক্ষ হইতে আমার নিকট যে দরখাস্ত গিয়াছিল—তাহা আমি অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম। আহা, নিরপরাধের প্রাণদণ্ড

হইতেছিল!—এ ভ্রম অমার্জ্জনীয়। বিচারকের এরূপ সাংঘাতিক ভ্রম এ দেশে বোধ হয় এই প্রথম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এডল্‌ফ বেকের মামলার কথা কি আপনার স্মরণ নাই? বিচারকের ভ্রমে একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে দুই বার কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল! প্রবলের ষড়যন্ত্রে কত দুর্ব্বল ব্যক্তি অপরাধ না করিয়াও শাস্তি পায়, তাহার কি সংখ্যা আছে?"

হোম-সেক্রেটারী বলিলেন, "সে কথা সত্য; কিন্তু যাহার হত্যাপরাধে আসামীর প্রাণদণ্ড হইতেছে, সেই আসামীর পরিবর্ত্তে তৎকর্তৃক নিহত ব্যক্তিই বধ্যমঞ্চে নীত হইয়া ফাঁসে ঝুলিতেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বিরল, এবং ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য। এমন কি, স্বচক্ষে দেখিলেও যে প্রত্যয় হয় না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চার-ত্রনো দলের কার্য্যপদ্ধতি এইরূপ বিচিত্র! চল স্মিথ, আমাদের বিস্তর কাজ এখনও বাকি আছে।"

মিঃ ব্লেক দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, ঠিক সেই সময় সেই কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া ইউনিফর্ম্মধারী একজন ওয়ার্ডার একখানি টেলিগ্রাম লইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিল, অভিবাদন করিয়া বলিল, "মিঃ ব্লেকের টেলিগ্রাম।"

মিঃ ব্লেক টেলিগ্রামখানি লইয়া বাদামী-রঙ্গের লেফাপাখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া তাঁহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি একটু হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই হাসির অন্তরালে যেন তীব্র ক্রোধ ও জীদ প্রচ্ছন্ন ছিল।

হোম সেক্রেটারী বলিলেন, "কাহার টেলিগ্রাম মিঃ ব্লেক?—উহাতে কি আপনার পারিবারিক সংবাদ আছে?"

মিঃ ব্লেক টেলিগ্রামখানি হোম-সেক্রেটারীর হাতে দিলেন। হোম-সেক্রেটারী তাহা রুদ্ধ-নিশ্বাসে পাঠ করিলেন। তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল:—"আপনার শ্রম লাঘবের জন্য আপনাকে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে—আপনি মিচামের মাঠে কোনরের মৃতদেহ দেখিতে পাইবেন, ইহা টেক্কার জয়ের নিদর্শন।"

হোম-সেক্রেটারীর মুখ হইতে আর্ত্তনাদের মত একটা অস্ফুট শব্দ উত্থিত হইল। তিনি বিহ্বল দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জীবন থাকিতে পৃথিবীতে আমার ও টেক্কার উভয়ের স্থান নাই; সে জীবিত থাকিতে আমি তাহাকে ছাড়িব না; এই সংগ্রামে আমাদের উভয়ের মধ্যে একজনের মৃত্যু সুনিশ্চিত।"

সকলেই নিস্তব্ধ—যেন গভীর চিন্তায় অভিভূত। সেই সময় দ্বারে কে করাঘাত করিল। স্মিথ অগ্রসর হইয়া দ্বার খুলিয়া দিতেই জল্লাদ উইলিস্ দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া কারাধ্যক্ষকে বলিল, "কারুকে ফাঁসে ঝুলাইবার জন্য নূতন করিয়া জোগাড়-যন্ত্র করিব কি হুজুর! বেলা অধিক হইল।"

হোম-সেক্রেটারী সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "দূর হ, দূর হ শয়তান! ইচ্ছা হইতেছে তোকেই ঐ ফাঁসি-কাঠে লট্‌কাইয়া দিই।"

পঞ্চম প্রবাহ

মিঃ ব্লেকের আকস্মিক মৃত্যু

লণ্ডনের সুবিখ্যাত হোটেল 'এষ্টোরিয়া'য় ধনাঢ্য নরনারী ভিন্ন সাধারণ লোকের বাস করিবার সামর্থ্য নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লক্ষপতিগণ স্ত্রীপুত্রাদি সঙ্গে লইয়া লণ্ডন-ভ্রমণে আসিলে এই হোটেলেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহা বিলাসী-দের হোটেল।

যে দিন প্রভাতে হ্যাণ্ডফোর্থ কারাগারের বধ্যভূমিতে ফিলিপ কারুর ফাঁসি হইবার কথা, সেইদিন অপরাহ্নে একখানি মূল্যবান মোটরকার হোটেল এষ্টোরিয়ার প্রবেশ-দ্বারে আসিয়া থামিল, এবং সেই শকট হইতে মিঃ হাওয়ার্ড কে বেল পত্নী ও শিশুপুত্র সহ অবতরণ করিলেন।

মিঃ হাওয়ার্ড কে বেল আমেরিকার লক্ষপতি বণিক, তিনি যৌবন-সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ না হইলেও তাঁহার মস্তকের অধিকাংশ চুল পাকিয়া গিয়াছিল; তাঁহার পত্নী মিসেস্ বেল, পূর্ণ যুবতী, তাঁহার রূপের আভায় যেন চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তাহার পুত্র জুনিয়ার পাঁচ ছয় বৎসরের পরম রূপবান বালক, সে একরাশি পুতুল দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মায়ের সঙ্গে নামিয়া আসিল। হোটেলের তিন চারিজন সুবেশধারী ভৃত্য তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। মিসেস্ বেলের যেমন রূপের প্রভা, সেইরূপ পরিচ্ছদের আড়ম্বর। ভৃত্যেরা মুগ্ধনেত্রে তাঁহার হাসিমাখা মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মিসেস্ বেল শিশুপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাবা জুনিয়ার, পুতুলগুলা লইয়া তুমি যে সামলাইতে পারিতেছ না! আরদালীদের কাহারও হাতে দুই একটা দাও না। ভয় নাই, তোমার পুতুল লইয়া কেহই পলাইবে না। বোকা ছেলে! নিজে সামলাইতে পারিতেছ না, তবু কাহারও হাতে দিবে না। এদিকে

আমি যে এক পেয়ালা চায়ের জন্য ছট্-ফট্ করিয়া মরিতেছি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না !”

একজন আর্দ্দালী বলিল, “হুজুর, হুকুম হয় ত আমি কিছু লইয়া গিয়া আপনাদের ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া আসি।”

“না, ও তোমাদের বিশ্বাস করে না, চল, আমাদের ঘরে পৌঁছাইয়া দিবে। উঃ, গরমে ঘামিয়া উঠিয়াছি।”—মিসেস্ বেলের এই কথার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তার মত সুগঠিত দন্তশ্রেণীর পাশ দিয়া আবার সেই হাসির ঝলক। মিঃ হাওয়ার্ড বেল পশ্চাতে না চাহিয়া সর্ব্বাগ্রে হোটেলে প্রবেশ করিলেন।

হোটেলের রেজেষ্ট্রী-বহি দেখিলে জানিতে পারা যাইত মিঃ ও মিসেস্ বেল দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে চারবর্গ হইতে লণ্ডনে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা কিছুদিন লণ্ডনে বাস করিয়া লণ্ডনের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন—এই উদ্দেশ্যে হোটেল এষ্টোরিয়ায় একপ্রস্ত কামরা ভাড়া লইয়াছেন। এই হোটেলের বাররুমে (bar-room) যে সকল নরনারীর সহিত মিঃ বেলের পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগকেও তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন।

হোটেলের সর্দ্দার-খানসামা গুইসেপ্ নিজের পরিচয় দিয়া মিসেস্ বেলকে অভিবাদন করিলে মিসেস্ বেল মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, “আমাদের ঘরেই আমরা চা খাইব, বুঝিয়াছ গুইসেপ !”

গুইসেপ বলিল, “হাঁ মাদাম, এখনই আপনার ঘরে চা পাঠাইতেছি।”

মিসেস্ বেল পুত্রসহ দ্বিতলে স্বামীর অনুসরণ করিলেন; হোটেলের অনেক রমণী ঈর্ষ্যাকুল নেত্রে এই ঐশ্বর্য্যশালিনী ভাগ্যবতীর দিকে চাহিয়া রহিল। মিসেস্ বেল নির্দ্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করিয়া স্প্রিংএর গদী-আঁটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, এবং ক্লান্তিভরে হাঁই তুলিলেন।

মিসেস্ বেল সর্দ্দার-খানসামাকে বলিলেন, “দেখ গুইসেপ, আজ সন্ধ্যায়—ডিনারের আগে কেহ যেন আমাদিগকে বিরক্ত করিতে না আসে। কেহ আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলে তাহাদের জানাইবে—আমরা ঘরে নাই; (we are not at-home) বুঝিয়াছ ?”

"যো হুকুম, মাদাম!"—বলিয়া গুইসেপ মাথা নোয়াইয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। কক্ষদ্বার রুদ্ধ হইল।

তিনজনের চা পান চলিতে লাগিল।—হঠাৎ পাঁচ বৎসরের শিশু জুনিয়ার হাত বাড়াইয়া বলিল, "একটা চুরুট দাও হে সামসন! অনেকক্ষণ ধরিয়া মুখাগ্নি করা হয় নাই। শিশুর অভিনয়ে আমি হাঁপাইয়া উঠিয়াছি।—পঁয়ত্রিশ বছর আমার বয়স, বিবাহ করিলে এতদিন তিন চারটে ছেলের বাবা হইতাম, আমাকে তোমাদের ছেলে সাজিয়া অভিনয় করিতে হইতেছে! বিড়ম্বনা।"

বলা বাহুল্য চার-তুনো দলের অন্যতম দস্যু সামসন মিঃ হাওয়ার্ড কে বেলের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল, আর নারীর ছদ্মবেশ-ধারণে অদ্বিতীয় লু তারাঁ মিসেস্ বেল রূপে হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

সামসন বলিল, "অত বাড়াবাড়ি ভাল নয় টনি! তোমার দোষে যদি হঠাৎ ধরা পড়িয়া যাই, তাহা হইলে টেক্কা—"

মিসেস্ বেলের ছদ্মবেশধারী লু তারাঁ বলিল, "আমি কি তোমাকে বলি নাই শিশুর ছদ্মবেশে তুমি যখন-তখন মুখে চুরুট গুঁজিলে তাহার ফল ভাল হইবে না। ও অভ্যাসটি তোমাকে ত্যাগ করিতে হইবে। তোমার বয়স পঁয়ত্রিশই হউক, আর পঁয়ষট্টিই হউক, যখন তোমাকে শিশু সাজিতে হইয়াছে, তখন শিশুর অভ্যাস ছাড়িয়া বুড়োর অভ্যাস বজায় রাখিলে তুমি সামলাইতে পারিবে না। নির্বোধের মত বেমক্কা কাজ করিয়া আমাদিগকে বিপন্ন করিও না টনি!"

টনি তাহাদের কথা গ্রাহ্য না করিয়া একটা চুরুট লইয়া মুখে গুঁজিল, তাহার পর এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "তোমাদের কি? তোমরা দু'জনে বেশ মজা মারিতেছ; যেখানে খুসী যাইতেছ, যাহা ইচ্ছা করিতেছ, আর আমাকে তোমাদের ছেলে সাজিয়া খোকার মত তোমাদের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে, পুতুলখেলা করিতে হইতেছে! স্বাধীনভাবে কোন কাজ করিবার হুকুম নাই। আবার চুরুট খাইতেও বারণ করিবে? এ অত্যাচার অসহ্য!"

সামসন বলিল, "আমরা কি বাজে কাজে ঘুরিয়া বেড়াই? না আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে? টেক্কা আমার উপর যে কাজের ভার দিয়াছিলেন, সে

বড় শক্ত কাজ; কত শক্ত কাজ তা তোমার মত বামনের ধারণা করিবার শক্তি নাই। কিন্তু এত সহজে সে কাজ শেষ করিয়া আসিয়াছি যে, টেক্কা শুনিলে শত মুখে আমার বাহাদুরীর প্রশংসা করিবেন।”

টনি বলিল, “কাল সকালে হঠাৎ কোথায় ডুব মারিলে, সারা দিনের মধ্যে আর দেখা দিলে না! কি কাজে গিয়াছিলে বল ত। এমন কি শক্ত কাজ তোমার ঘাড়ে পড়িয়াছিল?”

সামসন পকেট হইতে একখানি দৈনিক পত্রিকা বাহির করিয়া টনির হাতে দিল। সেই কাগজখানির নাম ‘ইভ্‌নিং অয়ার-লেস্।’ ‘ডেলি রেডিও’র পরিচালকবর্গ ইহা প্রকাশিত করিতেন।

সামসন বলিল, “গোয়েন্দা রবার্ট ব্লেকের জয়ঢাক স্প্যালাস্ পেজ আজ হ্যাণ্ডফোর্থ কারাগারে নূতন সংবাদ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল; সে ‘ইভ্‌নিং অয়ারলেসে’ যাহা লিখিয়াছে তাহা পড়িয়া দেখিলেই মোটামুটি সকল কথা জানিতে পারিবে। এই কাগজ আজ হাজার হাজার বিক্রয় হইয়াছে।

টনি কাগজখানি খুলিয়াই দেখিল মোটা-মোটা অক্ষরে লেখা আছে:—

হ্যাণ্ডফোর্থ কারাপ্রাঙ্গণের

ফাঁসি-কাঠে লোমহর্ষণ দৃশ্য!

মরা মানুষের ফাঁসি!

প্রাণদণ্ডের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে আসামীর দণ্ডাজ্ঞা রদ!

চার-তুন্নে দলের প্রতি সন্দেহ।

এই কয় ছত্রের নীচে হ্যাণ্ডফোর্থ কারাগারে সংঘটিত বিবিধ লোমাঞ্চকর ঘটনার কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।—তবে মিঃ পেজ সেখানে যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই আনুপূর্ব্বিক লিখিতে পারেন নাই; কারণ হোম-সেক্রেটারীর ও মিঃ ব্লেকের তাহাতে আপত্তি ছিল। হোম-সেক্রেটারীর

অভিপ্রায় অনুসারে মিঃ ব্লেক মিঃ পেজের রচনা কাটিয়া-ছাঁটিয়া যতটুকু প্রকাশ করিতে দিয়াছিলেন মিঃ পেজ তাহাই প্রকাশ করিয়াছিলেন।

টনি সেই বিবরণটি পাঠ করিয়া সামসনকে বলিল, "কাগজে যাহা লিখিয়াছে তাহা পড়িয়া ভিতরের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তুমি কি করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিয়া আসিলে তাহাই বল।"

সামসন বলিল, "কাজের যে রকম ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, সেই ভাবেই কাজ শেষ করা হইয়াছে। যে মুহূর্ত্তে নির্ব্বোধ কোনর খালি গাড়ি লইয়া লিগুষ্টোন রোডের মোড়ে দেখা দিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে লু আর স্কারলেট দুই দিক হইতে দ্রুতবেগে সেই মোড়ে আসিয়াই দুই মোটরে ঠোকাঠুকি বাধাইল। কোনরের গাড়ী সেই দুই গাড়ীর ঠিক পাশে আসিয়া থামিয়া গেল। পথের লোকগুলা হা করিয়া সেই মোটর-দুর্ঘটনা দেখিতেছিল। কোনরও সেই দিকে চাহিয়া রহিল। লু তাঁার ছদ্মবেশ দেখিলে কেহই বলিতে পারিত না যে, কোনরের সহিত উহার কোন তফাৎ আছে। আমি যে গাড়ীতে ছিলাম, তাহা কোনরের ঠিক পাশে আনিয়া থামাইলাম। আমার দিকে ত তাহার দৃষ্টি ছিল না, সেই সুযোগে আমি তাহার দিকে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া তাহার রগে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারিলাম,—সেই এক ঘুসিতেই সে তাহার আসনে ঘুরিয়া পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান! আমি তৎক্ষণাৎ তাহার গাড়ীতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে আমার গাড়ীতে তুলিয়া লইলাম। লু তাঁরা সেই মুহূর্ত্তে তাহার গাড়ীতে উঠিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল। এই সকল কাজ শেষ করিতে আধ মিনিটের অধিক সময় লাগিল না। আমি চ্যানিংএর সংজ্ঞাহীন দেহ বস্তায় পুরিয়া লইয়াছিলাম, সচ্ছিদ্র বস্তা, শ্বাসরোধ হইয়া তাহার মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল না। সেই বস্তা সমেত তাহাকে কোনরের গাড়ীতে তুলিয়া সম্মুখের আসনের পাটাতনের নীচে ফেলিলাম। তাহার পর রাইসকে মিচামের মাঠে গাড়ী চালাইতে বলিলাম। কোনর চেতনা লাভের পূর্ব্বেই সে বোধ হয় টেক্কার আদেশ পালন করিয়াছে।"

আমি পুলিশ-প্রহরীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া কোনরের গাড়ীতে বসিয়া রহিলাম। ব্রিক্‌সটনের জেলখানার কর্ম্মচারীরা মনে করিল আমি প্রহরী, কোনরের

সঙ্গেই কয়েদী লইতে আসিয়াছি। সুতরাং কোন গোলমাল হইল না। লু তারাঁ কোনরের ছদ্মবেশে কুড়িজন কয়েদী লইয়া নির্ব্বিঘ্নে হাণ্ডফোর্থের কারাগারে ফিরিয়া গেল। লু তারাঁ জেলখানায় কয়েদীগুলাকে একে একে নামাইয়া দিয়া গাড়ী লইয়া গ্যারেজে প্রবেশ করিল। তাহার পর সে গ্যারেজের দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল, আমি গ্যারেজে রহিলাম। পুলিশ-প্রহরী গাড়ী হইতে নামিয়া গিয়াছে কি না জেলখানার ওয়ার্ডারদের সে দিকে খেয়াল ছিল না।—তাহার পর সেই রাত্রে ও আজ সকালে যে কাজ করিয়াছি তাহা ঐ কাগজেই দেখিতে পাইতেছ। সকল কাজ শেষ করিয়া আমি গাড়ীর ভিতর লুকাইয়া বসিয়া রহিলাম। লু তারাঁ কোনরের ছদ্মবেশে গ্যারেজে প্রবেশ করিয়া গাড়ী বাহির করিয়া লইল। তাহারা যখন আমাদের সন্দেহ করিল—তখন আমরা গাড়ী লইয়া চম্পটদান করিয়াছি। গোয়েন্দা ব্লেক তদন্তে নিযুক্ত না হইলে আমাদের কৌশল কেহই বুঝিতে পারিত না। ঐ গোয়েন্দাটাই আমাদের শনি!”

লু তারাঁ বলিল, “টেঙ্কা তাহার মৃত্যুর পরোয়ানা বাহির করিয়াছেন।”

সামসন বলিল, “টেঙ্কার আদেশে ত এ সকল কাজ করিলাম; কিন্তু টেঙ্কা কি উদ্দেশ্যে এই বিদঘুটে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারি নাই। এ কাজে কি লাভ হইবে বলিতে পার? চ্যানিংকে এ ভাবে হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ ফাঁসি-কাঠে লটকাইয়া তোমার সঙ্গে ও ভাবে পলায়নের হুকুম কেন হইয়াছিল, অনুমান করিতে পার লু? আমাদের সৌভাগ্য যে, কারুকে বাঁচাইতে গিয়া আমরা কোন বিপদে পড়ি নাই, কিন্তু আমাদের বিপদের আশঙ্কা ত অল্প ছিল না। আমাদিগকে এ ভাবে বিপদে নিক্ষেপ করিয়া কারুকে বাঁচাইবার জন্য টেঙ্কার আগ্রহের কারণ কি? তাহাকে বাঁচাইয়া তাঁহার কি ইষ্টসিদ্ধি হইবে?”

টনি সভয়ে চারি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, “চুপ! টেঙ্কা কখন কোথায় থাকিয়া আমাদের কথা শুনিতে পান—তাহা কি আমাদের বুঝিবার শক্তি আছে? তিনি এখন ঐ দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া নাই, ইহা কি আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি? তিনি যে কেন এ সকল কাজ করিলেন তাহা তিনি ভিন্ন অন্য কেহ বলিতে বা বুঝিতে পারিবে না। আমি এই মাত্র বলিতে

পারি তাঁহার এরূপ করিবার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। অকারণে তিনি কখন কোন কাজ করেন কি? যাহাই হউক, তোমাদের কাজে তিনি খুব খুসী হইবেন। তিনি কি জন্য আমাদের এই ছদ্মবেশে এখানে আসিতে বলিয়াছেন, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই।"

লু তারাঁ বলিল, "এই হোটেলে অনেকগুলি বড় লোকের আবির্ভাব হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে বিস্তর হীরা জহরত আছে। তাহার কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিতে না পারিলে দলের ব্যয় নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কাজটা কি ভাবে শেষ করিতে হইবে, সে আদেশ এখনও পাই নাই।—সামসন, গোয়েন্দা ব্লেককে সেই টেলিগ্রামখানা পাঠানো হইয়াছে কি?"

সামসন বলিল, "আমি তাহা জানিতে পারি নাই, টেক্কা তাহা পাঠাইয়া থাকিবেন। তিনি জানিতেন হ্যাণ্ডফোর্থ কারাগারের রহস্য-ভেদের জন্য ব্লেককে অনুরোধ করা হইবে। রাইসের উপর সেই টেলিগ্রাম পাঠাইবার ভার ছিল। রাইস কোনরকে কি ভাবে সাবাড় করিয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই। বোধ হয় বুকে ছোরা মারিয়াই কাজ শেষ করিয়াছে।"

লু তারাঁ বলিল, "তাহাই সম্ভব! ইহাই ত টেক্কার দস্তুর।"

সামসন বলিল, "কিন্তু টেক্কা যে কারুর প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্য তাহাকে মৃত্যু-কবল হইতে উদ্ধার করিলেন—ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তিনি কিরূপ দয়ালু, তাহা ত আমাদের জানিতে বাকি নাই। যদি তাহাকে দলে টানিয়া লইবার জন্য তাঁহার আগ্রহ থাকিত, তাহা হইলে আমাকে তিনি বলিলেই পারিতেন; আমি তাহাকে জেলখানা হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার কাছে হাজির করিতাম। আর একটা লোককে হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ ঐ ফাঁসে লট্‌কাইয়া কারুর নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার কি প্রয়োজন ছিল?"

লু তারাঁ বলিল, "তাঁহার প্রয়োজন তিনিই জানেন; কে তাঁহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে? আমাদের তাহা সঙ্গতও নহে। অসঙ্গত কৌতূহল প্রকাশ করিয়া লেফ্‌টি ম্যাক্‌গয়ারের কি দশা হইয়াছিল তাহা তোমার স্মরণ নাই কি?"

লু তারাঁ হঠাৎ নীরব হইয়া সভয়ে চতুর্দ্দিক দৃষ্টিপাত করিল। টেক্কাকে এই সকল পরাক্রান্ত ও সাহসী দস্যুও যমের মত ভয় করিত। তাহাদের ধারণা ছিল—টেক্কা অসাধ্যসাধন করিতে পারে, তাহার নিকট কোন কথা লুকাইবার উপায় নাই! তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাহারও মাথা তুলিয়া কথা কহিতে সাহস হয় না, তাহার কথার প্রতিবাদ করা ত দূরের কথা। তাহার আদেশে তাহার দলের প্রত্যেক দস্যু আত্মহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। টেক্কা তাহাদের রাজা, কিন্তু মৃত্যুভয় তাহার রাজদণ্ড; সেই দণ্ডের ভয়ে তাহার দলভুক্ত দস্যুগণ কখন তাহার প্রতিকূলে কোন কথা বলিত না। এমন কি, তাহার অসাক্ষাতে কোন বিরুদ্ধ-মন্তব্যও প্রকাশ করিত না। লু তারাঁ, সামসন ও বামন টনি ভয় পাইয়া টেক্কার প্রসঙ্গ ত্যাগ করিল। কিন্তু তাহারা যে উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশে সেই হোটেলে আশ্রয় লইয়াছিল, সেই রাত্রে তাহাদের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল; কয়েকজন মহাসম্ভ্রান্ত নর নারীর বহুমূল্য হীরকালঙ্কার সহসা অদৃশ্য হইয়াছিল। কিন্তু কেহই তাহাদিগকে সন্দেহ করিতে পারে নাই।

* * * * *

মিঃ ব্লেক হ্যাণ্ডফোর্থ কারাগার হইতে গৃহে ফিরিলেন। মিঃ পেজ তাঁহাদের কাগজে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য 'রেডিও' আফিসে প্রত্যাগমন করিলেন। মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার উপবেশন-কক্ষে পরামর্শ করিতে বসিলেন। তাঁহার অনুরোধে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই স্থানেই আহার শেষ করিলেন।

আহারান্তে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "এখন কথা এই যে, টেক্কা চ্যানিংকে ওভাবে হত্যা করিয়া ফিলিপ -কারুকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে কি জন্য উদ্ধার করিল? ফিলিপকে বাঁচাইবার ইচ্ছা থাকিলে টেক্কা কি চ্যানিংকে জীবিত অবস্থায় হাজির করিয়া দিতে পারিত না? এরূপ কাজ টেক্কার মস্তিষ্কের প্রকৃতিস্থতার নিদর্শন নহে; এ রকম কাজ পাগলেই করে।"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কিন্তু টেক্কা ত পাগল নহে, তবে তাহাকে উন্মার্গগামী প্রতিভাবান অপরাধী বলিতে পার। \ তাহার কোন কাজেই কখন

মস্তিষ্ক-বিকারের পরিচয় পাওয়া যায় না। সে কি উদ্দেশ্যে এরূপ অদ্ভুত কাজ করিল, তাহা জানিবার জন্ত তোমার আগ্রহ হইয়াছে; ইহা জানিবার জন্ত কৌতূহল হইতে পারে, কিন্তু তাহা জানিতে পারিলেই যে রহস্যভেদ করা সহজ হইবে, ইহা মনে করা সঙ্গত নহে। পাগল ভিন্ন কোন অপরাধী বিনা-উদ্দেশ্যে অপরাধ করে না—এ কথা সত্য; কিন্তু সেই উদ্দেশ্য আবিষ্কারের চেষ্টায় যদি আমরা তদন্ত বন্ধ রাখি—তাহা হইলে তাহাতে আমাদের কোন লাভ নাই।”

ইন্‌স্পেক্টর কুটস বলিলেন, “টেক্কা অর্থলাভের আশায় এই কাজ করিয়াছে এরূপ মনে হয় না। কিন্তু লুণ্ঠনই যখন তাহাদের প্রধান কাজ, তখন নিঃস্বার্থ পর-হিত ভিন্ন ইহার অন্য কোন কারণ নাই, এ কথাই বা কি করিয়া বলিতে পার? সে যাহাই হউক, তোমার গতিবিধির প্রতি ইহাদের দৃষ্টি কি তীক্ষ্ণ! কোনরের মৃত্যু সম্বন্ধে তোমাকে যে টেলিগ্রামখানি পাঠাইয়াছে—তাহা দেখিলে উহাদের ধৃষ্টতায় স্তম্ভিত হইতে হয়!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ কুটস, আমার প্রতি উহাদের কৃপাদৃষ্টির বিরাম নাই; টেক্কা আমাকে সরাইবার জন্ত অনেক দিন হইতেই চেষ্টা করিতেছে। তাহার অনুচরেরা সর্ব্বদাই আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে, ইহাও আমার অজ্ঞাত নহে। কিন্তু এ সকল কথার আলোচনা এখন নিষ্ফল। এখন আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে; কোন্ দিক দিয়া এখন কাজ আরম্ভ করা যায়?—ওঃ, তাই ত, আসল কথাই যে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, স্মিথ!”

স্মিথ তৎক্ষণাৎ প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন। মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি আমার সংগৃহীত ‘কেও কি?’ নামক পুস্তকখানি বাহির করিয়া ফিলিপ কারুর পরিচয়টা দেখিয়া লও; আমি এখন লেবরেটরিতে গিয়া রক্ত-চিহ্নটা পরীক্ষা করিব। আমার বিশ্বাস, পরীক্ষার ফল সন্তোষপ্রদ হইবে।”

মিঃ ব্লেক তাঁহার লেবরেটরীতে প্রবেশ করিলে ইন্‌স্পেক্টর কুটস স্মিথকে বলিলেন, “স্মিথ, তোমাদের কর্ত্তাটি কি মতলবে কি কাজ করেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না! চার-ছনো দলের দস্যু বলিয়া যাহাকে সন্দেহ হইবে—তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ত আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি, প্রত্যেক

রেলের ষ্টেশনে, প্রত্যেক বন্দরে তাহাদের সন্ধানের জন্য টেলিগ্রাম করা হইয়াছে; কিন্তু উহারা ছদ্মবেশে আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিতেছে। আর যে কি ভাবে তদন্ত আরম্ভ করা যায়—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না!"

হঠাৎ টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তৎক্ষণাৎ উঠিয়া রিসিভারটা তুলিয়া লইয়া সাড়া দিলেন। ইন্‌স্পেক্টর উইজন স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে বলিলেন, "টেলিগ্রামের সংবাদ সত্য; আমরা মিচামের মাঠে একটা ঝোপের ভিতর কোনরের মৃতদেহ সংগ্রহ করিয়াছি। বুকে ছোরা বিঁধাইয়া তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে। অস্ত্রখানি পাই নাই। তাহার গলায় একখানি ছোট কার্ড ঝুলিতেছিল, তাহা চার-দুনো দলের পরিচয়পত্র। কার্ডে দুই সারিতে আটটা কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু আছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! এই শয়তানগুলার কিছুই অসাধ্য নহে। উইজন, তুমি সতর্ক থাকিও, কখন কি বিপদ ঘটে বলা যায় না। ব্লেকের সঙ্গে পরামর্শ শেষ করিয়া আমি শীঘ্রই ফিরিয়া যাইতেছি।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া স্মিথকে বলিলেন, "টেকার টেলিগ্রামের সংবাদ মিথ্যা নহে স্মিথ! মিচামের মাঠে কোনরের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। বুকে ছোরা মারিয়া দস্যুরা তাহাকে হত্যা করিয়াছে!"

স্মিথ বিবর্ণ মুখে বলিল, "কি ভয়ানক! আমার ইচ্ছা হইতেছে উহাদের সবগুলাকে ধরিয়া নিজের হাতে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইয়া দিই।"

কুট্‌স বলিলেন, "ফাঁসি? হাঁ, ধরিতে পারিলে তাহাদের ফাঁসিই হইবে; দলকে দল এক দিন ফাঁসিকাঠে-ঝুলিবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু টেকা বাদ। সে কে তাহা কি আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন? ইউরোপের কোন স্বাধীন রাজার প্রাণদণ্ড করিলে ইউরোপে আর একটা যুদ্ধ আরম্ভ হইতে পারে; তাহা কাহারও প্রার্থনীয় নহে।"

কুট্‌স বলিলেন, "আবার যুদ্ধ? শুনিলে আতঙ্ক হয়! কৈসারের গুতার জের এখনও সামলাইতে পারি নাই; জর্ম্মানীও ফতুর। টেকা বুঝিয়াছে আমরা

তাহাকে শাস্তি দিতে পারিব না, তাহার গ্রেপ্তার হইবার আশঙ্কা নাই ; এই জন্য সে নানা প্রকারে উপদ্রব অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু যদি আমি কোন কৌশলে একবার তাহাকে ধরিতে পারি, তাহা হইলে রাজা বলিয়া তাহার খাতির করিব না। এই চার-ছনোর দল বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত করিবার জন্য টেকাকে গুলী করিয়া মারিতে আমার হাত কাঁপিবে না।”

এই সময় মিঃ ব্লেক তাঁহার লেবরেটরির বাহিরে আসিলেন, তিনি বলিলেন, “আমার অনুমান মিথ্যা হয় নাই। জেলখানার বিছানার চাদরে যে রক্তবিন্দু দেখিয়াছিলাম, তাহা মানুষের টাট্‌কা রক্ত। চ্যানিংকে হত্যা করিবার জন্য পিচকিরি দ্বারা যখন তাহার দেহে বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছিল, সেই সময় তাহারই শরীরের রক্তবিন্দু বিছানার চাদরে পড়িয়াছিল—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি। স্মিথ, কারুর কর্ম্মজীবনের কোন বিবরণ খুঁজিয়া পাইয়াছ কি ? আমি সংবাদ-পত্র হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম কি না ঠিক স্মরণ নাই।”

স্মিথ বলিল, “হাঁ কর্ত্তা, তাহার মামলার সময় তাহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল ; আমাদের সংগ্রহ-পুস্তকে তাহা লেখা আছে, আমি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি এই দেখুন।”

স্মিথ খাতাখানি মিঃ ব্লেকের সম্মুখে রাখিলে, মিঃ ব্লেক অনুচ্চ স্বরে পাঠ করিলেন—“জন্ম ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। হ্যারো ও কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ করিয়াছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় নৌ-বিভাগে যোগদান করে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে এথেন্সের রাজদূতের নৌ-পারিষদ নিযুক্ত হয়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সারোভিয়া-রাজের নৌ-পারিষদ নিযুক্ত হইয়া রাজধানী ক্রাকভে গমন করে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করে।”

মিঃ ব্লেক অস্ফুট স্বরে বলিলেন, “সারোভিয়া-রাজধানীতে তিন বৎসর বাস করিয়াছিল ; বড় অল্প দিন নহে। চিন্তার বিষয় বটে! কোন সম্বন্ধ নাই, এ কথা কি করিয়া বলি ?”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “ঠিক বটে! কারু যে তিন বৎসর সারোভিয়া-রাজের সংস্রবে কাটাইয়া আসিয়াছিল—এ সংবাদ আমার

জানা ছিল না। টেক্কাই যে সারোভিয়া-রাজ পঞ্চম কার্ল—এ সংবাদ তাহার জানা থাকিলে—"

মিঃ ব্লেক ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "আস্তে বল, কুট্‌স! ও সকল কথা আস্তে বলাই উচিত। চার-দুনো দলের বাহিরের চার পাঁচ জন লোক ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কেহ এ সংবাদ জানে না। টেক্কাই যে সারোভিয়া-রাজ পঞ্চম কার্ল—এ সংবাদ কারুর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, এ কথা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। কারু যে দিন এই সংবাদ জানিতে পারিত, সেই দিনই তাহাকে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইত, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।—এই সংবাদ কারুর জানা থাকিলে, এইরূপ অদ্ভুত উপায়ে তাহাকে মৃত্যু-কবল হইতে উদ্ধার করা হইত না। আমার বিশ্বাস, কারুর প্রাণ-রক্ষা করিবার কোনও গুপ্ত কারণ আছে; সেই কারণটি কি তাহা অনুমান করা আমাদের অসাধ্য। কারুর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে আমি গোপনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব; তবে তাহাতে কোন ফল হইবে কি না জানি না। যাহাকে হত্যা করায় কারুর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল, তাহার মৃতদেহ আজ রাত্রে মাটীর ভিতর হইতে তুলিবার কথা আছে,—সে সময় তোমার সেখানে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন কুট্‌স! তোমারই উপর তাহার পরীক্ষার ভার পড়িয়াছে।—যদি উল্লেখযোগ্য কোন সংবাদ থাকে—অবিলম্বে আমাকে জানাইবে। স্মিথ, হ্যাণ্ডফোর্থ কারাগারে ফোন করিয়া কারুর সংবাদটা জানিয়া লও।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ওভারকোটটি পরিধান করিয়া টুপি মাথায় দিলেন, এবং দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "এখন চলিলাম ব্লেক! রাত্রে যদি কোন নূতন সংবাদ জানিতে পারি তাহা তোমাকে জানাইতে বিলম্ব করিব না।"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বিদায় দান করিয়া পুনর্ব্বার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। প্রভাতে হ্যাণ্ডফোর্থ কারাগারে যে অদ্ভুত কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার রহস্যভেদ করা অসাধ্য বলিয়াই তাঁহার মনে হইল। তিনি কারাগারের কক্ষগুলি পরীক্ষা করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, কেবল তাহার উপর নির্ভর করিয়া হোম-সেক্রেটারীকে ও কারাধ্যক্ষকে যে সকল

কথা বলিয়াছিলেন তাহা অনুমান মাত্র; তাঁহার সেই অনুমান যতই সন্তোষ-জনক হউক, তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করিবার উপায় ছিল না। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিয়াছিলেন, চার-দ্বনো দল কারুর প্রাণরক্ষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া এই কার্য্য করে নাই। কোনরূকে তাহারা হত্যা না করিয়া, এক দিন কোথাও কয়েদ করিয়া রাখিয়া পরে ছাড়িয়া দিতে পারিত, তাহাতে তাহাদের সঙ্কল্প সিদ্ধির ব্যাঘাত হইত না; তথাপি তাহাকে হত্যা করিল। ইহারই বা কারণ কি, তাহাও মিঃ ব্লেক বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। চার-দ্বনো দলের প্রত্যেক কার্য্যই গভীর রহস্যাবৃত।

স্মিথ হ্যাণ্ডফোর্থ কারাগারের ডাক্তারকে টেলিফোনে কারুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। ডাক্তার তাহাকে বলিলেন, কারুর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছে এবং সে ভালই আছে, তবে তাহার মানসিক অবসাদ তখনও দূর হয় নাই।

স্মিথ ডাক্তারকে জানাইল, মিঃ ব্লেক কারুর সঙ্গে একবার দেখা করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন; ডাক্তার ইহাতে আপত্তি না করিলে তিনি হাসপাতালে যাইতে পারেন।

স্মিথের কথা শুনিয়া ডাক্তার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া, যেন কতকটা অনিচ্ছার সহিত বলিলেন, "তিনি কয়েদীর সহিত দেখা করিতে পারেন, ইহাতে আপত্তির বিশেষ কোন কারণ দেখি না; তবে দীর্ঘকাল তাহার সহিত কোন বিষয়ের আলোচনা করা চলিবে না। বিশেষতঃ, তাহার মনে আঘাত লাগিতে পারে—বা যে কথায় তাহার মনে ভয় ক্রোধ বা উত্তেজনার সঞ্চার হয়, এরূপ কোন প্রসঙ্গের আলোচনা না হওয়াই প্রার্থনীয়। কয়েদী যদি কোন কথার উত্তর দিতে অসম্মত হয়, বা কোন প্রশ্ন শুনিয়া নীরব থাকে, তাহা হইলে উত্তর দেওয়ার জন্য তাহাকে পীড়াপীড়ি করা সঙ্গত হইবে না।"

স্মিথ বলিল, "আপনার কোন কথা অসঙ্গত নহে ডাক্তার! মিঃ ব্লেক আপনার মতানুসারেই কাজ করিবেন। তিনি কারুকে বিরক্ত করিবেন না, বা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতেও তাহাকে বাধ্য করিবেন না।"

ডাক্তার কোন্ কথা বলিলেন না। স্মিথ মিঃ ব্লেককে বলিল, "কর্ত্তা; ডাক্তার বলিলেন—কারুর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইয়াছে ; আপনি তাহার সঙ্গে দুই চারিটি কথার আলোচনা করিতে পারেন। আপনি চলুন, আমিই আপনার গাড়ী লইয়া যাইব।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার সুবৃহৎ ও সুদৃঢ় মোটর-কার গ্রে-প্যান্থারকে তাঁহার গৃহদ্বারে আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন, পরে স্মিথের সহিত বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

মিঃ ব্লেকের সোফেয়ার তাঁহার মোটর-কার লইয়া দ্বারের অদূরে অপেক্ষা করিতেছিল; সে মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে দ্বার-প্রান্তে দেখিবামাত্র গাড়ী হইতে নামিয়া আসিল।

মিঃ ব্লেক সদর-দরজা হইতে পথে নামিয়া গাড়ীতে উঠিতে যাইবেন, ঠিক সেই সময় একজন অন্ধ ভিক্ষুক হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে পড়িল ; তিনি তাড়াতাড়ি যাইতেছিলেন, অসতর্কতা বশতঃ ভিক্ষুকের গায়ের উপর পড়িতে পড়িতে মুহূর্ত্তে সামলাইয়া লইলেন, এবং একটু লজ্জিত হইয়া কুন্ঠিত ভাবে বলিলেন, "হঠাৎ আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছ, এই জন্ম তোমাকে একটু ধাক্কা খাইতে হইল ; আশা করি তুমি আহত হও নাই।"

তিনি অন্ধের মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন ময়লা টুপিটা কপাল ঢাকিয়া প্রায় তাহার চোখের উপর নামিয়া আসিয়াছে ; তাহার চক্ষু রঙ্গীন চসমায় আবৃত। তাহার দেহ একটি সুদীর্ঘ কোটে আচ্ছাদিত ; কোটটি জীর্ণ ও বিবর্ণ। তাহার গলায় একখানি পিতলের তক্তি ঝুলিতেছিল ; তাহাতে একখানি কাগজ আঁটা ছিল। সেই কাগজে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা ছিল,

"অন্ধ"

অন্ধের ডান-হাতে একখানি সুদীর্ঘ লাঠি, একটি ক্ষুদ্র টীনের পেয়ালা তাহার কণ্ঠ-সংলগ্ন সূক্ষ্ম রজ্জুতে বুকের উপর ঝুলিতেছিল। মিঃ ব্লেক পকেট হইতে একটি মুদ্রা বাহির করিয়া অবজ্ঞাভরে তাহার সেই পেয়ালার মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।"

অন্ধ করুণ কণ্ঠে বলিল, "ধন্যবাদ মহাশয়! আপনার বড় দয়া, পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

অন্ধ লাঠী ঠক্-ঠক্ করিতে করিতে মিঃ ব্লেকের সম্মুখ হইতে পথের অন্য দিকে প্রস্থান করিল।

মিঃ ব্লেক যে সময় অসতর্কতা বশতঃ অন্ধের দেহের উপর পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইয়াছিলেন, সেই সময় অন্ধের হাতের লাঠীখানি হঠাৎ তাঁহার জুতার উপর পড়িয়াছিল। অন্ধ তাড়াতাড়ি লাঠী সরাইয়া লইয়াছিল। মিঃ ব্লেকের জুতার উপর লাঠীর অগ্রভাগ সজোরে পতিত হওয়ায় তিনি সেই দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন—লাঠীর আগাটা রবার-মোড়া। তথাপি সেই আঘাতে তিনি পায়ের পাতায় ঈষৎ বেদনা অনুভব করিলেন; কিন্তু তাহা গ্রাহ্য না করিয়া আরও কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া গাড়ীর ভিতর উঠিয়া বসিলেন, ক্ষণকাল পরে স্মিথকে বলিলেন, "স্মিথ যত জোরে পার গাড়ী চালাও, দশমিনিটের মধ্যে কারাগারে উপস্থিত হওয়া চাই।"

স্মিথ শকট-চালকের আসনে বসিয়া সুদক্ষ শকট-চালকের ন্যায় গাড়ী চালাইতে লাগিল। দ্রুতগামী কার বস প্রভৃতি তাহার সম্মুখে পড়ায় দ্রুতবেগে ধাবিত হওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইলেও, সে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। স্মিথের সে দিন বড় স্ফূর্ত্তি, কারণ সে দিন মিঃ ব্লেক তাহাকেই গ্রে-প্যান্থার চালাইবার ভার দিয়াছিলেন; এই অনুগ্রহ স্মিথের পক্ষে দুর্লভ ছিল। মিঃ ব্লেক স্বয়ং তাঁহার গাড়ী চালাইতেন, স্মিথ কদাচিত সেই ভার পাইত। স্মিথ মনের আনন্দে শকটাকীর্ণ জনবহুল পথ অতিক্রম করিয়া ব্রিক্সটনের ভিতর দিয়া হ্যাণ্ডফোর্থের অভিমুখে চলিতে লাগিল। সে সঙ্কল্প করিয়াছিল—দশ মিনিটের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবে।

মিঃ ব্লেক তাঁহার পাইপটি মুখে গুঁজিয়া নিস্তব্ধ ভাবে গাড়ীর ভিতর বসিয়া ছিলেন। তাঁহার মন তখন চিন্তাজালে সমাচ্ছন্ন; কি উপায়ে তিনি সেই দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করিবেন, অন্ধকারের ভিতর কোন্ দিকে আলোকের ক্ষীণ শিখা

দেখিতে পাইবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। বিভিন্ন চিন্তার তরঙ্গা-ঘাতে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইতেছিল, বাহিরের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না।

এদিকে তিনি যে অন্ধ ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিয়াছিলেন, সে তখনও বেকার ষ্ট্রীট ত্যাগ করে নাই; সে পথের এক পাশে দাঁড়াইয়া, তাঁহার প্রদত্ত মুদ্রাটি তাহার ভিক্ষাপাত্র হইতে তুলিয়া লইল, এবং তাহা চক্ষুর সম্মুখে উচু করিয়া ধরিয়া মনেব আনন্দে বলিল, "গোয়েন্দা বেটা আমাকে ভিক্ষা দিয়া গেল! আমি তাহার হত্যার ব্যবস্থা করিলাম, ইহা তাহারই পুরস্কার! কি মজা! আর ব্লেককে গোয়েন্দাগিরি করিতে হইবে না; গাড়ী হইতে নামিয়া জেলখানায় প্রবেশ করিবে? —না, ততখানি বিলম্ব সহিবে না, তাহার পূর্ব্বেই কায়েম-মোকামে পৌঁছিতে পারিবে! এত সহজে শত্রু-নিপাত করিতে পারিব—ইহা আশা করি নাই। সকল কথা শুনিলে টেকা ভারি খুসী হইবেন। আমি যে ভার লইয়াছিলাম, তাহা নির্ব্বিঘ্নে শেষ করিয়াছি। এত দিনে আমরা নিশ্চিন্ত, নিরাপদ।—আজ আমার অন্ধ ভিক্ষুকের ছদ্মবেশ-ধারণ সার্থক হইয়াছে। ব্লেক কিছুই বুঝিতে পারে নাই, বিন্দুমাত্র সন্দেহ তাহার মনে স্থান পায় নাই।"

দশ মিনিটের মধ্যেই স্মিথ হ্যাণ্ডফোর্থ কারাগারের ভীষণদর্শন সুবৃহৎ লৌহ-দ্বারের সম্মুখে আসিয়া গাড়ী থামাইল। কারাগারের এক জন প্রহরী বন্দুক ঘাড়ে লইয়া রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। মিঃ ব্লেকের শকট দেউড়ীর সম্মুখে থামিতে দেখিয়া সে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া কৌতূহলভরে গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল। স্মিথ তৎক্ষণাৎ মাথা বাড়াইয়া দেউড়ীর দ্বার খুলিয়া দেওয়ার জন্য তাহাকে ইঙ্গিত করিল।

প্রহরী স্মিথকে সেই দিন প্রভাতেই মিঃ ব্লেকের সঙ্গে জেলখানায় প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল; সুতরাং তাহাকে চিনিতে পারিয়া অবিলম্বে কারাদ্বার খুলিয়া দিল। স্মিথ গাড়ী লইয়া কারাপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল, এবং কারাধ্যক্ষের বাসকক্ষের সম্মুখে আসিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। তাহার পর সে গাড়ীর দরজা খুলিয়া বলিল, "কর্ত্তা, আমরা জেলের ভিতর আসিয়া পৌঁছিয়াছি,

হাঁ, ঠিক দশ মিনিটেই আসিয়াছি। ও কি! আপনি গাড়ী হইতে নামিতেছেন না কেন?—এত কি চিন্তা করিতেছেন যে, আপনার বাহ্যজ্ঞান—,”

স্মিথের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল! সে গাড়ীর ভিতর মাথা বাড়াইয়া যাহা দেখিল—তাহাতেই তাহার বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হইল! তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল।—সে দেখিল মিঃ ব্লেক গাড়ীর ভিতর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন! তাঁহার উভয় হস্ত দুই দিকে প্রসারিত, দেহ নিস্পন্দ, চেতনা বিলুপ্ত!

স্মিথ তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, এবং বিকৃত স্বরে বলিল, “কর্ত্তা! কর্ত্তা! আপনার কি হইয়াছে? আপনি ওভাবে পড়িয়া আছেন কেন?”—সে তৎক্ষণাৎ গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া উভয় হস্তে মিঃ ব্লেকের অসাড় দেহ টানিয়া তুলিল। সে তাঁহার চক্ষুর দিকে চাহিয়া দেখিল—চক্ষু স্পন্দনরহিত, সে দৃষ্টি যেন মৃত ব্যক্তির দৃষ্টি! মিঃ ব্লেকের ঘাড় ভাঙ্গিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল।

স্মিথ তাড়াতাড়ি তাঁহার মস্তক নিজের কাঁধের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার অদূরবর্ত্তী ওয়ার্ডারকে বলিল, “শীঘ্র এখানে আসিয়া মিঃ ব্লেককে ধর, ইঁহাকে আমি একা গাড়ী হইতে নামাইতে পারিতেছি না। ইঁহাকে নামাইয়া দিয়া ডাক্তারকে ডাকিয়া আন। এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিও না। মিঃ ব্লেক অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন, না আর কিছু—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না!”

স্মিথ ওয়ার্ডারের সাহায্যে মিঃ ব্লেককে গাড়ী হইতে নীচে নামাইয়া লইল। তাহার পর তাঁহার গলার কলার ও বোতাম খুলিয়া দিল, এবং তাঁহার পকেট হইতে ব্র্যাণ্ডির ‘ফ্লাস্ক’ (যাহা সর্ব্বদা তাঁহার পকেটেই থাকিত) বাহির করিয়া লইয়া, তাঁহার দাঁতের ভিতর দিয়া খানিক ব্র্যাণ্ডি গলায় ঢালিয়া দিল; কিন্তু তাহা তাঁহার উদরস্থ হইল না, দুই কশ বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। তাঁহার মুখভাবের পরিবর্ত্তন হইল না, চক্ষুর পাতাও কাঁপিল না। তাঁহার দৃষ্টিহীন নেত্র স্মিথের মুখের উপর স্থাপিত রহিল।

স্মিথের সর্ব্বাঙ্গ তখন ভয়ে কাঁপিতেছিল। সে কম্পিত-হস্তে মিঃ ব্লেকের বক্ষ-

স্থল স্পর্শ করিল। তাঁহার দেহ তখনও উত্তপ্ত ছিল; কিন্তু বক্ষের স্পন্দন রহিত হইয়াছিল। স্মিথ তাঁহার নাসিকায় হাত দিল, শ্বাস-প্রশ্বাসও বন্ধ হইয়াছিল। স্মিথ মিঃ ব্লেকের পাশে জানু পাতিয়া বসিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বিহ্বল স্বরে বলিল, "কর্ত্তা! কর্ত্তা! আপনার কি হইল?—কথা বলুন। আমি স্মিথ, আপনাকে ডাকিতেছি। আপনি কথা কহিতেছেন না কেন?—তবে কি আপনাকে হারাই-লাম? আমাকে কাহার কাছে রাখিয়া কোথায় চলিলেন কর্ত্তা!"—শোকে দুঃখে স্মিথের কণ্ঠরোধ হইল। তাহার বিশ্বাস হইল, মিঃ ব্লেক হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ন্যায় সুস্থ সবল ব্যক্তির এরূপ আকস্মিক মৃত্যুর কি কারণ থাকিতে পারে? সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হতাশভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু চোখের জলে সমস্তই ঝাপ্‌সা দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ তাহার পশ্চাৎ হইতে কে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে এ কি ব্যাপার?"

স্মিথ মুখ ফিরাইয়া জেলখানার ডাক্তারকে দেখিতে পাইল। ওয়ার্ডারের নিকট দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়াই ডাক্তার সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

স্মিথ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া-দাঁড়াইয়া, ডাক্তারের মুখের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "ইনি আমাদের কর্ত্তা মিঃ রবার্ট ব্লেক। হঠাৎ উঁহার মৃত্যু হইল না কি? আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! টেলিফোনে আপনার সম্মতি জানিতে পারিয়া উনি কয়েদী কারুর সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছিলেন। এখানে গাড়ী থামাইয়া দেখি—" স্মিথ আর কোন কথা বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

ডাক্তারও আর কোন কথা শুনিতে চাহিলেন না। তিনি ডাক্তার, মনুষ্যের সুখ দুঃখে চির উদাসীন, কত লোক তাঁহার সম্মুখে নিত্য প্রাণত্যাগ করিতেছে; তিনি গম্ভীর ভাবে মিঃ ব্লেকের অসাড় দেহের পাশে বসিয়া-পড়িলেন, এবং 'ষ্টেথিস্‌কোপ' বাহির করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে স্থাপন করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে ডাক্তারের মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিল; স্মিথ রুদ্ধ-নিশ্বাসে বিবর্ণ মুখে ও বিস্ফারিত নেত্রে ডাক্তারের মুখে চাহিয়া রহিল। মিঃ ব্লেক পিতৃমাতৃহীন

নিরাশ্রয় ; মিঃ ব্লেক তাহাকে শৈশবকাল হইতে পরম যত্নে প্রতিপালিত করিয়াছেন। তিনি তাহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন, তাঁহার স্নেহে ও যত্নে স্মিথ কোন দিন পিতা মাতার অভাব বুঝিতে পারে নাই। মিঃ ব্লেক ভিন্ন পৃথিবীতে স্মিথের আপনার বলিতে আর কেহ ছিল না ; তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কতবার স্মিথকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। মিঃ ব্লেকের নিস্পন্দ দেহের দিকে চাহিয়া কত কথাই একে একে স্মিথের মনে পড়িল! ডাক্তার মিঃ ব্লেকের দেহ পরীক্ষা করিয়া না জানি কি লোমাঞ্চকর কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিবেন ভাবিয়া সে আতঙ্কে অভিভূত হইল। এক মিনিট তাহার এক যুগ দীর্ঘ মনে হইতে লাগিল।

কিন্তু ডাক্তারের পরীক্ষা শেষ হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। ডাক্তার ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ষ্টেথিস্কোপটা পকেটে ফেলিলেন। তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কি আর বলিব বাপু! মিঃ ব্লেক বোধ হয় তোমাদের ত্যাগ করিলেন। তাঁহার বুকের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে।" (his heart has ceased to beat.)

ডাক্তারের কথা শুনিয়া স্মিথ আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না ; সে হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, আকুল ভাবে বলিল, "কর্ত্তা মারা গিয়াছেন? হায়, হায়, কি সর্ব্বনাশ হইল! উঃ, আমার বুক যে ফাটিয়া যাইতেছে। ডাক্তার! আপনি কর্ত্তাকে বাঁচাইয়া দিন, আপনি চেষ্টা করিলে এখনও উঁহার প্রাণরক্ষা হইতে পারে। একবার চেষ্টা করিয়া দেখুন ডাক্তার! একবার শেষ চেষ্টা করুন। আপনি যাহা চাহিবেন, যত টাকা চাহিবেন—আপনাকে দিব। আমাদের সর্ব্বস্ব লইয়া উঁহার প্রাণরক্ষা করুন। আমার যে আর কেহ নাই, আমি বড় দুঃখী ; উনিই আমার মা বাপ, ভাই বন্ধু সব।"

মিঃ ব্লেকের ধরা-লুণ্ঠিত অসাড় দেহের চতুর্দ্দিকে তখন অনেক লোক সমবেত হইয়াছিল। জেলখানার কর্ম্মচারীবর্গ ওয়ার্ডারেরা চারি দিকে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া স্মিথের সেই হৃদয়ভেদী হাহাকার শুনিতেছিল। সেই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সকলেরই হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু স্মিথকে সান্ত্বনা দানের জন্য কাহারও মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না। ডাক্তার সহানুভূতিভরে ব্যথিত দৃষ্টিতে

স্মিথের অশ্রুপ্লাবিত মুখের দিকে চাহিলেন ; তাহার পর তিনি ওয়ার্ডারদের ইঙ্গিত করিবামাত্র দুইজন ওয়ার্ডার দ্রুতবেগে জেলের হাসপাতালে চলিয়া গেল, এবং তাড়াতাড়ি একখানি খোলা ডুলি (a stretcher) লইয়া আসিল।

ওয়ার্ডারদ্বয় মিঃ ব্লেককে নিঃশব্দে সেই ডুলিতে তুলিয়া-লইয়া হাসপাতাল অভিমুখে ধাবিত হইল। স্মিথ তাহাদের অনুসরণ করিল; কিন্তু তখন তাহার সোজা হইয়া চলিবার শক্তি ছিল না, সে মাতালের মত টলিতে টলিতে চলিল। অশ্রু-প্রবাহে তাহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইল। মৃত্যুর অশ্রান্ত গম্ভীর কল্লোল যেন পুনঃ পুনঃ তাহার কর্ণমূলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল, এখন আর বৃথা চেষ্টা ; সব শেষ হইয়াছে !

সত্যই কি শত যুদ্ধের বীর, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ, অদ্ভুতকর্ম্মা, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ, বিপন্নের আশ্রয়, দরিদ্রের বান্ধব, বন্ধুবৎসল, পূতচরিত মিঃ রবার্ট ব্লেক সঙ্কট-সঙ্কুল কর্ত্তব্যের আহ্বানে হাণ্ডফোর্থ কারাগারের হাসপাতালে আসিতে আসিতে, তাঁহার জীবনের সকল কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া পথিমধ্যে হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন ?

ডাক্তারের আদেশে হাসপাতালের একটি নিভৃত কক্ষে একখানি স্ফটিক-নির্ম্মিত টেবিলের উপর মিঃ ব্লেকের দেহ সংরক্ষিত হইল। স্মিথ হতাশ ভাবে সেই দেহের পাশে বসিয়া রহিল। ডাক্তার তাড়াতাড়ি হাসপাতালের লেবরেটারিতে প্রবেশ করিয়া ইন্‌জেক্‌সনের ঔষধপূর্ণ নল, সূচিমুখ পিচকিরি প্রভৃতি দ্রব্যাদি আনিয়া অবিলম্বে শেষ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইবে, ইহা তিনি আশা করিতে পারিলেন না।

ষষ্ঠ প্রবাহ

সারোভিয়া-রাজধানীর নাচের মজলিসে

মিঃ জুলিয়স জোন্‌স 'ডেলি রেডিও' নামক সংবাদ-পত্রের অন্যতম সম্পাদক। সেই দিন প্রভাতে হ্যাণ্ডফোর্থ কারাগারে যে ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ মিঃ পেজই তাঁহাকে লিখিয়া দিয়াছিলেন, এবং মিঃ জোন্‌স সেই দিনের সান্ধ্য দৈনিকে তাহা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সেই অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ ঘটনার সংবাদ পাঠ করিয়া লণ্ডনের প্রত্যেক পল্লীতে কিরূপ আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারিবেন। তাঁহারা 'টাউনের' জন্য লক্ষাধিক কাগজ ছাপাইয়াও কুলাইয়া উঠিতে পারেন নাই! এই সাফল্যে মিঃ জোন্‌সের আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি ফ্লীট ষ্ট্রীটের 'রেডিও'-আফিসে তাঁহার খাস-কামরায় বসিয়া কাগজখানি পুনর্ব্বার আগ্রহ ভরে পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে ডেক্সের উপর দোয়াত কলম, এবং এক পেয়ালা চা। কিন্তু মিঃ জোন্স কাগজ পড়িতে পড়িতে এতই তন্ময় হইয়াছিলেন যে, চায়ের পেয়ালার পরিবর্ত্তে কালীর দোয়াতটা তুলিয়া মুখের কাছে ধরিলেন। দোয়াতের কালীতে তাঁহার অধরোষ্ঠ মসিলাঞ্ছিত হইল; তথাপি তাঁহার হুঁস নাই!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মিঃ জোন্‌সের বন্ধু ও অন্যতম সহযোগী মিঃ পেজ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন; তিনি মিঃ জোন্‌সকে কালীর দোয়াত মুখে তুলিতে দেখিয়া হা-হা হো-হো শব্দে গগনভেদী চিৎকার আরম্ভ করিলেন। হাসিতে হাসিতে দম বন্ধ হইয়া তিনি মারা যান আর কি!

তাঁহাকে এই ভাবে হাসিতে দেখিয়া মিঃ জোন্‌স দোয়াতটা ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে সরাইয়া লইয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি? ষাঁড়ের মত চিৎকার করিতেছ কেন? এত স্ফূর্ত্তির কি কারণ ঘটিল?"

মিঃ পেজ হাস্য সংবরণ করিয়া বলিলেন, "একজন চিন্তাশীল দার্শনিক এক দিন

সন্ধ্যার পর বেড়াইয়া আসিয়া তাঁহার লাঠী বিছানায় রাখিয়া, ঘরের কোণে সারা রাত্রি দাঁড়াইয়া ছিলেন, নিজেকেই লাঠী মনে করিয়াছিলেন! মানুষের এরূপ আত্ম-বিস্মৃতি হয়—ইহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই; কিন্তু সে কথা আজ আর অবিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। কারণ আজ একজন চিন্তাশীল প্রবীন সম্পাদক চায়ের পেয়ালা ভাবিয়া কালীর দোয়াত মুখে তুলিয়া তাহাতে চুমুক দিতে উদ্যত!—এমন মজার "খেয়াল দেখে হাসি চেপে রাখ্‌তে পারে কোন্—"

মিঃ জোন্‌স ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি দোয়াতটি ডেস্কের উপর নামাইয়া রাখিলেন, এবং রুমালে কালিমাখা মুখ মুছিয়া চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইলেন; তাহার পর লজ্জিত ভাবে বলিলেন, "ভারি ব্যস্ত ছিলাম হে! কোন্‌টা কি, তাকাইয়া দেখি নাই।—হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছ, ভালই হইয়াছে; এখন কাজের কথা বল। তোমার সেই ফাঁসির গল্প আর দুই এক দিন চালাইতে পারিবে না? বেড়ে মজার কেচ্ছা লিখিয়াছ! লোকে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া গল্পটা গিলিতেছে; কোথায় লাগে তোমার আলিবাবার 'চিচিং-ফাঁক!' উইলিসের কাছে সেই বধ্যমঞ্চের একখানি 'ফটো' লইতে পারিবে না? হিউগো চ্যানিং যখন বধ্যমঞ্চে ঝুলিতেছিল, সেই সময় যদি তাহার একখান ফটো লইতে পারিতে, তাহা হইলে সোনায় সোহাগা হইত। জল্লাদ উইলিসের ফটো আমরা পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়াছিলাম।—আর এক কথা; আজ রাত্রেই গোর হইতে মড়াটা তুলিবার কথা ত? কোনরের মৃতদেহ কোথায়? তাহার একটা ফটো চাই, আর চ্যানিংএর শবব্যবচ্ছেদের সময়—"

মিঃ পেজ বাধা দিয়া বলিলেন, "থাম হে জুলি! তুমি মানুষ না পিশাচ? নরক ঘাঁটিতে তোমার যত আগ্রহ, আমার তত আগ্রহ নাই। শকুনের মত কেবল পচা মড়ার সন্ধান লইয়া ফিরিতেছ; তাহা পাইলে তোমার আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সীমা থাকে না!"

জুলিয়স জোন্‌স ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সাধু পুরুষ! তুমি নিজের হাতে আমার মুখের কাছে মদের গেলাস তুলিয়া ধরিয়া এখন আমাকে মাতাল বলিয়া ঠাট্টা করিতেছ! আজ যে বিস্ময়কর বিচিত্র কাহিনীটি কাগজের জন্য লিখিয়া দিয়াছ, তাহার উপসংহারটুকু পাঠের আশায় বসিয়া নাই—এমন লোক পাঠকদের

মধ্যে একটিও দেখাইতে পার ? নেশা জমাইয়া তুলিয়াছ, এখন বোতল লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলে কি তোমাকে ছাড়িয়া দিব ?—তুমি যাহা আরম্ভ করিয়াছ তাহা তোমাকে শেষ করিতেই হইবে। বিশেষতঃ, তোমার মত ও রকম মন-মাতানো ভাষায় ও রকম করিয়া গুছাইয়া লিখিতে পারে—এমন একজন লেখকের নাম বলিতে পার ? তোমার লিখিবার ভঙ্গিটিও যে অতি চমৎকার—ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারে ?”

পৃথিবীতে এমন লেখক কে আছে—নিজের লেখার ঢালাও প্রশংসা শুনিয়া যাহার মন গলিয়া না যায় ? বিশেষতঃ, মিঃ পেজ তাঁহার সম্পাদক বন্ধুকে যাহাই বলুন—এই সকল লোমাঞ্চকর রহস্যজনক সংবাদ সংগ্রহ করা তিনি শ্লাঘার বিষয় মনে করিতেন ; এ বিষয়ে তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে—এরূপ লোক লণ্ডনের সংবাদ-পত্র মহলে একজনও ছিল না তাহা তিনি জানিতেন। তিনি তাঁহার হাতে-বাঁধা ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন তখন সন্ধ্যা ছয়টা। রাত্রি দশটার সময় 'ওয়েন্‌ডল গ্রীণের সমাধিক্ষেত্র হইতে পূর্ব্বোক্ত মৃতদেহ উত্তোলনের আদেশ হইয়াছিল। সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সকল বিবরণ সংগ্রহ করা যতই অপ্রীতিকর কাজ হউক, সংবাদ-পত্রের রিপোর্টারের তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং মিঃ পেজ এই কর্ত্তব্য পালনে ক্রটি করিবেন—এরূপ লোক ছিলেন না।

মিঃ পেজ বলিলেন, “আজ কি পরিশ্রমটাই করিতে হইয়াছে ? সারাদিন একটু বিশ্রাম পাই নাই ; আবার রাত্রি দশটার-সময় 'ওয়েন্‌ডল গ্রীণের শ্মশানে হাজির থাকিতে হইবে। শেষে ভূতের হাতে প্রাণটা না যায়। যাহারা রাত্রি-কালে ঘরের ভিতর কড়ি-কাঠে ভূতের ফাঁসি দেখাইতে পারে, জেলখানার বধ্য-মঞ্চে মরা মানুষকে ফাঁসিতে লট্‌কাইয়া সকলের অলক্ষ্যে অন্তর্দ্ধান করিতে পারে, তাহারা চেষ্টা করিলে রাত্রি দশটার সময় শ্মশান-ক্ষেত্রে ভূতের খেলা দেখাইতে পারিবে না—ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করি ? যাহা হউক, আমি রোমানোর রেস্তঁরাঁয় খাইতে যাইব। দরকার হইলে সেইখানেই টেলিফোনে আমাকে সংবাদ দিও।”

মিঃ জুলিয়স জোন্‌সের খাস-কামরায় টেলিফোন ছিল, তাহা হঠাৎ ঝন্‌-ঝন্‌

শব্দে বাজিয়া উঠিল। মিঃ পেজকে গমনোদ্যত দেখিয়া তিনি তাঁহাকে অপেক্ষা করিবার ইঙ্গিত করিলেন, তাহার পর টেলিফোনের রিসিভারটা তুলিয়া লইলেন।

মিঃ পেজ একখানি চেয়ারে বসিয়া মিঃ জোন্‌সের কথাগুলি শুনিতে লাগিলেন। যিঁনি টেলিফোনে কথা বলিতেছিলেন—মিঃ পেজ তাঁহার কথাগুলি শুনিতে না পাইলেও, মিঃ জোন্‌স যাহা বলিলেন, তাহা শুনিতে পাইলেন।

মিঃ জোন্‌স বলিলেন, "কি বলিলেন ? মারা গিয়াছেন ? আজ বৈকালে মারা গিয়াছেন ? হঠাৎ 'হার্টফেল' করিয়া মরিয়াছেন ? উঃ, কি শোচনীয় সংবাদ ! এই দুঃসংবাদ যে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না ! বড়ই দুঃখের বিষয়। কি বিভ্রাটের কথা ! এ ক্ষতি কেবল আমাদের দেশের নহে, সমগ্র সভ্য জগতের ক্ষতি। তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণকে আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানাইবেন। অধিক আর কি বলিব ? হাঁ, খুব ভাল করিয়াই লিখিতে হইবে। কি করিব বলুন, বড়ই অপ্রীতিকর দায়িত্ব।"

মিঃ পেজ এতগুলি কথা শুনিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি তাহা বুঝিতে পারিলেন না ; তথাপি কি একটা অজ্ঞাত ভয়ে তাহার হৃদয় অভিভূত হইল। তিনি আড়ষ্ট-প্রায় হইয়া বসিয়া রহিলেন ; কিন্তু সকল কথা শুনিবার জন্য তাঁহার মন ছট্-ফট্ করিতে লাগিল।

মিঃ জুলিয়স জোন্‌স টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া-রাখিয়া মিঃ পেজের সম্মুখে আসিলেন, এবং অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "পেজ, একটা ভীষণ দুঃসংবাদ শুনিবার জন্য প্রস্তুত হও। তোমার হিতৈষী বন্ধু মিঃ রবার্ট ব্লেক প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে হ্যাণ্ডফোর্থ কারাগারের প্রাঙ্গণে হঠাৎ মারা গিয়াছেন। হার্ট-ফেল করিয়া মৃত্যু হইয়াছে ; মৃত্যুটা সম্পূর্ণ আকস্মিক। তিনি না কি আজ সকালের সেই ফাঁসির আসামী ফিলিপ কারুর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তাঁহার নিজের মোটর-কারে জেলখানার হাসপাতালে যাইতেছিলেন। গাড়ী কারাগারের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই গাড়ীর মধ্যেই তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বড়ই শোচনীয় মৃত্যু ! তুমি ত একজন বড় মুরুব্বি ও বন্ধু হারাইলেই, আমাদের দেশের যে কি ক্ষতি হইল তাহা চিন্তা করিলেও হৃদয় অবসন্ন হইয়া উঠে ! বৃটীশ

সাম্রাজ্যের গৌরবের একটি নিদর্শন আজ বিলুপ্ত হইল। এ ক্ষতি কখন পূরণ হইবে না।"

মিঃ জোন্‌সের এই বক্তৃতা মিঃ পেজের কর্ণে প্রবেশ করিল না। তাঁহার সমস্ত চিন্তা তখন যেন বাষ্পাকার ধারণ করিয়াছিল, তিনি দুই তিন মিনিট নির্ব্বাক ভাবে বসিয়া রহিলেন; তাহার পর হতাশভাবে মিঃ জোন্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি বলিলে কি জোন্‌স? এ যে অতি ভয়ানক কথা! ব্লেক মারা গিয়াছেন! না, না, ও কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কেহ তোমার সঙ্গে পরিহাস করিল না কি? কিন্তু এ কি পরিহাসের বিষয়? আমি যে আহারের পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া বাসায় গিয়াছি!"

মিঃ জোন্‌স বলিলেন, "কিন্তু হার্টফেল করিয়া মরিতে ত অধিক সময় লাগে না। এ সংবাদ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার উপায় নাই পেজ! হ্যাণ্ডফোর্থ কারাগারের প্রধান ডাক্তার প্রাইস্ টেলিফোনে আমাকে এই সংবাদ দিলেন; তাঁহার কথা কি করিয়া অবিশ্বাস করি বল। মিঃ ব্লেকের মৃত-দেহ কারাধ্যক্ষের গৃহ-প্রাঙ্গণে যখন তাঁহার কার হইতে নামাইয়া লওয়া হয়—তখন তাঁহার সহকারী স্মিথই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার মৃত্যুর কথা জানিতে পারে। স্মিথই তাঁহার গাড়ী চালাইয়া আসিয়াছিল। ডাক্তার প্রাইস্ তখন জেলের হাসপাতালে ছিলেন, স্মিথ ওয়ার্ডারদের দিয়া তাঁহার কাছে সংবাদ পাঠাইলে তিনি দৌড়িয়া আসিয়া দেখিতে পান—সব শেষ হইয়া গিয়াছে!—এ সকল কথা কি মিথ্যা হইতে পারে?—যাহা হউক, তুমি অবিলম্বে স্মিথের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা কর। আহা, সে বেচারা নিরাশ্রয় হইল! মিঃ ব্লেক তাহাকে ছেলের মত প্রতিপালন করিতেছিলেন। স্মিথও তাঁহাকে পিতার মত ভক্তি করিত। বড়ই দুঃখের বিষয় পেজ!"

মিঃ পেজ এই দুঃসংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া কয়েক মিনিট স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন; তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। মিঃ ব্লেক তাঁহার বহু দিনের বন্ধু, তাঁহারা উভয়ে একত্র বহু দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কত বিপদে পরস্পরকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মিঃ ব্লেকের নিকট তিনি কত বার কত

উপদেশ পাইয়া উপকৃত হইয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক একাধিকবার তাঁহার প্রাণ-রক্ষা করিয়াছিলেন। সে দিন কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেও মিঃ ব্লেকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ; আর সন্ধ্যা না হইতেই তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ শুনিতে হইল !—মিঃ পেজ উঠিয়া স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

মিঃ জোন্স হঠাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "শোন পেজ, কাল সকালে ব্লেকের সম্বন্ধে তোমার কাছে একটি ভাল প্রবন্ধ চাই ; ব্লেকের জীবনের অনেক ঘটনার কথা তুমি জান, তিনি তোমার বন্ধু ছিলেন ; তুমি যেমন লিখিতে পারিবে আর কেহ তেমন পারিবে না। প্রবন্ধটি তুমি হৃদয়-ঢালিয়া লিখিবে। প্রবন্ধটির নাম দিবে—"স্বর্গীয় রবার্ট ব্লেক সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা।"

মিঃ পেজ রাগ করিয়া বলিলেন, "তোমার না আছে আক্কেল, না আছে চক্ষু-লজ্জা। ও সকল বালাই থাকিলে আমার মনের শোচনীয় অবস্থা বুঝিতে পারিয়াও কি আমাকে এ রকম অনুরোধ করিতে ? যাহারা নূতন সংবাদ সংগ্রহের আশায় বাপের গলায় ছুরী চালাইতে লজ্জিত হয় না, তুমি সেই দলের সম্পাদক !"

মিঃ পেজ তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইলেন।

* * * * *

পাঠক-পাঠিকাগণকে এই বার লণ্ডন হইতে বহুদূরবর্ত্তী সারোভিয়া-রাজধানী ক্রাকভ নগরে উপস্থিত হইতে হইবে। আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি সে দিন মধ্য রাত্রে তাঁহারা ক্রাকভের লোরেঞ্জো নামক সুপ্রসিদ্ধ কাফেতে উপস্থিত হইলে সেখানে যে দৃশ্য দেখিতে পাইতেন এখানে তাহারই বিবরণ লিখিত হইল।

কাফের সুপ্রশস্ত কক্ষগুলি তখন উজ্জ্বল আলোক-মালায় সমুদ্ভাসিত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলাকার ল্যাম্পগুলি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে কড়ি-কাঠ হইতে ঝুলিতেছিল। তাহাদের নীচে উৎসবমত্ত নগরবাসীগণ দলে দলে সমাগত।—প্রকাণ্ড হল-ঘরে 'সিগানি ব্যাণ্ডে' একটি সুমধুর হঙ্গেরিয়ান গৎ বাজিতেছিল। নাচের মজলিসটিও জনপূর্ণ। রাজভক্ত নগরবাসীগণ সেই রাত্রে সারোভিয়া-রাজ পঞ্চম কার্লের সিংহাসনাধিরোহণের ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছিল। কাফে লোরেঞ্জোতে এই নৈশ উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল।

. নাচের মজলিসে রূপবতী রমণীগণ নানাবিধ সুদৃশ্য ও উজ্জ্বল পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সামরিক কর্ম্মচারীগণের ভুজ-বন্ধনে আবদ্ধ। তাহারা তখন নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিল। কোথাও কোন স্প্যানিস্ সিনোরিটা কোন লোহিত পরিচ্ছদধারী রূপবান মেফিষ্টোর নিবিড় আলিঙ্গন-পাশে বন্দী হইয়া মহা উৎসাহে নৃত্য করিতেছিল; সেই স্পানিস্ সুন্দরীর মুখের বর্ণ পুরাতন গজদন্তের বর্ণের ন্যায় পীতাভ; তাহার অধরোষ্ঠ সুপক্ক চেরীর ন্যায় লোহিতাভ, এবং তাহার কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুতারকা হইতে যেন মাদকতাপূর্ণ লালসার চঞ্চল জ্যোতি ক্ষরিত হইতেছিল। কোথাও কোন যুবক অষ্টাদশ শতাব্দীর মোগল রাজ-পারিষদের বেশে অর্দ্ধাব-গুণ্ঠনধারিণী হারেমবাসিনী বেগমের বেশধারিণী তরুণীকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া নানাভঙ্গিতে নৃত্য করিতেছিল, অবগুণ্ঠনের প্রান্ত হইতে সেই তরুণীর স্বেদসিক্ত মুখকমলের অপরূপ শোভা লক্ষিত হইতেছিল। কেহ পুরোহিত, কেহ ক্লিওপেট্রা, কেহ রাখাল বালক, কেহ ভাঁড়, কেহ বা কাউন্টেসের বেশ ধারণ করিয়া সেই নৃত্য-সভায় যোগদান করিয়াছিল। মহাসম্ভ্রান্ত হইতে সাধারণ গৃহস্থ, এমন কি, দস্যু তস্কর পর্য্যন্ত নৃত্যানন্দে যোগদান করিতে আসিয়াছিল।

সেই রাত্রে ক্রাকভের নরনারীগণের নয়নে নিদ্রা ছিল না, সমগ্র নগর যেন সেখানে ভাঙ্গিয়া আসিয়াছিল। নগরের সর্ব্ব শ্রেণীর অধিবাসীবর্গের সেখানে সমবেত হইবার আরও একটি প্রধান কারণ এই যে, নগর-মধ্যে জনরব প্রচারিত হইয়াছিল—যাঁহার সিংহাসনাধিরোহণের দিনটিকে সম্মানিত করিবার জন্য জন-সাধারণের এই উৎসবের আয়োজন—সেই রাজা পঞ্চম কার্ল সেই রাত্রে ছদ্মবেশে আসিয়া সাধারণের সহিত উৎসবে যোগদান করিবেন, এবং রাজভক্ত প্রজাপুঞ্জের সহিত মিশিয়া আনন্দ প্রকাশ করিবেন। এই জনরবের মূল কেহ আবিষ্কার করিতে না পারিলেও রাজধানীর সর্ব্বশ্রেণীর অধিবাসী এই জনরব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। কারণ রাজা কিরূপ আমোদপ্রিয়, খামখেয়ালী ও রাজকীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাহীন তাহা সকলেই জানিত। রাজকার্য্যে তাঁহার অবহেলা-নিবন্ধন যে সকল প্রজার অধিকাংশ বিরক্ত ও বিদ্রোহোন্মুখ হইয়াছিল, তাহাদেরই একদল তাঁহার সিংহাসনাধিরোহণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য উৎসবের

আয়োজন করিয়াছে—তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক বলিয়া অনেকের বিশ্বাস হইয়াছিল। রাজার সহিত মিশিয়া আমোদ-প্রমোদ করিবার জন্য অনেকেরই প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল। রাজার প্রতি যাহাদের শ্রদ্ধাভক্তি ছিল না, তাহারাও কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সেখানে সমাগত হইয়াছিল।

এই নাচের মজলিসের চারি দিকে উচ্চ বেদী। সেই বেদীর উপর বহুসংখ্যক অতিথি নৈশ-ভোজন আরম্ভ করিয়াছিল। নানা দেশের নানা শ্রেণীর লোক একত্র বসিয়া ভোজন করিতেছিল। ধনাঢ্য আমেরিকান পর্য্যটক, ভবঘুরে ইংরাজ, সম্ভ্রান্তবংশীয় রুসিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোক সেখানে বিরাজিত। এতদ্ভিন্ন তুর্কী, ফরাসী, সারোভিয়ার অভিজাতবর্গ দলে দলে উৎসব-ভবনে সমাগত হইয়াছিলেন। ক্রমে সিগানী ব্যাণ্ডের বাদ্য নীরব হইল, পর্দ্দা অপসারিত হইল, এবং নিগ্রো 'যাজ' ব্যাণ্ডের (negro Jazz band) বাদ্য আরম্ভ হইল। এই ব্যাণ্ডে আট্‌লাণ্টিক-পারের একটি গৎ বাজিবার সময় তাহার সহিত বোতলের কর্ক খুলিবার শব্দ ও স্যাম্পেন-গ্ল্যাসগুলির ঠুং ঠাং শব্দ একত্র মিলিয়া এক বিচিত্র মিশ্র ঝঙ্কার উৎপাদন করিতে লাগিল।

নাচের মজলিসের এক প্রান্তে বারান্দার এক কোণে একজন দীর্ঘদেহ বলবান লোক বসিয়াছিলেন; লোকটি আকার পালওয়ানের মত হইলেও তাঁহার মুখে কোমলতার অভাব ছিল না, চক্ষু দুটি নীল, প্রশস্ত ললাট, মুখে দৃঢ়তার চিহ্ন পরিস্ফুট।

ভদ্রলোকটি হঠাৎ পশ্চাতে চাহিয়া বলিলেন, "বেয়ারা, হুইস্কি-সোডা।"

সুবেশধারী আর্দ্দালী অবিলম্বে তাঁহার আদেশ পালন করিল। আর্দ্দালীটা ইউরোপীয় পরিচ্ছদধারী কৃষ্ণকায় নিগ্রো। ভদ্রলোকটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার যেন চেনা-মুখ! কোথায় দেখিয়াছি? তুমি কি আমেরিকান?"

নিগ্রো আর্দ্দালী বলিল, "হাঁ, মহাশয়, মেম্ফিসে আমার বাড়ী।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "মেম্ফিসে বাড়ী! এখানে কিরূপে আসিয়া জুটিলে?"

ষষ্ঠ প্রবাহ

নিগ্রো বলিল, "আমি মিলিটারী। কৈসারের সঙ্গে লড়াই করিতে ১৯১৭ সালে ইউরোপে আসিয়াছিলাম। লড়াই শেষ হইলে প্যারি যাই; ভাবিলাম হয় ত আবার যুদ্ধ হইবে; কিন্তু যুদ্ধও হইল না, দেশে ফিরিবার টাকারও জোগাড় করিতে পারিলাম না। কি করি? সাঁতার দিয়া ত আট্‌লাণ্টিক পার হওয়া যায় না। ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে সারোভিয়ায় আসিয়া পড়িলাম। এখন এই কাফের আর্দ্দালীগিরি করিতেছি।"

জোয়ান বলিলেন, "তুমি যুদ্ধ করিতে ইউরোপে আসিয়াছিলে? বটে! যুদ্ধ করিয়াছিলে?"

নিগ্রো বলিল, "হাঁ হুজুর! আমি যে মেডাল পাইয়াছি তাহা এই জামার নীচে আছে। (I's got ma medal beneaf dis jacket) পা পর্য্যন্ত যখম হইয়াছিল, কিন্তু এখনও ঘুষো-ঘুষি করিতে পারি হুজুর!"

"তোমার নামটি কি?"

নিগ্রোটা বলিল, "আমার নাম হুজুর,—"হানিবল নাপোলিয়ম ব্যাং।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "উঃ মস্ত নাম! কেবল হানিবল নয়, তাহার উপর নাপোলিয়ম ব্যাং।—দেখ ব্যাং, তোমাকে আমি ঠিক চিনিয়াছি। তুমি কুস্তি করিতে না? '১৫ সালে ন্যুইয়র্কের মাডিসন স্কোয়ার বাগানে যে খেলা দেখানো হইয়াছিল—সেই খেলায় আইরিস কুস্তীগীর করিজানকে মাথায় তুলিয়া আছাড় দিয়াছিল, সে কি—"

ব্যাং বুক ফুলাইয়া সদম্ভে বলিল, "সে আমি। আমি ভিন্ন আর কে সেই আখড়ায় ও কাজ করিতে পারিত?"

ভদ্রলোক বলিলেন, "তাই বটে! সেই তুমি কি না আজ একটা রেস্তরাঁর আর্দ্দালী? কি লজ্জা? না, এ সকল ছোট কাজ তোমার শোভা পায় না। সেই আখড়ায় পিস্তলের গুলীর খেলা দেখাইয়া একজন ভদ্রলোক সকল দর্শককে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহার কথা তোমার মনে আছে?"

ব্যাং বলিল, "রফ্ হ্যান্‌সন্?—হাঁ, ষ্টেট্‌সে ও রকম গোলন্দাজ (Gunman) আর একজনও নাই।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "তবে ত তুমি আমাকে চেন। দেখ দেখি আমিই সেই লোক কি না?"

ব্যাং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভদ্রলোকটির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ঠিক চিনিয়াছি; আপনিই মিঃ হ্যান্‌সন্‌। আপনি হুজুর, এখানে কেন?"

মিঃ হ্যান্‌সন্‌ বলিলেন, "আমি এখানে আমোদ দেখিতে, ফূর্ত্তি করিতে আসিয়াছি; হঠাৎ বহুকাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা হইল। দেখ ডার্কি! (Darky!) সেই পুরাতন পরিচয় স্মরণ করিয়া তোমাকে কিছু বক্‌সিশ দিতেছি।"

মিঃ হ্যান্‌সন পকেট হইতে একখানি কুড়ি ডলারের নোট বাহির করিয়া ব্যাংএর হাতে দিলেন। ব্যাং তাহা ললাটে স্পর্শ করিয়া মিঃ হ্যান্‌সন্‌কে বহু ধন্যবাদ জানাইয়া, নিজের কাজে চলিয়া গেল। মিঃ হ্যান্‌সন যেখানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে বসিয়াই উৎসবানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

মিঃ রফ্‌ হ্যান্‌সন আমেরিকান; পিস্তলের লক্ষ্য তাঁহার অব্যর্থ ছিল; তিনি লক্ষ্যভেদে এরূপ অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিতেন যে, না দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত না, এবং এ বিষয়ে সমগ্র আমেরিকায় কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। নিউ ইয়র্কে তিনিও মিঃ ব্লেকের ন্যায় গোয়েন্দাগিরি করিতেন, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার তেমন উৎসাহ ছিল না; আমেরিকার বিভিন্ন দেশে তিনি লক্ষ্যভেদের কৌশল দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন, এবং তাহাই তাঁহার উপজীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল।

নিউ ইয়র্কের দস্যু তস্করের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। তাহারা অত্যন্ত নির্ভীক; পুলিশ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষার জন্য পিস্তল ব্যবহার করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হয় না। এজন্য পুলিশ বিপন্ন হইয়া অনেক সময় রফ্‌ হ্যান্‌সনের সহায়তা গ্রহণ করিতেন। মিঃ হ্যান্‌সনের লক্ষ্য অব্যর্থ বলিয়া দস্যু তস্কর, বোম্বেটে বাটপাড়ের দল তাঁহাকে যমের মত ভয় করিত। বড় বড় মদের দোকানে গুণ্ডার দল দাঙ্গা আরম্ভ করিলে পুলিশকে অনেক সময় হটিয়া আসিতে হইত; কিন্তু রফ্‌ হ্যান্‌সন পিস্তল-হস্তে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে গুণ্ডারা হাঙ্গামা বন্ধ করিয়া পলায়ন করিত।

মিঃ হ্যান্‌সনের একজোড়া ছ' টোটার পিস্তল ছিল, একটির নাম 'উইলি' অন্যটি 'ওয়ালি'। গুণ্ডার দল তাঁহাকে ও তাঁহার এই পিস্তল দুইটিকে অত্যন্ত ভয় করিত। ইউরোপব্যাপী মহাযুদ্ধে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স যখন জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ফৌজ পাঠাইয়াছিল, মিঃ হ্যান্‌সন সেই সময় মিত্রপক্ষকে সাহায্য করিবার জন্য ইউরোপে যাত্রা করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে মিঃ হ্যান্‌সন উইলি ও ওয়ালির সাহায্যে অনেক সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি একদল অত্যুৎকৃষ্ট ফরাসী সৈন্য ও সহস্রাধিক রণকুশল আরবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই সময় ডামাস্‌কস নগরে মিঃ ব্লেকের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। গুণগ্রাহী মিঃ ব্লেক তাঁহার সাহস ও শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বন্ধুত্বের বন্ধন ক্রমে সুদৃঢ় হইয়াছিল।

ইউরোপীয় মহাসমর নিবৃত্ত হইলে মিঃ হ্যান্‌সন কয়েকবার ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি মিঃ ব্লেকের দেশব্যাপী সুযশ, প্রতিভা ও প্রতিপত্তির কথা জানিতে পারেন, ইহাতে তাঁহার প্রতি হ্যান্‌সনের ভক্তিশ্রদ্ধা বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়। তাঁহারা পরস্পরের বিপদে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

মিঃ রফ্ হ্যান্‌সনের হঠাৎ সারোভিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইবার কারণ ছিল। কেবল কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সে সময় ক্রাকভ নগরে গমন করেন নাই। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের মধ্যে চিকাগো নগরটি দস্যু তস্কর ও নানা শ্রেণীর গুণ্ডা বদমায়েসের প্রধান আড্ডা। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে চিকাগোতে অনেকগুলি নরহত্যা হইয়াছিল; কিন্তু পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও হত্যাকারীদের সন্ধান পায় নাই, হত্যারহস্য ভেদ করাও তাহাদের অসাধ্য হইয়াছিল। অবশেষে চিকাগো-পুলিশের ডিটেক্‌টিভ বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ জানিতে পারিলেন এই সকল হত্যাকাণ্ডের জন্য যে ব্যক্তি দায়ী সে সারোভিয়া-রাজধানী ক্রাকভের অধিবাসী, তাহার নাম কারিলভ্। সে চিকাগোতে সারোভিয়ান রাজদূতের আশ্রয়ে বাস করিয়া গোপনে স্থানীয় গুণ্ডাদের এই সকল নরহত্যায় উৎসাহিত করিয়াছিল।

কারিলভ সারোভিয়ার রাজদূতের আশ্রিত বলিয়া তাহাকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা সঙ্গত মনে হইল না; এমন কি, রাজনীতির সহিত এই সকল গুপ্ত হত্যাকাণ্ডের সম্বন্ধ থাকিতেও পারে, এইরূপ অনুমান করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ প্রকাশ্য তদন্তের আদেশ প্রদান করিলেন না, এবং এই সকল কথা গোপন রাখা হইল। বিশেষতঃ, কারিলভের বিরুদ্ধে কোন অকাট্য প্রমাণ সংগৃহীত না হওয়ায় ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের গোয়েন্দা বিভাগ (the United-States Secret Serviee) মিঃ রফ্ হ্যান্সনকে গোপনে সারোভিয়া-রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। চিকাগো নগরে যে অপরাধের স্রোত (the crime-wave in Chicago) প্রবাহিত হইতেছিল, ক্ষুদ্র বল্‌কান-রাজ্য সারোভিয়ায় তাহার মূল উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় কি না, তাহারই তদন্তের জন্য মিঃ হ্যান্সনকে আদেশ করা হইল।

মিঃ হ্যান্সন কারিলভের অনুসন্ধানে কয়েক দিন চিকাগোতে অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু সেখানে তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে তিনি জানিতে পারিলেন সে সারোভিয়া রাজদূতের নিকট বিদায় লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিয়াছে। মিঃ হ্যান্সন কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে ক্রাকভ নগরে উপস্থিত হইবার পাঁচ দিন পরে লোরেঞ্জোর রেস্তরাঁয় পূর্ব্বোক্ত উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল।—বলা বাহুল্য, তিনি এই উৎসবে যোগদানের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার আশা হইয়াছিল এই উৎসব-উপলক্ষে সমাগত স্থানীয় নরনারীগণের সহিত মিশিতে পারিলে তাঁহার গুপ্ত সঙ্কল্প সিদ্ধির উপায় হইতেও পারে, হয় ত সেখানে তিনি রহস্য-সূত্র আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন।

মিঃ হ্যান্সন যে উদ্দেশ্যে ক্রাকভে আসিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তখন পর্য্যন্ত কোন সন্ধান না পাইলেও, তিনি সারোভিয়ার রাজা-প্রজার সম্বন্ধ, রাজার বিচিত্র ব্যবহার, প্রজাপুঞ্জের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল তাঁহার ইউরোপবাস, তাঁহার সিংহাসন-চ্যুতির আশঙ্কা প্রভৃতি অনেক সংবাদই জানিতে পারিলেন, এবং তাহা তাঁহার সাঙ্কেতিক ভাষার সাহায্যে 'কেবল' (cable) যোগে ওয়াসিংটনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সারোভিয়া রাজ্যের রাজনীতিক সমস্যার আলোচনায়

মার্কিণের অনেক পক্ককেশ রাজনীতিকের (grey-haired diplomats) বিনিদ্র নিশা দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত হইতে লাগিল; অথচ প্রত্যক্ষতঃ বা পরোক্ষ ভাবে সারোভিয়া রাজ্যের রাজনীতির সহিত মার্কিণী রাজনীতির কোন সম্বন্ধ ছিল না। চিকাগোর হত্যাকাণ্ডের সহিত সারোভিয়ার রাজনীতির কোন সম্বন্ধ আছে কি না—ইহা জানিবার জন্য তাঁহারা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

যাহা হউক, এখন আমরা পূর্ব্ব-কথার অনুসরণ করি।

রাত্রি ক্রমে অধিক হইতে লাগিল, কিন্তু উৎসবের বিরাম নাই; গীত বাদ্য অশ্রান্তভাবেই চলিতে লাগিল। বাদ্যধ্বনি ক্রমে উচ্চতর হইয়া নৈশ বায়ু-তরঙ্গে দূর হইতে দূরান্তরে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে আর একপ্রকার বাদ্যধ্বনি আরম্ভ হইল; কঙ্গোর দুর্ভেদ্য অরণ্যে শিকার করিতে গিয়া শিকারীদের অনুচরেরা আরণ্যজন্তুগুলি এক বন হইতে বনান্তরে তাড়াইয়া লইয়া যাইবার জন্য যে ভাবে করতাল বাজাইয়া থাকে—সেই বাদ্যের অনুকরণে 'বুম্বা-বুম্বা বুম্' শব্দে বাদ্য আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মাতলামী ও অসংযত কোলাহল ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; কোন দিকেই শৃঙ্খলা রহিল না। এই সকল কদর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া মিঃ হ্যানসনের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল; তিনি বর্ব্বরতার পক্ষ-পাতী ছিলেন না। আমোদলিপ্সু নরনারীবর্গের বর্ব্বরতার (barbarism) পরিচয় পাইয়া তিনি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন; তাঁহার আশঙ্কা হইল—এই আনন্দোৎসব অবশেষে হয় ত দারুণ বিভ্রাটে পরিণত হইবে। তিনি কি একটা অজ্ঞাত বিপদের আভাস অনুভব করিতে লাগিলেন।

মিঃ হ্যান্‌সন ব্যাংকে ডাকিতেই সে নিঃশব্দে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাকে আর এক গ্লাস হুইস্কি-সোডা দিতে আদেশ করিলেন।

ব্যাং এক বোতল হুইস্কি আনিয়া বলিল, "মিঃ হ্যান্‌সন, পেট ভরিয়া ফূর্ত্তি করুন। আপনি 'নূ ইয়র্ক হইতে আসিয়াছেন, এখানকার আমোদ-প্রমোদ আপনার কাছে নূতন। এ রকম আর কোন দিন দেখিতে পাইবেন না।"

মিঃ হ্যান্‌সম হুইস্কি-সোডা পান করিতে করিতে সম্মুখবর্ত্তী নাচের মজলিসে দুইটি নূতন মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহাদিগকে পূর্ব্বে দেখেন নাই।

এই মূর্ত্তিদ্বয়ের একজন পুরুষ, অন্যটি নারী। নারী দীর্ঘাঙ্গী ; তরুণী বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। মুখোসে মুখ আচ্ছাদিত থাকায় তিনি তাহার মুখ দেখিতে না পাইলেও সে যে পরমাসুন্দরী তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাহার পরিধানে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের প্যারিস্-ফ্যাসনের পরিচ্ছদ। তাহার চক্ষুর উর্দ্ধে সুদৃশ্য বেগুনী রঙ্গের আচ্ছাদন ছিল। এই যুবতী যে সেই মজলিসে সমাগতা রমণীগণের অপেক্ষা সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ, এই ধারণা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মিঃ হ্যানসনের মনে বদ্ধমূল হইল। যুবতীর উজ্জ্বল চক্ষু দুটি তাহার মুখাবরণের ভিতর হইতে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল। সে কৌতূহলপ্রদীপ্ত নেত্রে নাচের মজলিস-স্থিত নরনারীগণকে নিরীক্ষণ করিতেছিল।

এই যুবতীর সঙ্গী তাহার সহিত নৃত্য আরম্ভ করিলেন। এই যুবতীর নৃত্য-সঙ্গী যে কোন অসাধারণ ব্যক্তি—এ বিষয়েও মিঃ হ্যান্সন নিঃসন্দেহ হইলেন। তিনি দীর্ঘকায় রূপবান পুরুষ। তাঁহার অঙ্গে রাজা দ্বিতীয় চার্লসের পরিচ্ছদ, মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ সুদীর্ঘ পরচুলা। উঁচু গোড়ালী-বিশিষ্ট বগ্‌লস্-আঁটা লাল জুতায় তাঁহার পদদ্বয় আবৃত। সমাগত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের অপেক্ষা তাঁহার পরিচ্ছদের আড়ম্বর অত্যন্ত অধিক ; দর্শকগণ মুগ্ধনেত্রে আগন্তুক নরনারীদ্বয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেকেই অস্ফুট স্বরে মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

মিঃ হ্যান্সন নিগ্রো আর্দ্দালীটাকে বলিলেন, "এই দুই জন বোধ হয় এই মজলিসে এখনই আসিলেন , ইহাদের পরিচয় জান ব্যাং ?"

ব্যাং মাথা নাড়িয়া বলিল, "পরিচয় জানি এ কথা কি করিয়া বলি ? দুই জনেরই মুখ ঢাকা ; আমার চেনা-লোক কি না তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তবে ঐ যুবতীর শারীরিক গঠন ও চলিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতেছে উঁহাকে চিনি। উঁহার মত সম্ভ্রান্ত বংশের রমণী এই নাচের মজলিসে আর এক জনও নাই। আমার বিশ্বাস—উনি রাজকুমারী সোনিয়া পেট্রোভা।"

মিঃ হ্যান্সন বলিলেন, "তোমার অনুমান সত্য হইতেও পারে, কিন্তু যে পুরুষটি উঁহার সঙ্গে নাচিতেছেন—উঁহাকে চিনিতে পারিয়াছ ?"

ব্যাং বলিল, "না হুজুর উহাকে চিনিতে পারিলাম না, পূর্ব্বে কোন দিন উহাকে ক্রাকভে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, বোধ হয় উনি রাজধানীতে নূতন আমদানী। নিশ্চয়ই কোন অসাধারণ ব্যক্তি, তাহা না হইলে রাজকুমারী কি উহার সহিত এই মজলিসে নাচিতে সম্মত হইতেন ?"

মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, "সে কথা সত্য, ব্যাং !"

উচ্চ বাদ্যধ্বনি ও নৃত্য সমান তালেই চলিতে লাগিল ; শেষে অদূরবর্ত্তী সেন্ট নিকোলাসের গীর্জ্জায় ঢং ঢং শব্দে বারটা বাজিয়া গেল। নাচের মজলিসের প্রান্তস্থিত বেদীর উপর ভোক্তার দল তখনও পানাহারে রত।

নাচের মজলিসের এক প্রান্তে একখানি টেবিলের সম্মুখে একজন লোক বসিয়া ছিল। তাহারও মুখে মুখোস ছিল ; কিন্তু তাহার পরিধানে ধর্ম্মযাজকের পরিচ্ছদ। সেই লোকটি যেখানে বসিয়া ছিল, মিঃ হ্যান্‌সন তাহার ঠিক বিপরীত দিকে বসিয়া থাকায় তাহাকে তিনি সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পাইতেছিলেন।

মিঃ হ্যান্‌সন্ দেখিলেন পাদ্রীর পরিচ্ছদধারী সেই লোকটি তাহার মুখোসের ভিতর হইতে পূর্ব্বোক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। যদিও তিনি তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না, তথাপি তাহার উজ্জ্বল চক্ষুর ক্রূর দৃষ্টি দেখিয়া তাঁহার মনে হইল—যেন ক্ষুধিত ব্যাঘ্র শিকারের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া আছে, এবং কখন তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে, সেই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে ! কিন্তু নর্ত্তক ও নর্ত্তকীর সে দিকে দৃষ্টি ছিল না।

মিঃ হ্যান্‌সন সেই পাদরী-বেশধারীর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, সে হঠাৎ পকেট হইতে একটি পিস্তল বাহির করিয়া বিকৃত স্বরে বলিয়া উঠিল, "যথেচ্ছাচারী রাজা কার্ল জাহান্নমে যাউক, সাধারণতন্ত্র স্থায়ী হউক।"—সঙ্গে সঙ্গে সে পিস্তল উদ্যত করিল।

পাদরী বেশধারীর পিস্তলের গুলী লক্ষ্যভেদ করিবার পূর্ব্বেই মিঃ হ্যান্‌সনের পিস্তল গর্জ্জিয়া উঠিল—গুড়ুম !

সঙ্গে সঙ্গে পাদরী-বেশধারীর পিস্তল হইতেও সশব্দে গুলী নিঃসারিত হইল বটে, কিন্তু সে যাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উদ্যত করিয়াছিল, পিস্তলের গুলী

তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই পিস্তলটা তাহার হাত হইতে খসিয়া মসৃণ মেঝের উপর পড়িয়া, ভীষণ শব্দে আওয়াজ হইল। প্রায় একই সময়ে উভয় পিস্তলের গর্জ্জন-ধ্বনি সেই কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিল। হঠাৎ নৃত্য থামিয়া গেল; ব্যাণ্ডের বাদ্যধ্বনিও নীরব হইল। পাদরী-বেশধারী উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সকলে সবিস্ময়ে সভয়ে দেখিল মিঃ হ্যান্‌সনের পিস্তলের গুলী তাহার দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ মধ্যস্থলে ছিদ্র করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে!"

উভয় পিস্তলের গর্জ্জন শুনিয়া আমোদলিপ্সু জনসমাজ আকস্মিক বিপদের আশঙ্কায় চিৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল, এবং সেই মজলিস হইতে পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল। রমণীগণ প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; কেহ কেহ উচ্চ বেদী হইতে মেঝের উপর পড়িয়া গেল। কোন কোন সাহসী ব্যক্তি চিৎকার করিয়া বলিল, "ডাকাত পড়িয়াছে, মার, মার!" নানা দেশের নানা জাতীয় লোকের মিশ্র কণ্ঠের ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে নাচের মজলিসে ভীষণ হট্টগোল উপস্থিত হইল; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না।

মিঃ রফ্‌ হ্যান্‌সন যেখানে বসিয়া ছিলেন, পিস্তল হাতে লইয়াই, সেই স্থান হইতে নাচের মজলিসে লাফাইয়া পড়িলেন; এবং পূর্ব্বোক্ত পাদ্রী-বেশধারীর সম্মুখে গিয়া তাহার পাঁজরে পিস্তলের এক খোঁচা দিলেন। তাহার পর সরোষে বলিলেন, "দুই হাত মাথায় তুলিয়া শীঘ্র সোজা হইয়া দাঁড়াও। পাদরী সাজিয়া এখানে মানুষ খুন করিতে আসিয়াছ? আমি গুলী মারিয়া তোমার হাত ফুটা করিয়া না দিলে তুমি ত একজন ভদ্রলোককে মারিয়া ফেলিতে! তোমাকে খুন না করিয়া তোমার হাতটিই জখম করিয়াছি। এখানে অনেক রকম খেলা দেখান হইতেছে, আমিও নূতন লক্ষ্যভেদের খেলা দেখাইলাম।"

পাদ্রী-বেশধারীর দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধের ঠিক মধ্যস্থল ভেদ করিয়া পিস্তলের গুলী বাহির হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। কিন্তু পাদরী বেশধারী হঠাৎ একজনকে গুলী মারিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল,

জানিতে পারিয়া বহুসংখ্যক দর্শক ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "খুন কর! নরহন্তাকে হত্যা কর!"

নাচ থামিয়া গিয়াছিল; আড়ম্বরপূর্ণ পরিচ্ছদধারী চারিজন সশস্ত্র পুলিশ-ম্যান হঠাৎ সেই মজলিসে প্রবেশ করিয়া হ্যান্‌সনের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহাদের সকলের মাথার উপর মিঃ হ্যান্‌সন প্রায় এক হাত উচ্চ! মিঃ হ্যান্‌সন তাহাদের দিকে চাহিয়া অবজ্ঞা ভরে বলিলেন, "পুতুলের মত পোষাক পরিয়া খাসা শান্তিরক্ষা করিতেছ! তোমাদের চোখের উপর এখনই খুন-খারাপী হইতে-ছিল। ভাগ্যে আমি উহার মতলব বুঝিতে পারিয়াছিলাম! আর কেহ উহার কাজে বাধা দিতে পারিত না। আমার পিস্তলের নিশানা অব্যর্থ। আমি দুইহাতে সমান ভাবে গুলী চালাই। প্রমাণ চাও?"—তিনি তৎক্ষণাৎ বাঁ-হাতে একটা ঝাঁকুনী দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দ্বিতীয় পিস্তলটি তাঁহার কোটের আস্তিনের ভিতর হইতে বাঁ-হাতের মুঠার ভিতর আসিল।

পুলিশের দলপতি বলিলেন, "তোমার এতদূর ক্ষমতা? ওকথা আমরা বিশ্বাস করি না।"

একজন বৃদ্ধ রাজকর্ম্মচারী বলিল, "যা নয় তাই! লোকটা বুঝি আমেরিকান? উহারা সকলেই পাগল। ভয়ানক বচনবাগীশ!"

মিঃ হ্যান্‌সন একবার চারি দিকে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "ব্যাং, হানিবল নাপ্‌ ব্যাং!—একবার শুনিয়া যাও।"

পূর্ব্বোক্ত নিগ্রো আর্দ্দালী হানিবল নাপোলিয়ম ব্যাং মিঃ হান্‌সনের সম্মুখে আসিলে তিনি বলিলেন, "শীঘ্র একটা পাকা কুল ও একটা মদের গ্লাস লইয়া এস।"

রেস্তরাঁয় পাকা ফলের অভাব ছিল না; ব্যাং একটি সুপক্ক লাল কুল ও একটি মদের গ্লাস লইয়া মিঃ হ্যান্‌সনের নিকট ফিরিয়া আসিল। মিঃ হ্যান্‌সন তাহাকে বলিলেন, "তুমি ত জান আমার পিস্তলের লক্ষ্য কিরূপ অব্যর্থ? তোমার মাথার উপর ঐ কুলটা রাখিয়া, তাহার উপর গ্লাসটা সোজা করিয়া ধরিয়া রাখ।—হাঁ, ঐ দেওয়ালের কাছে গিয়া দাঁড়াও, আমি বাঁ হাতে গুলী মারিয়া কুলটা উড়াইয়া দিব।"

ব্যাংএর কালমুখ ভয়ে সাদা হইয়া গেল। সে বলিল, "আমি উইলিয়ম টেলের ছেলে নই, আমি উহা পারিব না। আপনার ইচ্ছা হয়—"

মিঃ হ্যান্‌সন তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "যাও, যাহা বলিলাম কর।"

ব্যাং সৈন্য বিভাগে কাজ করিয়াছিল; সৈনিকেরা যে ভাবে সেনাপতির আদেশ পালন করে, সেই ভাবে মিঃ হ্যান্‌সনের আদেশ পালন করিতে চলিল, এবং সেই কক্ষের এক প্রান্তে উপস্থিত হইয়া, মস্তকের মধ্যস্থলে পাকা কুলটি রাখিয়া তাহার উপর মদের গ্লাসটি বসাইয়া দিল। গ্লাসটি পাছে পড়িয়া চূর্ণ হয়—এই ভয়ে সে দুই আঙ্গুল দিয়া তাহা ধরিয়া রহিল।

মিঃ হ্যান্‌সন দর্শকবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আজ আপনাদিগকে মার্কিণী পিস্তল-খেলা (Yankee gun-play) দেখাইতেছি। আপনারা এ খেলা কখন দেখেন নাই, দেখিয়া খুব আমোদ পাইবেন।"

কিন্তু দর্শকগণ—সমাগত অসংখ্য পুরুষ ও রমণী সভয়ে ব্যাংএর মুখের দিকে চাহিল। মিঃ হ্যান্‌সনের কথা তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিল না। পিস্তলের গুলী দৈবাৎ যদি এক চুল নীচে নামিয়া যায়—তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! নিগ্রো বেচারার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইবে। উদ্বেগে ও আতঙ্কে সকলেরই বুক দুরু-দুরু করিতে লাগিল। ব্যাংএর মস্তকস্থিত লাল কুলটি তাহার উর্ণার ন্যায় চুলের ভাঁজের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল; তাহার উপর গ্লাসটি সংস্থাপিত হওয়ায় তাহা প্রায় কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না।

মিঃ হ্যান্‌সন ব্যাংএর প্রায় কুড়ি গজ দূরে ছিলেন, সেই স্থানেই সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া তাহা তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার মাত্র দেখিয়া লইলেন, তাহার পর হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া বাঁ-হাত কাঁধের উপর তুলিলেন।—হাতে টোটাভরা পিস্তল, তাহার মুখ ব্যাংএর মাথার দিকে প্রসারিত!

মিঃ হ্যান্‌সন চক্ষুর নিমেষে পিস্তলের ঘোড়া টিপিলেন। 'দুড়ুম' শব্দে সেই কক্ষ কম্পিত হইল। ভয়ে সকলে চক্ষু বুঁজিল; কিন্তু কেহই নিগ্রো ব্যাংএর আর্ত্তনাদে বা পতন-শব্দ শুনিতে পাইল না। তখন সকলেই মুখ তুলিয়া কৌতুহল-প্রদীপ্ত নেত্রে ব্যাংএর দিকে চাহিয়া দেখিল—সে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া

আছে, গ্লাসটিও সে পূর্ব্ববৎ মাথায় রাখিয়া ধরিয়া আছে।—কিন্তু কুল কোথায়? এক দল নরনারী দ্রুতবেগে ব্যাংএর নিকট উপস্থিত হইয়া কুলটি দেখিতে পাইল না; পিস্তলের গুলী তাহা উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল।

পুলিশের অধ্যক্ষ বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিল, "বাহবা, বাহবা! যাহা বলিয়াছিল—তাহাই করিল! মুখ ফিরাইয়া পিছনে চাহিয়া, বাঁ-হাতে পিস্তল চালাইয়া মাথার উপর হইতে কুলটা উড়াইয়া দিল! মাথা বাঁচিল, গ্লাসও ভাঙ্গিল না! অদ্ভুত! আশ্চর্য্য ব্যাপার! না দেখিলে কখন বিশ্বাস করিতাম না।—কিন্তু এই বীর পুরুষ যে নরহন্তার হাত ফুটা করিয়া দিয়াছে—সে কে?"

কয়েকজন প্রহরী পূর্ব্বোক্ত পাদরী-বেশধারী লোকটিকে পুলিশের অধ্যক্ষের সম্মুখে টানিয়া আনিল। একজন তাহার মুখের মুখোস ধরিয়া টানিয়া খুলিয়া ফেলিল।

পুলিশের অধ্যক্ষ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "কি আশ্চর্য্য! এ যে রাজদ্রোহী লেভিনস্কি!—আমরা ইহাকে কড়া পাহারায় রাখিয়াছিলাম; তথাপি পাহারাওয়ালাদের চোখে ধূলা দিয়া ছদ্মবেশে এখানে আসিয়া জুটিয়াছিল? এখন বুঝিয়াছি আমাদের ছদ্মবেশী রাজাকেই এই হতভাগা গুলী করিয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই; কিন্তু এই উন্মাদটা তাঁহাকে ঠিক চিনিয়াছিল। এই আমেরিকান ভদ্রলোক এখানে উপস্থিত না থাকিলে ও উঁহার লক্ষ্যভেদের ঐরূপ শক্তি না থাকিলে আজ আমরা রাজাকে হারাইতাম। উঃ, কি ভয়ানক! কি সাংঘাতিক ব্যাপার!"

পুলিশের অধ্যক্ষের কথা শুনিয়া রাজভক্ত সারোভিয়ানগণ সক্রোধে চিৎকার করিয়া বলিল, "খুন কর! রাজদ্রোহীকে গুলী করিয়া মার!"

আর একদল নরনারী আনন্দে উৎসাহে করতালি দিয়া বলিল. "আমাদের এই সাহসী আমেরিকান বন্ধুর জয় হউক, হিপ্, হিপ্, হররা!"

মিঃ হ্যান্সন এই বিপুল আনন্দধ্বনি ও চতুর্দ্দিকের ব্যস্ততার ভিতর হইতে সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। তাঁহাকে

গমনোদ্যত দেখিয়া একদল লোক তাঁহার পথরোধ করিল; মুহূর্ত্তপরে একজন দীর্ঘদেহ, সান্ধ্যপরিচ্ছদধারী প্রাচীন রাজকর্ম্মচারী মিঃ হ্যান্সনের সম্মুখে আসিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি যে অদ্ভুত কৌশলে আততায়ীর আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া, আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে আমাদের রাজার প্রাণরক্ষা করিলেন, এ জন্য সারোভিয়া রাজ্যের পক্ষ হইতে আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আজ রাত্রিকালে আপনি যে অপূর্ব্ব সাহস ও লক্ষ্যভেদের কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, সেজন্য আমাদের রাজা স্বয়ং আপনাকে সম্মানিত করিতে উৎসুক হইয়াছেন।"

সারোভিয়া-রাজ পঞ্চম কার্লের সেই প্রাচীন অমাত্য হর্ষোন্মত্ত নগরবাসিগণের জনতা ভেদ করিয়া, মিঃ হ্যান্সনকে সঙ্গে লইয়া একটি সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষে একখানি মূল্যবান উৎকৃষ্ট চেয়ারে একজন রূপবান যুবাপুরুষ উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পরিধানে ইংলণ্ডের প্রাচীন যুগের নরপতি দ্বিতীয় চার্লসের পরিচ্ছদের ন্যায় পরিচ্ছদ। তাঁহাকে দেখিয়াই মিঃ হ্যান্সন বুঝিতে পারিলেন, তিনিই সারোভিয়া-রাজ পঞ্চম কার্ল, এবং তাঁহাকে তিনি আততায়ীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজার মুখে মুখোস থাকায় পূর্ব্বে তাঁহাকে কেহই চিনিতে পারে নাই; মিঃ হ্যান্সন তাঁহাকে কখন দেখেন নাই, সুতরাং রাজাকে তাঁহার চিনিবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি যে সারোভিয়া-রাজের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, ইহাও বুঝিতে পারেন নাই; তবে রাজদ্রোহীরা যে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে, সারোভিয়া রাজ্যে সাধারণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল—এ সংবাদ তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না।

মিঃ হ্যান্সন বৃদ্ধ রাজসচিব কাউণ্ট ষ্টিনউইজের সহিত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে রাজা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং মিঃ হ্যান্সনকে লক্ষ্য করিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি আমার রাজ্যের অতিথি, সুতরাং আমারও অতিথি; কিন্তু আমার অতিথি-সৎকারের ত্রুটি হইয়াছে। আমার এই ত্রুটি আপনি মার্জ্জনা করুন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমি এখনও আমার

জীবনদাতার নাম জানিতে পারি নাই। আপনি বীর পুরুষ। আপনার বীরত্বের, আপনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয়ে আমি মুগ্ধ হইয়াছি, এবং অন্তরের সহিত আপনাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।"—রাজা দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া মিঃ হ্যান্‌সনের হাত ধরিলেন, এবং পরম আগ্রহে তাঁহার করমর্দ্দন করিলেন।

মিঃ হ্যান্‌সন রাজার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "হাঁ, আমি যখন আপনার এই সুখ শান্তি ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পরম রমণীয় রাজ্যে হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছি —তখন আমি যে আপনারও অতিথি—ইহা কি করিয়া অস্বীকার করি? কিন্তু আপনি ত আমাকে চিনিতেন না, আমার এখানে আগমনের সংবাদও জানিতেন না।—এ অবস্থায় অতিথির প্রতি কর্ত্তব্যপালনে আপনার ত্রুটি হইয়াছে—ইহাই বা কি করিয়া বলা যায়? সুতরাং আপনার ক্ষমা প্রার্থনার কোন কারণ নাই। আপনি আমার পরিচয় জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহা আমার পক্ষে গৌরবের বিষয়; কিন্তু আমি সামান্য ব্যক্তি; আমার নাম হ্যান্‌সন,—রফ হ্যান্‌সন। আমার নিবাস নিউ ইয়র্ক নগরে। আমি কখন কোন রাজা-রাজড়ার সহিত মিশি নাই; কি ভাবে তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে হয়, তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কি দস্তুর, তাহা আমার অজ্ঞাত। যাহা হউক, আপনার সহিত পরিচিত হইয়া আমি আনন্দিত হইলাম; ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করিতেছি। আমি বক্তৃতা করিতে শিখি নাই; মনের কথা গুছাইয়া বলিবারও অভ্যাস নাই। আজ রাত্রে আপনার রাজধানীতে যে আনন্দ উপভোগ করিলাম—তাহা অনেক দিন আমার স্মরণ থাকিবে। আপনার সিংহাসনারোহণের দিনটিকে স্মরণীয় করিবার জন্য রাজভক্ত প্রজাদের এই যে আনন্দোৎসব, উচ্চ নীচ সকল প্রজার এই ভাবে মিশামিশি, ইহা আমার বড়ই ভাল লাগিল। এরূপ দৃশ্যে আমি অভ্যস্ত নই, কারণ আমাদের দেশে রাজা নাই। রাজভক্তিটি কি জিনিস, এ দেশে আসিয়া তাহার পরিচয় পাইলাম।"

রাজা কার্ল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এবং রাজবিদ্বেষ কি জিনিস, তাহারও বোধ হয় কিঞ্চিৎ নমুনা দেখিলেন?"

অনন্তর রাজা তাঁহার বৃদ্ধ সচিব কাউণ্ট ষ্টিন্‌উইজের মুখের দিকে চাহিয়া

বলিলেন, "ষ্টিনুউইজ, তুমি এখন আমার এই নূতন বন্ধুকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া অনায়াসে প্রস্থান করিতে পার; মিঃ হ্যান্‌সনের সহিত গোপনে কিছু কাল আলাপ করিব।"

ষ্টিনুউইজ তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার পশ্চাতে দ্বাররুদ্ধ হইল। রাজা বাহু প্রসারিত করিয়া মিঃ হ্যান্‌সনের হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইলেন, যেন কতদিনের বন্ধুত্ব!—অতঃপর রাজা মিষ্ট হাসিয়া বলিলেন, "মিঃ হ্যান্‌সন! তোমাকে একগ্লাস সুরা দিব কি? তোমাদের মহা-সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেশে অনেক দুর্লভ সামগ্রী উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু এরূপ উৎকৃষ্ট সুরা তোমাদের দেশে প্রস্তুত হয় না—ইহা তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে।"

রাজা একটি স্বর্ণ-মুকুটিত বোতল (a gold-topped bottle) খুলিয়া স্বহস্তে গ্লাসে যে সুরা ঢালিলেন তাহাতে ঝাড়ের উজ্জ্বল আলোক প্রতিবিম্বিত হওয়ায় মিঃ হ্যান্‌সনের মনে হইল গ্লাসে তরল সুবর্ণ বুদ্‌বুদের লহরী ছড়াইয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে! রাজা একটি গ্লাস হ্যান্‌সনের হাতে দিয়া অন্য গ্লাসটি স্বয়ং হাতে তুলিয়া লইলেন। তিনি তাহা ওষ্ঠে স্পর্শ করিলে মিঃ হ্যান্‌সনও সেইরূপ করিলেন।

রাজা বলিলেন, "আমেরিক-সারোভিয়ান বন্ধুত্ব ও তোমার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রহুক, মিঃ হ্যান্‌সন!"

রুফ্‌ হ্যান্‌সন রাজার মদ্যপানের অনুকরণ করিয়া তাঁহার 'স্বাস্থ্য'পান করিলেন। তাহার পর মদিরার অমৃতময় আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়া বলিলেন, "কি মধুর! এ সত্যই অমৃত! বোধ হয় ইহা শত বর্ষের সুধা। আহা! আমাদের সাধারণ তন্ত্রের বুড়া প্রেসিডেন্ট যদি এই সুধা এক গ্লাস গলায় ঢালিতে পাইত, তাহা হইলে রাজাগিরিও তাহার তুচ্ছ মনে হইত।"

রাজা বলিলেন, "তুমি সমজদার লোক! আমি তোমাকে এই মদ এক ডজন পাঠাইয়া দিব, তাহা পাইলে সারোভিয়ায় বাস করা তোমার সার্থক মনে হইবে। আমার বোধ হয় তুমি পরিব্রাজক (tourist)।"

মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, "হাঁ, ইয়ে, তা—কতকটা ঐ রকমই বটে। ইউরোপের

চারি দিকে ভবঘুরের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কাজ কর্ম্ম ত কিছু নাই।—কিন্তু একটা কথা—ঐ যে লেভিনস্কি না কে, ঐ পাদরী-বেশী লোকটা আপনাকে ইহলোক হইতে সরাইবার জন্য অত ব্যস্ত হইয়াছিল কেন? কে সে?”

রাজা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, “ঠিক জানি না, বোধ হয় পাগল। আমার প্রজাদের মধ্যে ঐ রকম পাগল আরও আছে।—উহারা মনে করে নরহত্যা দ্বারা সমাজের সকল অকল্যাণ দূর করিবে; রাজাকে মারিতে পারিলেই রাজ্যে সুখ শান্তির জোয়ার আসিবে! ইহা পাগলামি ভিন্ন আর কি?

মিঃ হ্যান্‌সন বলিল, “হাঁ, এই রকম রাজদ্রোহী ইউরোপের অনেক দেশেই আছে; উহারা রাজা চায় না। রুসিয়ার যে অবস্থা হইয়াছে—সকল দেশের অবস্থা সেইরূপ হউক—ইহাই এই প্রকৃতির লোকগুলার ইচ্ছা। রাজা গিয়াছে, কিন্তু রুসিয়ায় সুখ শান্তির বান ডাকিয়াছে—এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। আমি নিজে সাধারণতন্ত্রের প্রজা, সর্ব্বান্তঃকরণে সাধারণতন্ত্রের সমর্থন করি; কিন্তু রাজ-শাসনের সকলই দোষ, তাহার মধ্যে ভাল কিছুই নাই—এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।”

রাজা হাসিয়া বলিলেন, “তোমার মত খাসা উদার, আর ইয়াঙ্কীদের উদারতায় আমার সন্দেহও নাই। আশা করি তোমার সহিত আমার বন্ধুত্ব-বন্ধন সুদৃঢ় হইতে পারিবে। রাজ-শাসিত দেশে (monarchy) কখন বাস কর নাই বোধ হয়? তাহাতে সুবিধাও যথেষ্ট আছে। কত দিন সারোভিয়ায় থাকিবে মনে করিয়াছ?”

মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, “ঠিক বলিতে পারিতেছি না; মাস-খানেক থাকিতে পারি। যায়গাটি আমার ভালই লাগিয়াছে।”

রাজা বলিলেন, “চমৎকার!—কিছুদিন এখানে থাকিয়া আমার আতিথ্য উপভোগ কর; আমার প্রাসাদে গিয়াই তোমাকে বাস করিতে হইবে। আমার ‘চেম্বারলেন’কে তোমার লগেজগুলি প্রাসাদে লইয়া যাইতে আদেশ করিব।—তুমি কাল হইতেই—”

মিঃ হ্যান্‌সন রাজার এই অযাচিত অনুগ্রহে খুসী না হইয়া, তাঁহার কথায়

বাধা দিয়া বলিলেন, "দেখুন রাজা! আপনি আমাকে আতিথ্য গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রিত করিয়া যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছেন। কিন্তু আমি রাজ-সভার আদব-কায়দায় (court etiquette) অনভিজ্ঞ। এজন্য প্রাসাদে বাস করিতে আমার সঙ্কোচ হওয়াই স্বাভাবিক। এ অবস্থায় আপনি যদি ও জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি না করেন—"

মিঃ হ্যান্সনের প্রতিবাদে রাজার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু রাজা মুহূর্ত্ত-মধ্যে মনের ভাব গোপন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "বেশ, তাহাই হইবে; তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তোমাকে প্রাসাদে বাস করিতে বাধ্য করিব না। কিন্তু কাল রাত্রে তোমাকে আমার 'ডিনারে' নিশ্চয়ই যোগদান করিতে হইবে। লক্ষ্যভেদে তোমার অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় পাইয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি; তোমার বড়ই পক্ষপাতী হইয়াছি। আমার বিশ্বাস, লক্ষ্য-ভেদে তুমি পৃথিবীতে সকলের অপেক্ষা বড় ওস্তাদ (expert)। এ বিদ্যায় আর কেহই তোমার সমকক্ষ নাই; তোমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে এরূপ সাহসও কাহারও নাই। এই জন্যই তোমার বন্ধুত্ব লাভ আমি গৌরবের বিষয় মনে করিতেছি।"

মিঃ হ্যান্সন কুন্ঠিত ভাবে বলিলেন, "না, রাজা! এই সম্মান কেবল যে আমারই প্রাপ্য, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে। টেক্সাসে পাঁচ ছয় জন গোলন্দাজ আছে—তাহাদের শক্তি আমার অপেক্ষা অল্প বলিয়া মনে হয় না; বিশেষতঃ, লণ্ডনের একজন ওস্তাদ ত্রিশ ফিট দূরের একটি লক্ষ্য ভেদে একবার আমাকে পরাস্ত করিয়াছিল। আমি এ পর্য্যন্ত আর কাহারও নিকট পরাজিত হই নাই, কেবল সেই ওস্তাদটি ছাড়া।"

রাজা কার্ল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিঃ হ্যান্সনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "লণ্ডনে তুমি লক্ষ্যভেদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত হইয়াছিলে? কে তোমাকে পরাজিত করিয়াছিল? তাহার নামটা শুনিতে পাই না?"

মিঃ হ্যান্সন বলিলেন, "তাহার নাম আপনার অপরিচিত না হইতেও পারে। সেই ওস্তাদটির নাম ব্লেক—রবার্ট ব্লেক। ইংরাজ সে--গোয়েন্দাগিরি তাহার পেশা।'

সেই মুহূর্ত্তে যদি রাজা পঞ্চম কার্লের পদপ্রান্তে বোমা ফাটিত, তাহা হইলেও তিনি সেরূপ বিস্মিত হইতেন না। মিঃ হ্যান্সনের কথা শুনিয়া হঠাৎ রাজার মুখ লাল হইয়া উঠিল, তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুতারকায় প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার হাতে মদের যে গ্লাস ছিল, দারুণ মানসিক উত্তেজনা-বশে তাহার উপর তাঁহার হাতের এরূপ চাপ পড়িল যে তাহার সরু দাণ্টীটা মট্ করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল! রাজা কুটিল দৃষ্টিতে মিঃ হ্যান্সনের মুখের দিকে চাহিয়া ভাঙ্গা গ্লাসটি ধীরে ধীরে টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিলেন; তাহার পর সংযত স্বরে বলিলেন, "কি নাম বলিলে? রবার্ট ব্লেক?—হাঁ, তাহার নাম শুনিয়াছি বটে; গোয়েন্দাগিরিতেও তাহার না কি সুনাম আছে।—সেই গোয়েন্দাটা কি তোমার বন্ধু?"

মিঃ হ্যান্সন সরলপ্রকৃতি 'গোঁয়ার-গোবিন্দ' মানুষ হইলেও নির্ব্বোধ নহেন। তিনি রাজার আকস্মিক ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিলেন; রাজা কি ভাবে মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করিলেন—তাহাও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। রাজার প্রশ্ন শুনিয়া তিনি মাথা নাড়িয়া, যেন কতকটা অবজ্ঞা ভরেই বলিলেন, "বন্ধু! ছোঃ! লণ্ডনে একবার তাহার সঙ্গে দেখা। লোকটা ভারি দাম্ভিক।"

রাজার ললাট হইতে চিন্তার রেখা অপসারিত হইল; তিনি হাসিয়া বলিলেন, "এস হ্যান্সন! এখানকার সম্ভ্রান্ত বংশীয়া 'লেডী'দের সহিত তোমার পরিচয় করিয়া দিই। তোমার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া তাহারা তোমার সহিত পরিচিত হইবার জন্ত ছটফট্ করিয়া মরিতেছে।"

মিঃ হ্যান্সন দুই হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে বলিলেন, "দেখুন রাজা! ঐ যে পেটিকোটধারিণী জাতটা, উহাদিগকে আমি ভয়ঙ্কর ভয় করি। উহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিবার সাহস ও শক্তি—এ উভয়েরই আমার অত্যন্ত অভাব। নারীর মনোরঞ্জনের জন্ত মধুর বাক্য আমার মুখে আসে না। শেষে কি একটা কেলেঙ্কারী করিয়া বসিব? উহাদের সঙ্গে আমার মিশিবার অভ্যাস নাই, আপনি আমাকে বিপন্ন করিবেন না।"

রাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, তাহাই হইবে।"

সপ্তম প্রবাহ

মৃত্যুর পর

প্রাতঃসূর্য্যের কনক কিরণে সারোভিয়া-রাজধানী ক্রাকভ নগরের সর্ব্বপ্রধান সুপ্রশস্ত রাজপথ বলিভার্ড পেট্রোহফ্ পরিপ্লাবিত; সুনীল আকাশ মেঘসংস্পর্শ-হীন, নির্ম্মল। পথের দুই পাশে সম্ভ্রান্ত নগরবাসিগণের সুরম্য হর্ম্ম্যশ্রেণী; স্থানে স্থানে প্রাসাদোপম সুবৃহৎ সুসজ্জিত হোটেল, রেস্তরাঁ, ক্লাব; কাফেগুলির মুক্ত বাতায়ন-পথে প্রভাত রৌদ্র তাহাদের সুরঞ্জিত সুদৃশ্য পর্দ্দাগুলির উপর প্রতিফলিত হইয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; কোথাও বা পর্দ্দার ফাঁকে ফাঁকে শুভ্র মার্ব্বেল-টেবিলে প্রতিবিম্বিত হইয়া নয়ন ধাঁধিয়া দিতেছে। সুন্দর সুশীতল প্রভাত, চতুর্দ্দিক শান্তিপূর্ণ, নগরের কর্ম্ম-কোলাহল তখনও প্রভাতের শান্তিভঙ্গ করে নাই।

ক্রমে যতই বেলা বাড়িতে লাগিল, ততই নানাপ্রকার যান বাহন ও পথিক-গণের গমনাগমনে পথে বিচিত্র শব্দ-কল্লোল উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিল। ট্যাক্সি, মোটর-লরি, মোটর-সাইক্ল, ঘোড়ার গাড়ী, ড্রোকিয়া প্রভৃতি নানা জাতীয় শকটের অশ্রান্ত গতি; ইউরোপীয় পরিচ্ছদধারী নাগরিকগণের মস্তকে নানা আকারের শিরস্ত্রাণ—কাহারও মাথায় হ্যাট, কাহারও ফেজ্ দেওয়া চূড়াকার টুপি, কাহারও মাথায় টার্ব্বা। সকলেই নিজের দৈনন্দিন কার্য্যে ব্যস্তভাবে ধাবমান। কোথাও সরবৎবিক্রেতা সরবৎপূর্ণ মাটীর কলসী পিঠে ঝুলাইয়া, পিত-লের করতাল বাজাইয়া ক্রেতাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছে, কোথাও ড্রোকিয়া-চালকেরা গাড়ীতে বসিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, খন্‌খনে আওয়াজে পথিকগণকে সরিয়া যাইতে বলিতেছে; কোথাও ট্যাক্সিচালকেরা ঘন ঘন 'হর্ণ' দিয়া সম্মুখের বাধা সরাইয়া দিতেছে। বস্তুতঃ, ক্রাকভের রাজপথে যদি কোন বিদেশী হঠাৎ আসিয়া পড়ে, তবে ইহা প্রাচ্যের কোন নগর, কি ইউরোপের কোন নগর, তাহা স্থির করিতে পারে না। প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে এই নগরের যে

বৈচিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহা দেখিয়া বৈদেশিক পর্য্যটকগণের বিস্মিত হইতে হয়। ঊর্দ্ধাকাশে দৃষ্টিপাত করিলে এই বল্‌কান-সীমান্তেও দুই একখানি এরো-প্লেনকে বিশালকায় মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় ভাসিতে দেখা যায়। এইরূপ একখানি এরোপ্লেনেই সাবোভিয়া-রাজ পঞ্চম কার্ল কয়েক দিন পূর্ব্বে লণ্ডন হইতে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীরাও তাঁহার আগমনের কয়েক মিনিট পূর্ব্বে সেই সংবাদ জানিতে পারেন নাই।

সেই দিন প্রভাতে মিঃ রফ্‌ হ্যান্‌সন হোটেল ওরিয়েন্‌টেলের (Hotel Orientale) বাহিরের বারান্দায় বসিয়া কাফি পান করিতে করিতে পথের জনস্রোত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। পূর্ব্বদিক হইতে সমাগত এক্‌স্‌প্রেস (The Eastern express) ট্রেণখানি কয়েক মিনিট পূর্ব্বে ক্রাকভের রেল ষ্টেশনে আসিয়া দিগ্দেশাগত যাত্রীগণকে নামাইয়া দিয়াছিল। হোটেলের আর্দালীরা ঘর্ম্মাপ্লুত দেহে যাত্রীদের হাত-ব্যাগ ট্রঙ্ক প্রভৃতি হাতে পিঠে লইয়া, মার্ব্বেলমণ্ডিত সোপানশ্রেণী দিয়া হোটেলে উঠিতেছিল।

মিঃ হ্যান্‌সন কফির পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া কৌতূহলভরে নবাগত যাত্রী-গণকে দেখিতে লাগিলেন। তাহাদের কেহ বণিক, কেহ পর্য্যটক, কেহ দালাল, কেহ নিষ্কর্ম্মা ভবঘুরে; দুই এক জন আমেরিকানকেও তিনি দেখিতে পাইলেন, তাহাদের পশ্চাতে হঠাৎ একটি বিরাটদেহ পালোয়ান-মূর্ত্তি দেখিলেন। সেই পালোয়ানের পশ্চাতে একটি পরমাসুন্দরী মধুরহাসিনী বিলাসিনী; যেমন তাহার রূপের ছটা, তেমনি পোষাকের ঘটা! তাহার সঙ্গে পাঁচ ছয় বৎসরের একটি শিশু, মস্তকে স্বর্ণাভ নিবিড় কেশ—শিশুটি যেন তাহার মাতার নয়নের মণি! (the apple of his mother's eye.)

মিঃ হ্যান্‌সন সেই বিলাসিনীর মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "মাগীটার চেহারা মন্দ নয়, কিন্তু রূপের বাহার ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কি চেষ্টা!"

পথ দিয়া এক জন সংবাদপত্র-বিক্রেতা রাশিকৃত কাগজ ঘাড়ে লইয়া হাঁকিতে লাগিল, "ইংরাজী কাগজ—চিকাগো ট্রিবিউন, ডেলি মেল, ডেলি রেডিও—এই মাত্র এল, টাট্‌কা খবর!"

মিঃ হ্যান্‌সন তাহাকে ডাকিয়া একখানি 'ট্রিবিউন' ও একখানি 'রেডিও' কিনিয়া লইলেন। তাহার পর প্রথমে ট্রিবিউন খুলিয়া প্রথম পৃষ্ঠায় দৃষ্টিপাত করিয়াই চমকিয়া উঠিলেন, যেন হঠাৎ কে তাঁহার মস্তকে প্রচণ্ডবেগে দণ্ডাঘাত করিল! তিনি নির্নিমেষ নেত্রে সেই মোটা মোটা অক্ষরগুলির দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহাতে লেখা ছিল, "মিঃ রবার্ট ব্লেকের আকস্মিক মৃত্যু।" তাহার নীচে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা—'ফাঁসির আসামীর মৃত্যু-রহস্য ভেদের তদন্তে গিয়া রহস্যজনক মৃত্যু!"

মিঃ হ্যান্‌সন বিস্ফারিত নেত্রে কাগজের দিকে চাহিয়া-থাকিয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! ব্লেক মারা গিয়াছেন? না, না, এ নিশ্চয়ই মিথ্যা সংবাদ। এ সংবাদ সত্য হইতেই পারে না। আমেরিকার কাগজ বোধ হয় নাম ভুল করিয়াছে। অন্য কাহারও নাম লিখিতে মিঃ ব্লেকের নাম লিখিয়া ফেলিয়াছে! কিন্তু ফাঁসির রহস্যের তদন্ত করিতে গিয়া আকস্মিক মৃত্যু—এ কথা ত ডিটেক্‌টিভ ভিন্ন অন্য কাহারও সম্বন্ধে খাটিতে পারে না।—দেখি, লণ্ডনের কাগজ 'ডেলি রেডিও'তে এ সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশিত হইয়াছে কি না।"

মিঃ হ্যান্‌সন 'ডেলি রেডিও'খানি খুলিতেই, প্রথম পৃষ্ঠায় মিঃ ব্লেকের ফটোর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ফটো খানি চমৎকার ছাপা হইয়াছিল। মিঃ হ্যান্‌সনের মনে হইল মিঃ ব্লেক যেন সহাস্য মুখে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন। ছবির উপর বৃহৎ অক্ষরে ছাপা :—পরলোকগত মিঃ রবার্ট ব্লেক।" ছবির নীচে "ফাঁসির আসামীর প্রাণ-ভিক্ষাদানের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টায় মিঃ রবার্ট ব্লেকের আকস্মিক মৃত্যু। চার-তুনো দলের পুনরাবির্ভাব।"

মিঃ হ্যান্‌সন আর কিছুই পাঠ করিতে পারিলেন না; তাঁহার যেন মোহের উপক্রম হইল। তিনি দুই হাতে মাথা ধরিয়া পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল তিনি কৌতূহল দমন করিতে পারিলেন না। তিনি পরে ধীরে ধীরে সোজা হইয়া বসিয়া, মিঃ পেজের লিখিত আমূল-বিবরণ পাঠ করিলেন। তখন তিনি যেন সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল। সেই দিন অপরাহ্ণে তাঁহার রাজপ্রাসাদে যাইবার কথা ছিল, তাহাও বিস্মৃত হইলেন।

তিনি কি উদ্দেশ্যে ক্রাকভ নগরে আসিয়াছিলেন, সে কথাও তাঁহার মনে পড়িল না।—তাঁহার হৃদয় গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার মন বলিতে লাগিল, "নাই নাই, প্রিয় সুহৃদ ব্লেক জীবিত নাই! উদারহৃদয়, বন্ধু-বৎসল, সুরসিক, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, বিপন্নের আশ্রয়, দারিদ্র-বান্ধব, আশ্রিত-রক্ষক ব্লেক জীবিত নাই। তাঁহার অভাবে সব শূন্য, জগৎ অন্ধকার, হায় হায়!"

তিনি শূন্য-দৃষ্টিতে সম্মুখবর্ত্তী রাজপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কোন শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। এইরূপ মুহ্যমান ভাবে তিনি সেখানে কতক্ষণ বসিয়া থাকিতেন, বলা যায় না; কিন্তু পশ্চাতে কাহার আহ্বান-ধ্বনি শুনিয়া যেন তাঁহার মোহ ছুটিয়া গেল। কে তাঁহাকে ডাকিল, "মসিয়ে হ্যান্‌সন!"

হ্যান্‌সন চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলেন—হোটেলের এক জন আর্দ্দালী তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে।

মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, "হাঁ, ও নাম আমারই বটে, কি চাও তুমি?"

আর্দ্দালী অভিবাদন করিয়া বলিল, "আমি কিছুই চাহি না। একটি ফরাসী ভদ্রলোক কিছু কাল পূর্ব্বে এই হোটেলে আসিয়া বাসা লইয়াছেন; তাঁহার নাম মসিয়ে জুলি বন্‌টেম্। তিনি এই পত্রখানি আপনার হাতে দিতে আদেশ করিয়াছেন। তিনি ১১নং কামরায় আছেন।"

আর্দ্দালী একখানি লেফাপা তাঁহার হাতে দিল। মিঃ হ্যান্‌সন সেই পত্র-খানির লেফাপার দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হস্তাক্ষরে তাঁহার নামটি সেই লেফাপার উপর লিখিত, দেখিয়া তিনি ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া মাথা নাড়িলেন; মনে মনে বলিলেন, "না, বুঝিতে পারিলাম না! এই জুলি বন্‌টেম্ লোকটা কে? কস্মিনকালেও তাহার নাম শুনি নাই। সে কি চায়?—দূর হোক! পত্রখানা খুলিয়াই দেখা যাউক।"

তিনি পত্র খানি খুলিয়া পাঠ করিলেন:—

"প্রিয় মিঃ হ্যান্‌সন, আপনার স্বার্থের সংস্রব আছে—এরূপ কোন গোপনীয় কথা শুনিবার জন্য যদি আপনার আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে আপনি যত শীঘ্র পারেন

আমার কামরায় আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবেন। আমার সঙ্গে দেখা করিতে আপনি বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত বা কুণ্ঠিত হইবেন না।—আমি আপনার অপরিচিত নহি, আপনার সহিত আমার সর্ব্ব-প্রথমে সাক্ষাৎ হইয়াছিল—দামাস্কসের আমেদ-বেগ সরাইএ। বহু দিনের কথা, স্মরণ হইবে কি? স্মরণ হউক না হউক, এই পত্র খানি নষ্ট করিতে ভুলিবেন না।

আপনার বিশ্বস্ত—

জুলি বন্‌টেম্।"

মিঃ হ্যান্‌সন আর্দ্দালীটাকে বিদায় দিয়া মনে মনে বলিলেন, "সোভান্‌আল্লা! দামাস্‌কসের আমেদ-বেগ সরাইএ আমার দেখা হইয়াছিল এই ফরাসীটার সঙ্গে? কৈ, কিছুই ত মনে পড়িতেছে না! মুসলমানের নগর দামাস্‌কসে, আমি আমেরিকান, আমার সঙ্গে দেখা হইল একজন ফরাসীর,—যোগাযোগটা কি চমৎকার! আরব্যোপন্যাসের কোন আস্‌মানী ব্যাপার না কি?—হাঁ, আমি সেবার দামাস্‌কসে গিয়া আমেদ-বেগ সরাইএ বাসা লইয়াছিলাম বটে, উঃ, কি সঙ্কটেই পড়া গিয়াছিল! সেই সঙ্কট হইতে আমাকে যিনি উদ্ধার করিয়াছিলেন—"কথাটা আর শেষ করা হইল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে সঙ্কল্প স্থির করিয়া তিনি চেয়ারখানি পশ্চাতে ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; একটি দীপশলাকা জ্বালিয়া সেই পত্রখানি অগ্নিমুখে সমর্পণ করিলেন। ভস্মীভূত পত্রখানি তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িলে তাহা জুতা দিয়া ঘসিয়া ফেলিলেন। তাহার পর চারি দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বিলম্ব করিয়া ফল কি? ১১নং কামরায় গিয়া মুসো জুলির চেহারাখানা এক বার দেখিয়া আসি।"

১১নং কামরা দোতালায় অবস্থিত। সেখানে উপস্থিত হইতে মিঃ হ্যান্‌সনের পাঁচ মিনিটও লাগিল না। একটা ছোকরা চাকর তাঁহার সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিল। সেই ছোকরাই ১১নং কক্ষের রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখস্থ বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাঁহার নাম হাঁকিল; সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর হইতে ফরাসীর মত কণ্ঠস্বরে (french accent) গম্ভীর আওয়াজ বাহির হইল, "দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে আসুন, মসিয়ে হ্যানসন!"

চাকর-ছোঁড়াকে বিদায় করিয়া মিঃ হ্যান্‌সন দ্বার ঠেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।—কক্ষ মধ্যে তিনি যে ফরাসী ভদ্রলোকটিকে চেয়ারে উপবিষ্ট দেখিলেন, তিনি দীর্ঘকায় হইলেও ঈষৎ কুব্জ, তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর; দাড়ি গোঁফ চুল বারআনা-রকম পাকা। তাঁহার অঙ্গের টুইডের পরিচ্ছদটি পারিপাট্যহীন, যেন একটু বে-মানান দেখাইতেছিল। তাঁহার চক্ষু দুটি উজ্জ্বল, দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; সাধারণ লোকের দৃষ্টি সেরূপ অন্তর্ভেদী হয়, ইহা মিঃ হ্যান্‌সনের জানা ছিল না।

অদূরবর্ত্তী একটি যুবকের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া মসিয়ে বন্‌টেম্‌ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মসিয়ে হ্যান্‌সন, ঐটি আমার পুত্র জীন।"

মিঃ হ্যান্‌সন মসিয়ে বন্‌টেমের পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন। জীন শিশু নহে, তাহার মুখের গোঁফ জোড়াটা ঘন, লম্বাও বটে; কিন্তু জীনের মুখখানি মিঃ হ্যান্‌সনের নিতান্ত অপরিচিত বলিয়া মনে হইল না।

মিঃ হ্যান্‌সন মসিয়ে বন্‌টেমের নাম ভুলিয়া গিয়া বলিলেন, "মিঃ বং টং, আপনি আমার নাম জানেন; কিন্তু আমি হলফ্‌ করিয়া বলিতে পারি পূর্ব্বে কোন দিন আপনার নাম শুনি নাই, আপনাকে দেখা ত দূরের কথা! অথচ আপনি লিখিয়াছেন আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে! এ যে কি রহস্য, তাহা ঠাহর করিবার মত বুদ্ধি আমার ঘটে নাই, তা আপনি আমাকে যতই নির্ব্বোধ মনে করুন।—আপনার মতলবটা কি বলুন ত শুনিয়া রাখি।"

মসিয়ে বন্‌টেম্‌ কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সেই কক্ষের চারি দিকে চাহিয়া দ্বারের কাছে আসিলেন, দ্বার খুলিয়া বারান্দাটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিলেন; কিন্তু কোন দিকে কাহাকেও না দেখিয়া পুনর্ব্বার দ্বার রুদ্ধ করিলেন, তাহার পর মিঃ হ্যানসনের সম্মুখে আসিয়া বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় বলিলেন। "লুকাইয়া থাকিয়া কেহ আমাদের কথা শুনিতে পাইবে—সে আশঙ্কা নাই।"

মিঃ হ্যান্‌সন ফরাসী ভদ্রলোকটির মুখে বিশুদ্ধ ইংরাজী কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, তিনি কোন ছদ্মবেশী শত্রুর কবলে পড়িয়াছেন—এই আশঙ্কায় বিকৃত স্বরে

বলিলেন, "বহুরূপী!—শত্রু না মিত্র?"—তৎক্ষণাৎ তাঁহার কোটের আস্তিনের ভিতর হইতে একটি পিস্তল বাহির হইয়া তাঁহার মুষ্টির ভিতর আশ্রয় লাভ করিল!

মসিয়ে বন্‌টেম্‌ সকৌতুকে বলিলেন, "তোমার নিত্য-সহচর উইলি ও ওয়ালির মধ্যে ওটি কোন্‌টি, রফ?—তবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ও কথা আমিও বলিতে পারিতাম বটে!"

মিঃ হ্যান্‌সন দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আপনি—তুমি কে হে?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া স্বাভাবিক স্বরে বলিলেন, "আমি কে, তাহা এখনও যখন ধরিতে পার নাই, তখন বুঝিতে পারিলাম—আমার ছদ্মবেশ নিখুঁত হইয়াছে। বেশ ঠাহর করিয়া করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিতে—আমি তোমার প্রিয় সুহৃদ ব্লেক ভিন্ন অন্য কেহ নহি।"

মিঃ হ্যান্‌সনের মাথায় তখন ভীষণ বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল; যেন কি এক প্রচণ্ড ঝটিকার আবর্ত্তে তাঁহার চিন্তা-সূত্রগুলি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় উড়িয়া গেল! উদ্বেগে, বিস্ময়ে, কৌতূহলে, হর্ষে তিনি এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। পিস্তলটা সরাইয়া রাখিয়া তিনি মাতালের মত টলিতে টলিতে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে উন্মাদের ন্যায় চাহিয়া বলিলেন, "আমি হঠাৎ ক্ষেপিয়া গিয়াছি, না ঘুমাইয়া পড়িয়াছি—তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না! তুমি ব্লেক? আজ সকালে লণ্ডনের 'রেডিও'তে, আর আমাদের দেশের কাগজ 'চিকাগো ট্রিবিউনে' পড়িলাম—তুমি মরিয়া গিয়াছ! তোমার গুণ স্মরণ করিয়া কাগজওয়ালারা কি কান্নাই না কাঁদিয়াছে! তোমার মৃত্যু-সংবাদটা একটন্‌ ওজনের একখান পাতরের মত আমার বুকের উপর জাঁতিয়া বসিয়াছে। আর তুমি সুস্থদেহে হাসিমুখে এই অ-স্থানে বিরাজমান! তুমি মরিয়া ভূত হইয়া আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছ না কি? তোমার হাত ছুঁইয়া দেখি—তোমার দেহ ছায়াময়, কি রক্ত-মাংসের?"

মিঃ হ্যান্‌সন তাড়াতাড়ি মিঃ ব্লেকের হাত ধরিলেন। মিঃ ব্লেক হাসিয়া তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "মৃত্যুর পর খবরের কাগজে কি লেখে, তাহা পাঠ করিবার সৌভাগ্য সকলের হয় না রুফ্‌! আমার সেই সৌভাগ্য হইয়াছে। কিন্তু আসল কথা এই যে, মার্ক টোয়েনের মৃত্যু-সংবাদের মত আমার মৃত্যু সংবাদটিও অতিরঞ্জিত; তবে আমার মৃত্যুর আয়োজনটা পূর্ণমাত্রায় হইয়াছিল বটে! সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে যাহাই বল, মরিয়া উঠিতে পারি নাই; কিন্তু মৃত্যু-সংবাদটি প্রচারিত করিবারই প্রয়োজন হইয়াছিল। এইজন্য স্মিথ এই সংবাদ-প্রচারের সুব্যবস্থা করিয়াছিল।

মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, "তোমার মুখ আমার নিতান্ত অপরিচিত মনে হয় নাই, কিন্তু একদম্ ফরাসী সাজিয়াছ—কি করিয়া চিনি? আর এই ভাবে নিজের মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করিয়া বন্ধু বান্ধবের প্রাণে আতঙ্ক-সঞ্চার ও দেশব্যাপী কোলাহল সৃষ্টি করিবার কি কারণ ঘটিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? এত দেশ থাকিতে ছদ্মবেশে এখানেই বা আসিয়া জুটিলে কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই কথা বলিবার জন্যই ত তোমাকে এখানে ডাকিয়াছি। তুমি হোটেলের বারান্দায় বসিয়া ছিলে; আমি ষ্টেশন হইতে এখানে আসিবার সময় তোমাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। তুমিই বা কি কারণে দেশ ছাড়িয়া এই তিন হাজার মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছ?"

মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, "আমি? আমার কাহিনী পরে বলিলেও ক্ষতি নাই, বিশেষ কিছু বলিবারও নাই; কতকগুলি হত্যাকাণ্ডের মূল খুঁজিতে খুঁজিতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। তোমার সকল কথা শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। নিজের মৃত্যু-সংবাদ যখন নিজেই চেষ্টা করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রচারিত করিয়াছ, তখন তাহার কারণটি নিশ্চয়ই অসাধারণ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এবং অত্যন্ত ভয়ানক। আমি একদল দস্যুর দমনের ভার গ্রহণ করিয়াছি; এত-বড় দায়িত্ব-ভার জীবনে আর কখন গ্রহণ করি নাই। চার-ছনো নামক একদল দস্যু লণ্ডনে ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে।

তাহারা শীঘ্রই সমগ্র ইউরোপের শান্তিভঙ্গ করিবে; সভ্য জগতে অরাজকতার স্রোত বহাইবে—তাহারও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। তাহারা ক্রাকভে আসিয়া বহু ভীষণ ষড়যন্ত্রের পরামর্শ করিতেছে; তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে সভ্য জগতে দারুণ বিভ্রাট উপস্থিত হইবে। সুতরাং অবিলম্বেই এই দলটিকে বিধ্বস্ত করা চাই। আমি তাহাদের ধ্বংসের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। এই সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্যই আমার মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত করিতে হইয়াছে। কিন্তু আমি যে সত্য-সত্যই মরি নাই, পৃথিবীতে চারি জন মাত্র ইহা জানেন; প্রথম, বৃটীশ হোম-সেক্রেটারী, দ্বিতীয়, স্মিথ, তৃতীয়, 'রেডিও'র সংবাদদাতা—আমার বন্ধু মিঃ পেজ, চতুর্থ—ডাক্তার প্রাইস্, যিনি আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তুমি পঞ্চম ব্যক্তি—আজ এই সংবাদ জানিতে পারিলে। কিন্তু চার-তুনো দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেও, আমি একাকী এই দুর্দ্দান্ত অসীম শক্তিশালী ও অসাধারণ ধূর্ত্ত দস্যুদলকে বিধ্বস্ত করিতে পারিব—ইহা দুরাশা বলিয়াই মনে হয়; এজন্য আমি তোমার সাহায্য চাই। এই সংগ্রামে তোমাকে আমার প্রধান সহযোগী হইতে হইবে। আমরা উভয়ে চেষ্টা করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারিব।"

মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, "খুব ভাল কথা; আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। তোমার সঙ্গে কাজ করায় আনন্দ আছে। তোমার শত্রু, আমারও শত্রু। চার-তুনো দলের কথা আমি কাগজে পড়িয়াছি; তাহাদের অত্যাচারের কোন কোন সংবাদও জানিতে পারিয়াছি। ইহারা প্রবল শক্তিশালী ও দুর্জ্জয় দস্যু।—কিন্তু কি ভাবে কাজ আরম্ভ করিবে? ইহাদের সহিত কোথায় কি ভাবে তোমার প্রথম সংঘর্ষণ হইয়াছিল, আর তাহার ফলই বা কি হইয়াছে?"

মিঃ ব্লেক লেফ্‌টি ম্যাক্‌গয়ারের আকস্মিক মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া ফিলিপ কারুর প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাহার পর্য্যন্ত সকল ঘটনার কথা সংক্ষেপে মিঃ হ্যান্‌সনের গোচর করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় এই দলের দুই তিন জন প্রধান দস্যু কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও বলিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, "তুমি হ্যাণ্ডফোর্থ কারাগারে উপস্থিত হইয়া

যে ভাবে চ্যানিংএর হত্যারহস্য ভেদ করিয়াছ—তাহা অন্যের অসাধ্য। অদ্ভুত তোমার শক্তি! আমার বিশ্বাস, আর কিছু দিন চেষ্টা করিলে তুমি একাকী এই দলের সকল দস্যুকেই জেলে পুরিতে পারিবে। এই দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে।"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, রফ্, ইহা আমার অসাধ্য। চার-তুনো দলের দলপতি টেঙ্কা ভয়ঙ্কর ধূর্ত্ত; সে কিরূপ ফন্দীবাজ—আমার প্রাণ-নাশের ষড়যন্ত্রই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। স্মিথ আমার সঙ্গে না থাকিলে ও আমার প্রাণরক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ না করিলে, টেক্কার চেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হইত। আমাকে তুমি এখানে দেখিতে পাইতে না। আমার বিশ্বাস, টেক্কার অনুচর স্কারলেটিই আমাকে হত্যার জন্য বিষপ্রয়োগ করিয়াছিল; কিন্তু সেই অনিন্দসুন্দর ব্যবস্থাটি যে দলপতি টেক্কারই মস্তিষ্কপ্রসূত এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

মিঃ হ্যান্সন বলিলেন, "ও ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই ব্লেক! খবরের কাগজে লিখিয়াছে—তুমি হঠাৎ হার্টফেল করিয়া মারা গিয়াছ।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমার ইচ্ছানুসারেই সংবাদপত্রে ঐরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং চার-তুনো দলের চেষ্টা সফল হইলে করোনারের তদন্ত-ফলে ঐ রায়ই প্রকাশিত হইত।"

মিঃ হ্যান্সন বলিলেন, "কিন্তু তাহারা কিরূপে তোমাকে হাতে পাইল? তোমাকে ধরিতে না পারিলে কি বিষপ্রয়োগ করিতে পারিত?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা আমাকে হাতে না পাইলেও বিষপ্রয়োগ করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই আমার বিশ্বাস; এবং নিশ্চয়ই ভুল বিশ্বাস নহে। আমি হ্যাণ্ডফোর্থ কারাগারে চ্যানিংএর হত্যাকাণ্ডের তদন্তে গিয়া, সোফেয়ার কোনারের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ যে টেলিগ্রামে পাই—চার-তুনোর দলপতি টেক্কাই সেই টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিল। আমি সেই দিন প্রভাতে হ্যাণ্ডফোর্থ কারাগারে গিয়াছিলাম—এ সংবাদ বাহিরের কোন লোক জানিত না; তথাপি

তাহারা সেখানে আমাকে টেলিগ্রাম করিয়াছিল।—ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছ, আমি কোথাও যাইবার জন্য পথে বাহির হইলে, মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারি না। সেই দিন আসামী কারুর সঙ্গে দেখা করিবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বার যখন হ্যাণ্ডফোর্থ কারাগারে যাইবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইলাম, সেই সময় আমার মোটর-কারে উঠিতে গিয়া আমার দ্বারপ্রান্তে একটি অন্ধ ভিক্ষুকের সম্মুখে পড়িলাম। ভিক্ষুকটা লাঠী ঠক্-ঠক্ করিতে করিতে আমার দ্বারের পাশ দিয়া যাইতেছিল; হঠাৎ তাহার লাঠী-খানা আমার জুতার উপর পড়িল। ঘটনাটা প্রথমে আকস্মিক বলিয়াই মনে হইয়াছিল, কিন্তু পরে বুঝিতে পারিলাম—তাহা টেকার ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ; ডাক্তার স্কারলেটি অন্ধ ভিক্ষুক সাজিয়া ঐরূপ করিবে—ইহা সে পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল।

"যাহা হউক, অন্ধের সেই লাঠীর আগাটা রবার-মোড়া; কিন্তু আমার পায়ের উপর সেই লাঠীর চাপ পড়িবামাত্র আমার পায়ের পাতায় কাঁটা-ফুটিবার মত জ্বালা করিল। আমি তাড়াতাড়ি আমার কারে উঠিয়া বসিলাম বটে; কিন্তু ভাবিতে লাগিলাম—রবার-মোড়া লাঠীর চাপে পায়ের পাতায় ঐরূপ যন্ত্রণা হইবার কারণ কি? তৎক্ষণাৎ জুতার ভিতর হইতে পা বাহির করিয়া মোজা খুলিয়া দেখিলাম—ছুঁচ ফুটিলে যেরূপ ছিদ্র হয়—পায়ের পাতায় সেইরূপ একটি ছিদ্র! তখন বুঝিলাম ঐ ভিক্ষুক টেকার অনুচর স্কার-লেটি, এবং তাহার লাঠীর ভিতর বিষপূর্ণ একটি ছুঁচ ছিল; তাহার লাঠী আমার পায়ের উপর চাপিয়া ধরিয়া সে মুহূর্ত্তমধ্যে লাঠীর মাথার স্প্রিং টিপিয়া-ছিল; সঙ্গে সঙ্গে বিষপূর্ণ সূচটি সবেগে বাহির হইয়া জুতা ভেদ করিয়া আমার পায়ের পাতায় বিদ্ধ হইয়াছিল, এবং বিষটুকু আমার রক্তের সহিত মিশিয়াছিল।

"কিন্তু তাহার ফল সাংঘাতিক হইতে পারে—ইহা তখন বুঝিতে পারি নাই; তথাপি সেই বিষের প্রতিক্রিয়ার কোন ব্যবস্থা শীঘ্রই করিতে হইবে ভাবিয়া আমি স্মিথকে দশ মিনিটের মধ্যে কারাগারে পৌছিতে আদেশ করি-

লাম। ইচ্ছা ছিল হাসপাতালে গিয়া ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করিব; কিন্তু কারাদ্বারে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি গাড়ীর ভিতর অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।”

স্মিথ বলিল, “কিন্তু কর্ত্তা আমাকে ও সকল কথার কিছুই বলেন নাই; কেবল তাড়াতাড়ি কারাগারে পৌঁছাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন। কাজেই উনি কি জন্য গাড়ীর মধ্যে হঠাৎ অজ্ঞান হইলেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না, সে কথা তোমাকে বলি নাই; সে কথা শুনিলে তুমি বড়ই ব্যাকুল হইতে; তোমাকে আতঙ্কিত করিয়া লাভ কি?”

স্মিথ বলিল, “দেখুন মিঃ হ্যান্‌সন, কর্ত্তাকে গাড়ীর মধ্যে নিস্পন্দভাবে পড়িয়া-থাকিতে দেখিয়া ভয়ে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল! নাকে হাত দিয়া দেখি শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ, বুক নিস্পন্দ। উঁহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া ফেলিলাম। ওয়ার্ডারেরা ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিলে আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, ‘ডাক্তার, কর্ত্তাকে বাঁচান, যেরূপে পারেন উঁহার প্রাণরক্ষা করুন, উনি মরিয়াছেন—ইহা আমি বিশ্বাস করি না।’—পরমেশ্বরের নিকট উঁহার প্রাণভিক্ষা করিলাম; তিনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। কর্ত্তাকে ফিরিয়া পাইলাম।”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “আমি মরিলে কি তিনি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন? তবে আমার মৃত্যুর অধিক বিলম্ব ছিল না। ডাক্তার অত শীঘ্র ঠিক চিকিৎসা না করিলে আমাকে ফিরিয়া পাইতে না। কোন কোন জাতীয় বিষ রক্তের সহিত মিশিবার সঙ্গে সঙ্গেই হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া রহিত হয় (the heart-action is stopped immediately.); কিন্তু দেহের অন্যান্য অংশে তাহা সঞ্চালিত হইতে আরও কিছু সময় লাগে।

“আমার বিশ্বাস, স্কারলেট ঐ শ্রেণীর কোন রকম বিষ ব্যবহার করিয়াছিল। সে বোধ হয় আশা করিয়াছিল—হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া পুনর্ব্বার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই সেই বিষ দেহের অন্যান্য অংশে সঞ্চালিত হইয়া, তাহার পৈশাচিক চেষ্টা সফল করিবে। কার্য্যতঃ তাহাই হইত। আমার চিকিৎসার আর একটু বিলম্ব হইলে ডাক্তারের সকল চেষ্টাই বিফল হইত; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে স্মিথ আমার সঙ্গে ছিল, তাহার চেষ্টায় আমাকে অবিলম্বে জেল-হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। জীবনী-

শক্তি রহিত হইলে আপনা-হইতে তাহা ফিরিয়া আসে না বটে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তখনও একটু আশা থাকে। (but there is, in some cases, a slight degree of hope.)

"সেই সময় যদি সামান্ত কোন প্রকার উত্তেজক ঔষধ হৃদয়ের ঠিক স্নায়ুর উপর প্রয়োগ করা যায়—তাহা হইলে স্তম্ভিত হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া পুনর্ব্বার আরম্ভ হইতে পারে। এই কার্য্যে 'আড্রেনালিন' (Adrenalin) পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালী ঔষধ। তাহা যথাযোগ্য-মাত্রায় প্রয়োগ করিলে কখন কখন ফল পাওয়া যায়। মূত্রাশয়ের ঊর্দ্ধস্থিত মাংসগ্রন্থিতে (suprarenal gland) ইহার উৎপত্তি। কিন্তু ইহা অবিলম্বে ব্যবহার করা প্রয়োজন। সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তারের 'হাইপোডারমিক' (ত্বক বিদ্ধ করিবার জন্ত সূচীমুখ পিচকিরি) তাঁহার হাতের কাছেই ছিল। স্মিথের ব্যাকুলতায় তিনি তাহার ব্যবহারে বিলম্ব করেন নাই। বিশেষতঃ, তাহার ব্যবহারও তেমন কঠিন নহে; সূচ যে পরিমাণ দীর্ঘ ছিল—তাহা দ্বারা ক্ষত আবশ্যকাতিরিক্ত গভীর (a too deep puncture) হইবার আশঙ্কা ছিল না। ডাক্তার বক্ষাস্থির (breast-bone) সন্নিকটে, বক্ষের পাঁচখানি পঞ্জরাস্থির নীচে (below the fifth rib) উহা বিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে আজ তুমি আমাকে এখানে দেখিতে পাইতেছ।"

স্মিথ বলিল, "উঃ, সেই ভয়ানক অবস্থার কথা কোন দিন ভুলিতে পারিব না! কর্ত্তা নিস্পন্দ ভাবে পড়িয়া আছেন, সর্ব্বাঙ্গ অসাড়; ঘড়িতে টিক্-টিক্ করিয়া শব্দ হইতেছে, আমি উঁহার পাশে বসিয়া চক্ষুর জলে ভাসিতেছি, ডাক্তার গম্ভীর ভাবে উঁহার বুকে ছুঁচ ফুটাইতেছেন; জীবনের কোন আশা নাই!—সে কথা মনে হইলে এখনও আমার হৃদয় অবসন্ন হয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সে অতি কঠোর পরীক্ষা। আমার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে; আমি মরিয়া বাঁচিয়া উঠিলাম। সৌভাগ্যক্রমে সেই বিষ কেবল আমার হৃৎযন্ত্রকেই বিকল করিয়াছিল, কিন্তু দেহের অন্যান্য অংশে সঞ্চালিত হইবার বিলম্ব ছিল; এই জন্য আমি তাড়াতাড়ি প্রতিষেধক ঔষধ ব্যবহার করায় আর কোন অনিষ্ট হয় নাই। আমি চেতনা লাভ করিয়া বুঝিতে পারিলাম—এই

বিপদের ফল কল্যাণপ্রদ হইবে। আমার প্রতি পরমেশ্বরের অসীম দয়া। আমার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হইলে চার-দুনো দলকে পরাস্ত করা আমার অসাধ্য হইবে না—ইহা বুঝিতে পারিলাম। কারণ, চার-দুনো দল যখন জানিতে পারিবে আমার মৃত্যু হইয়াছে—তখন তাহারা নিঃশঙ্কচিত্তে, অধিকতর উৎসাহে সমাজের উপর পৈশাচিক অত্যাচার আরম্ভ করিবে; কিন্তু আমিও তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার সুযোগ পাইব।

"টেঙ্কা জানে আমার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার পৈশাচিক কার্য্যে বাধা দিতে পারে—এরূপ লোক আর কেহই নাই। সে এখন নিশ্চিন্ত চিত্তে, নির্ভয়ে ও সোৎসাহে নূতন নূতন ষড়যন্ত্র কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবে। পৃথিবীর কোন দেশের পুলিশকে সে গ্রাহ্য করে না, তাহাদিগকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য মনে করে। কেবল আমাকেই সে ভয় করিত, আমাকে তাহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিত। তাহাদিগকে গোপনে আক্রমণের উদ্দেশ্যে ঐ চারি জন বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া আমার মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত করিলাম। তাহার ফল দেখিতেই পাইতেছ।"

মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, "হাঁ, বিলক্ষণ দেখিতেছি। তোমার বন্ধুবান্ধবের বুকে শোকের আগুন জ্বালিয়া দিয়াছ!—কিন্তু দুইটি বিষয় আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই; প্রথমতঃ, এই টেঙ্কাটা কে?—তোমার কথা শুনিয়া বুঝিয়াছি সে প্রকাণ্ড একটা শয়তান! কিন্তু মানুষটা যে কে, তাহা এখনও ঠাহর করিতে পারিতেছি না। দ্বিতীয় কথা, তুমি সারোভিয়া রাজ্যে কেন আসিয়াছ? দেশে মরিয়াছিলে, খুব ভাল কাজ করিয়াছিলে; কিন্তু এই দূরদেশে বাঁচিয়া উঠিবার কি প্রয়োজন?"

মিঃ ব্লেক কণ্ঠস্বর আরও খাট করিয়া বলিলেন, "টেঙ্কা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্দ্দান্ত অপরাধী (the most dangerous criminal in the world) ত বটেই, তদ্ভিন্ন সে বাঠ লক্ষ প্রজার ভাগ্যনিয়ন্তা, ইউরোপের একটি সমৃদ্ধ স্বাধীন রাজ্যের নরপতি; সুতরাং ইউরোপের দণ্ডবিধি আইন তাহার দণ্ডবিধানে অসমর্থ।"

মিঃ হ্যান্‌সন অবিশ্বাসভরে বিস্মিত নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি অসম্ভব আজগবি গল্প বলিতেছ? ঠাট্টা না কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঠাট্টা! এই কি ঠাট্টা করিবার বিষয়? না, এ বিষয় লইয়া কেহ ঠাট্টা চালাকি করে? আমি তোমাকে সত্য কথাই বলিয়াছি। টেক্কা—"

মিঃ ব্লেক হঠাৎ নীরব হইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিঃ হ্যান্‌সনের মুখের দিকে চাহিলেন।

মিঃ হ্যান্‌সন অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আঃ, কি বিপদ! লোকটার নাম বলিতে এত কুণ্ঠিত হইতেছ কেন? বল, জানিবার জন্য আমার ভারি কৌতূহল হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক হ্যানসনের প্রায় কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন, "টেক্কা সারোভিয়ার বর্ত্তমান নরপতি পঞ্চম কার্ল!"

রফ্‌ হ্যান্‌সন তৎক্ষণাৎ আড়ষ্ট ভাবে চেয়ারে ঠেস্‌ দিয়া বসিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! আজ রাত্রে যে আমাকে তাহার সঙ্গে 'ডিনার' করিতে হইবে!"

অষ্টম প্রবাহ

কারুর প্রাণরক্ষার কারণ

অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী রাজকুমারী সোনিয়া পেট্রোভা তাঁহার সুসজ্জিত প্রাসাদ-কক্ষের বাতায়নে বসিয়া প্রাসাদ-প্রান্তবর্ত্তী স্বচ্ছসলিলা আডাভা নদীর তরঙ্গ-রাশির বীচি-বিক্ষোভ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার মুখ মলিন, চক্ষু আরক্তিম; নয়ন-কমলের উভয় প্রান্তে অশ্রুবিন্দু শুষ্ক হইলেও তাহার চিহ্ন ছিল। তথাপি ক্রোধে তাঁহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছিল!

তখন প্রভাত কাল। অরুণ-কিরণ গবাক্ষপথে রাজকুমারীর স্বর্ণাভ কেশরাশির উপর প্রতিফলিত হইয়া বিচিত্র বর্ণরাগের বিকাশ করিতেছিল। তাঁহার সুগঠিত সমুন্নত নিটোল দেহের ছায়া বাতায়নের স্ফটিকময় আবরণে প্রতিফলিত হইতেছিল।

দ্বার উদ্ঘাটনের শব্দ হইল; কিন্তু রাজকুমারী সোনিয়া সে দিকে চাহিলেন না, নদীর দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইলেন না। মুহূর্ত্ত-পরে একজন রূপবান যুবক অশ্বারোহীর বেশে রাজকুমারীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হাতের বেত দিয়া জুতার উপর ঠক্ ঠক্ শব্দ করিতে লাগিলেন। রাজকুমারী কি ভাবিয়া অপ্রসন্ন নেত্রে রাজা কার্লের মুখের দিকে চাহিলেন।

আগন্তুক, রাজা দ্বিতীয় কার্ল; রাজকুমারী সোনিয়ার প্রেমভিখারী। তিনি সোনিয়ার সুন্দর মুখে বিরক্তির চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "সোনিয়া, এখনও তোমার অপ্রসন্ন ভাব দূর হইল না! আমি তোমার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম তাহা কি পালন করি নাই? তুমি এক দিন যাহার প্রেমে আত্মহারা হইয়াছিলে, তোমার অনুরোধে তাহাকে মৃত্যু-কবল হইতে রক্ষা করি নাই? যে দিন ফাঁসিতে তাহার প্রাণদণ্ড হইবার কথা, সেই দিন ফাঁসির পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে সে প্রাণভিক্ষা পাইল—কাহার চেষ্টায়? তুমি ত ইংলণ্ডের বিধি-ব্যবস্থার কথা

সকলই জান। বিচারে যাহার প্রাণদণ্ড হয়, উচ্চতর আদালতে যদি তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত না হয়, রাজা বা রাজার প্রতিনিধি তাহার জীবন-ভিক্ষা দিতে সম্মত না হন, তাহা হইলে তাহার জীবন রক্ষার কোন আশা থাকে না; সে যতই ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত লোক হউক, তাহার মৃত্যু অপরিহার্য্য। ইংলণ্ডে ঐরূপ অপরাধীর জীবন রক্ষা করা কত কঠিন, তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে; কিন্তু এই কঠিন কার্য্যও আমি সুসম্পন্ন করিয়াছি। ফিলিপ কারু মুক্তিলাভ করিয়াছে—আমি তোমার প্রতিশ্রুত পুরস্কার গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। এখনও তুমি মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকিবে?"

রাজকুমারী মাথা হেলাইয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "পেট্রোভার রাজবংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়া কখন কেহ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে নাই, আমিও অঙ্গীকার ভঙ্গ করিব না রাজা!"

রাজা কার্ল বলিলেন, "তবে আমাকে বিবাহ করিতে তোমার আর কোন আপত্তি নাই? আমাকে বিবাহ করিবে?"

রাজকুমারী সোনিয়া মুহূর্ত্তকাল নীরব রহিলেন; কিন্তু রাজা কার্ল অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যাকুল আগ্রহে সোনিয়াকে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিলেন, "সোনিয়া, সোনিয়া, তুমি এত নিষ্ঠুর কেন? তোমার হৃদয় এত কঠিন কেন? হাঁ, পাষাণের মত তুমি অবিচল। তোমাকে আমার কি অদেয় আছে? আমার রাজ-মুকুট তোমাকে অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি; আমার সিংহাসন গ্রহণ করিয়া তুমি রাজ্য শাসন কর; আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ কর। তাহার বিনিময়ে তোমার হৃদয়ে আমাকে একটু স্থান দান কর। আমি যে তোমাকে বড় ভালবাসি সোনিয়া!—তোমাকে না পাইলে আমার জীবনটাই ব্যর্থ হইবে প্রিয়তমে!—আমাকে একটি প্রেমের চুম্বন দাও সোনিয়া! তোমার প্রেমের ভিখারী,—রাজা-অতিথি তোমার দ্বারে সমাগত। একটি চুম্বন!"

রাজার উষ্ণ নিশ্বাস রাজকুমারীর কোমল গালে যেন অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। তিনি দৃঢ়রূপে সোনিয়ার কোমর জড়াইয়া ধরিলেন। সোনিয়া মুখ ফিরাইয়া চক্ষু

মুদিলেন, কাতর স্বরে বলিলেন, "উঃ, ছাড়, ছাড়! তোমার এই নির্লজ্জ প্রেমের অভিনয় আমার অসহ্য। আমি তোমাকে বিবাহের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছি, বিবাহ করিব। ইহাই তুমি যথেষ্ট মনে করিতে পার। প্রেম?—আমার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তোমার এ আদর—এ আব্দার আমার অসহ্য।"

কিন্তু রাজা তখন উন্মত্তপ্রায়। রাজকুমারীর কোন কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না; তিনি সোনিয়াকে উভয় বাহুর বন্ধনে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া, তাঁহার ওষ্ঠে, গণ্ডে, ললাটে চুম্বনধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন; যেন ক্ষীণপ্রাণ ক্ষুদ্র লতার উপর অজস্রধারে করকাবৃষ্টি হইতে লাগিল। সোনিয়া তাঁহার আলিঙ্গন-পাশ হইতে মুক্তি লাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ব্যাধ-তাড়িতা হরিণীর ন্যায় তাঁহার চক্ষুতে আতঙ্ক ফুটিয়া উঠিল। অবশেষে তিনি চক্ষু নিমিলিত করিয়া অবসন্ন দেহে রাজার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন। তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

রাজা সংজ্ঞাহীনা সোনিয়াকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "সোনিয়া! সোনিয়া! তুমি এমন অসাড়, অবসন্ন হইয়া পড়িলে কেন?"—কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া, তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া-গিয়া অদূরবর্ত্তী শয্যায় স্থাপিত করিলেন, এবং তাঁহার পাশে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

কয়েক মিনিট পরে রাজকুমারী চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন; কিন্তু তখনও তাঁহার মুখ মৃতের মুখের ন্যায় বিবর্ণ। তাঁহার ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল; যেন তাঁহার কি বলিবার ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু মুখে কথা ফুটিতেছিল না। তিনি মুহূর্ত্তপর পুনর্ব্বার চক্ষু মুদিত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

রাজা লোলুপ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিলেন, "সোনিয়া, সোনিয়া, তুমি কেন এরূপ বিহ্বল হইতেছ? আমি তোমার নিকট শপথ করিতেছি—তোমাকে বিবাহ করিয়া তোমার প্রতি আমার কর্ত্তব্যের কোন ত্রুটি করিব না। তুমি আমার শপথ বিশ্বাস কর। আমাকে দয়া কর। আমার প্রাণ বাঁচাও, সোনিয়া, রাজকুমারি!"

সোনিয়া অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে রাজার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যাও,

এই মুহূর্ত্তে এখান হইতে চলিয়া যাও। আমি তোমার মুখ দেখিতে চাহি না। তোমাকে দেখিলে আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠে। আমি আমার অঙ্গীকার পালন করিব। হাঁ, তোমাকে বিবাহ করিব; কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। আমি কখন তোমাকে ভালবাসিতে পারিব না। তুমি আমার প্রেম, আমার সম্মান লাভের সম্পূর্ণ অযোগ্য।"

রাজা সরোষে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সোনিয়ার কথায় ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তিনি বিকৃত স্বরে বলিলেন, "কি! এত স্পর্দ্ধা তোমার? ফুলহার ভাবিয়া আমি তোমাকে কণ্ঠে ধারণ করিতে উৎসুক, আর তুমি সর্পিনীর মত আমার বুকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছ! কিন্তু শোন সোনিয়া, তোমার এই তেজ, এই দম্ভ অধিক দিন থাকিবে না। তুমি আমাকে ভালবাসিবে, আমাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিবে। আমি যাহা চাই, যেরূপে পারি তাহা হস্তগত করি। যাহা আমি হস্তগত করি—তাহার অধিকার আমি ত্যাগ করি না, ইহাই আমার কার্য্যের ধারা। আমি দীর্ঘকাল হইতে তোমাকে কামনা করিয়া আসিয়াছি—তোমাকে লাভ করাই আমার বহুদিনের বাসনা; কিন্তু বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছ, তথাপি আমি তোমার আশা ত্যাগ করি নাই; প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—যেরূপে পারি তোমাকে লাভ করিব।

"পরে জানিতে পারি তুমি আমার একটা নগণ্য ইংরাজ কর্ম্মচারী অপদার্থ ফিলিপ কারুর প্রেমে মজিয়াছ, তাহাকেই প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছ। নৌ-বিভাগে সামান্য চাকরী ভিন্ন তাহার জীবিকার অন্য কোন সম্বল ছিল না। সে যে তোমাকে হরণ করিয়া পলায়ন করিবে, তোমার রক্ষার ভার গ্রহণ করিবে, সে সামর্থ্যটুকুও তাহার ছিল না।—আমার হৃদয়-ভরা প্রেম, রাজমুকুট, রাজ সিংহাসন সমস্তই প্রত্যাখ্যান করিয়া সেই অকর্ম্মণ্য, অর্থ-সামর্থ্যহীন ভিখারীটাকে তুমি হৃদয় সমর্পণ করিলে! তখন আমি নিরুপায় হইয়া আমার রাজশক্তি প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইলাম। আমি তাহাকে তাহার স্বদেশে প্রস্থান করিতে বাধ্য করিলাম—সে অপদস্থ ও অপমানিত হইয়া ইংলণ্ডে প্রস্থান করিল।

আমি ভাবিলাম—সে চক্ষুর আড়ালে যাওয়ায় তোমার প্রেম-ব্যাধি আরোগ্য হইবে। তোমার তরুণ জীবনের প্রেমের মোহ অপসারিত হইবে।—আমি কোন দিন মনে করি নাই এই মোহ কখন প্রেমের স্থান অধিকার করিতে পারে।”

রাজকুমারী সোনিয়া সবেগে শয্যার উপর উঠিয়া-বসিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “থাম, থাম! আমি তোমার ও সকল কথা শুনিতে চাহি না। আমার যে সুখস্বপ্ন চিরজীবনের মত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—সে কথা আবার কেহ আমাকে শুনাইতে আসিয়াছ?”

রাজার মুখে দম্ভের হাসি ফুটিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, “হাঁ সোনিয়া! যে নরহন্তা ফাঁসির আসামী—তাহার প্রেমে মজিয়া কি ভুল করিয়াছিলে, সে কথা স্মরণ করিয়া দিলে লজ্জা হইবারই কথা; সে কথা শুনিতে অনিচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক।”

রাজার কথা শুনিয়া সোনিয়ার চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ঘৃণাভরে বলিলেন? নরহন্তা! মিথ্যা কথা। কিন্তু মিথ্যা কথা বলিতে তোমার লজ্জা নাই, তাই নিরপরাধ জানিয়াও তাহাকে নরহন্তা বলিতে তুমি কুন্ঠিত হইলে না।”

রাজা বলিলেন, “মিথ্যা কথা? কেবল কি আমিই একা নরহন্তা বলিয়া তাহার মানহানি করিলাম? ইংরাজের আদালতে চুল চিরিয়া সূক্ষ্ম বিচার হয়, এরূপ অনিন্দ্যসুন্দর নিরপেক্ষ বিচার-প্রণালী পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই। সেই ইংরাজের আদালতে অপক্ষপাত বিচারকের বিচারে সে নরহন্তা বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। উচ্চতর আদালত সেই দণ্ডাদেশের সমর্থন করিয়াছিল। আর তুমি সেই নরহন্তা নরপ্রেতের প্রেমে অন্ধ হইয়া তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেছ! আমি যখন তোমাকে বলিলাম, আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলে তুমি যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে, কারণ তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই,—তখন তুমি অন্য কোন প্রার্থনা না জানাইয়া তোমার প্রণয়ী জোসেফ কারুর জীবন ভিক্ষা চাহিলে! বোধ হয় তুমি মনে করিয়াছিলে—তাহার জীবন রক্ষা করা আমার অসাধ্য। হাঁ, অন্ত

লোকের তাহা অসাধ্য হইত বটে, কিন্তু আমার অসাধ্য কিছুই নাই। আমার কোন ইচ্ছা কখন অপূর্ণ থাকে না।"

সোনিয়া বলিলেন, "তুমি—তুমি মনুষ্য-দেহে শয়তান। তুমি লম্পট, নারী জাতিকে সম্মান করিতে শেখ নাই। তুমি আমাকে দেখিয়া আমার রূপে মুগ্ধ হইলে, আমার প্রেম প্রার্থনা করিলে। আমি সামান্য নারী হইলে তোমার কপটতায় মুগ্ধ হইতাম, তোমার চাতুরীতে ভুলিতাম; কিন্তু তোমার ন্যায় আমারও রাজবংশে জন্ম; তোমার অনুগ্রহ আমি তুচ্ছ মনে করি। রাজনন্দিনী আমি, তোমার অধীনতাপাশে আমি আবদ্ধ হইব কেন?"

রাজা বিদ্রূপ ভরে বলিলেন, "কিন্তু তুমি আমাকে বিবাহ করিবার অঙ্গীকার-পাশে আবদ্ধ হইয়াছ। এই বিবাহে তোমার সম্মান-হানির আশঙ্কা কেন করিতেছ? দুইটি প্রাচীন রাজবংশের মিলনের ফল কখন মন্দ হইতে পারে না, বরং তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। যখন তুমি আমার নিকট কাতর ভাবে তোমার খুনে প্রণয়ীর প্রাণ-ভিক্ষা করিয়াছিলে, তখন বোধ হয় তুমি আমার শক্তির পরিমাণ বুঝিতে পার নাই?

রাজকুমারী সোনিয়া বলিলেন, "আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলাম—যদি তুমি কারুর জীবন রক্ষা করিতে পার—তাহা হইলে তোমাকে বিবাহ করিব। আমি সেই অঙ্গীকার পালন করিতে প্রস্তুত আছি। তুমি বলিতেছ তুমি কারুকে মৃত্যু-কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছ; কিন্তু তোমার মুখের কথা আমি বিশ্বাস করি না। তুমি যে আমাকে বিবাহ করিবার লোভে মিথ্যা কথা বলিতেছ না, তোমার কথা সত্য, ইহার প্রমাণ দেখাইতে পার? কারু মুক্তিলাভ করিয়াছে—ইহার প্রমাণ কোথায়?"

রাজা গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "প্রমাণ? আমার—রাজার শ্রীমুখের কথায় তোমার অবিশ্বাস? কি অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা!"

রাজকুমারী রাজার ক্রোধে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ধৃষ্টতা কেন? মানুষের পদমর্য্যাদার দিকে চাহিয়াই কি সকল সময় তাহার কথার মূল্য নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত? সাধু ভিক্ষুকের কথার যে মূল্য আছে, অসাধু সম্রাটের

কথার সে মূল্য নাই ; বিশেষতঃ, রাজা দ্বিতীয় কার্লের কথা বিশ্বাস করে—তাঁহাকে সত্যবাদী মনে করে—এ রকম লোক পৃথিবীতে কেহ আছে কি ? তুমি নিজের দোষে প্রজাপুঞ্জের বিশ্বাস হারাইয়াছ ; তোমার কর্ম্মচারীবর্গের শ্রদ্ধা ভক্তিতে বঞ্চিত হইয়াছ ; আত্মসুখের অনুরোধে রাজ্যের সম্ভ্রম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছ। রাজার সুনাম যে রক্ষা করিতে জানে না, পারে না, তাহার রাজাগিরির বিড়ম্বনা কেন ?”

রাজা এই অপমানে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন, উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “তুমি সুন্দরী পিশাচী। তোমাকে ভালবাসি, এই জন্য তোমার এই দুর্ব্বাক্য, এই অমার্জ্জনীয় অসংযত উক্তি ক্ষমা করিলাম।—আমার কথা সত্য কি না তাহার প্রমাণ এখনই তুমি দেখিতে পাইবে।”

রাজা পকেট হইতে কয়েক দিন পূর্ব্বের একখানি ‘রেভিও’ বাহির করিয়া রাজকুমারী সোনিয়ার সম্মুখে ধরিলেন, তাহাতে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা ছিল, “ফিলিপ কারুর প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাহার !—ফাঁসির পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে মৃত্যুকবল হইতে তাহার উদ্ধার !”

রাজকুমারী রুদ্ধ নিশ্বাসে স্পন্দিত বক্ষে সেই দুই ছত্র লেখা পাঠ করিলেন ; উৎসাহে তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, তাঁহার চক্ষু হইতে আনন্দ-জ্যোতি বিকীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি ঊর্দ্ধে চাহিয়া বলিলেন, “পরমেশ্বর ! তোমার অপার করুণা। তুমি সত্যই নিরপরাধের প্রাণ রক্ষা করিয়াছ, মৃত্যুমুখ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছ।”

অনন্তর তিনি রাজার মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, “শোন রাজা ! আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি—এখন আবার বলিতেছি—আমি কখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করিব না, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি কি কৌশলে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছ তাহা আমার অজ্ঞাত ; কিন্তু তুমি যে অসাধ্য সাধনে সমর্থ হইয়াছ, কারুকে মৃত্যু-কবল হইতে রক্ষা করিয়াছ, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলাম। এখন তুমি যে দিন যখন বলিবে—সেই মুহূর্ত্তেই তোমাকে বিবাহ করিব।”

রাজা ক্রোধ ভুলিলেন, অপমানও বিস্মৃত হইলেন ; তিনি তৎক্ষণাৎ আবেগ

ভরে সোনিয়ার মৃণালতুল্য শুভ্র সুকোমল হাতখানি টানিয়া লইয়া চম্পকদাম-তুল্য অঙ্গুলির অগ্রভাগে কম্পিত ওষ্ঠ স্পর্শ করিলেন, এবং গাঢ় স্বরে বলিলেন, "আমার যে দিন ইচ্ছা সেই দিন তুমি আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ—এ কথা শুনিয়া যে আনন্দ লাভ করিলাম, এত আনন্দ আমি জীবনে কখন পাই নাই। এত সুখ বোধ হয় আর কেহ লাভ করিতে পারে নাই। আজ আমার জীবন সার্থক, আমি ধন্য। আজ রাজধানীর সর্ব্বত্র এই সুসংবাদ প্রচারিত হইবে। এই বাগ্দানের-সংবাদে রাজধানীর প্রতি-গৃহ হইতে হর্ষ-কোলাহল উত্থিত হইবে। এখন বিদায়, আমার হৃদয়ের রাণী—সাগ্নোভিয়া রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজমহিষি !"

রাজা সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন; আর রাজকুমারী সোনিয়া পেটে্াতা অবসন্নদেহ শয্যায় প্রসারিত করিয়া, দুই হাতে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নের সম্মুখ হইতে পৃথিবীর সকল আলোক নির্ব্বাপিত হইল, এবং অমানিশার নিবিড় অন্ধকাররাশি যেন তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া নিরাশার অতলস্পর্শ মহাসমুদ্রে নিক্ষেপ করিল।

নবম প্রবাহ

টেক্কার উল্লাস

মিঃ হ্যান্‌সন সারোভিয়া-রাজ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, এবং সেই রাত্রে তিনি রাজ-ভোজে যোগদান করিবেন শুনিয়া মিঃ ব্লেক বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইলেন না; এমন কি, তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেওয়াও প্রয়োজনীয় মনে করিলেন না।—চার-ক্লুনো দলের দলপতি কে, মিঃ হ্যান্‌সন তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং সেই দস্যুদলের ধ্বংশ-সাধনে তিনি মিঃ ব্লেকের সহযোগিতা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, ইহাই মিঃ ব্লেক যথেষ্ট মনে করিলেন।

রাজার সহিত মিঃ হ্যান্‌সনের হঠাৎ কিরূপে পরিচয় হইল, সে কথা মিঃ হ্যান্‌সন মিঃ ব্লেকের নিকট প্রকাশ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। মিঃ হ্যান্‌সন রাজদ্রোহী আততায়ীর উদ্যত পিস্তলের মুখ হইতে রাজার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন শুনিয়া মিঃ ব্লেক একটু হাসিলেন মাত্র, কিন্তু কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না।

স্মিথ বলিল, "ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারিত, আপনি উহাকে না বাঁচাইলেই ভাল হইত।"

মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, "কিন্তু আমি এই রাজ্যের অতিথি। বিশেষতঃ চোখের উপর নরহত্যা হইতে দেখিয়া কি করিয়া স্থির থাকি ?"

অন্যান্য কথার পর মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, "ব্লেক, তুমি বলিলে—কারুর সহিত দেখা করিয়াছিলে। সে ত তোমার মৃত্যুর পর ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ নিশ্চয়ই। আমি ছদ্মবেশে তাহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম—ইহা বলাই বাহুল্য। আমি ডাক্তারের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া দীর্ঘকাল তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম, মৃত্যুকবল হইতে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রাণরক্ষা

হওয়ায় তাহার মনে এরূপ আঘাত লাগিয়াছিল যে, তাহার মনের ধারণাশক্তি (mental resistence) ক্ষীণ হইয়াছিল। এই জন্য, তাহার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের বিচারকালে যে সকল কথা সে গোপন রাখিয়াছিল, তাহা তাহার নিকট হইতে বাহির করিয়া লইতে আমার তেমন কষ্ট হয় নাই। বিশেষতঃ, সে দীর্ঘকাল কারাগারে আবদ্ধ থাকায়, সেখানে স্বাধীনভাবে আলাপ করিবার কোনও সুযোগ পায় নাই; আমি যখন তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলাম, তখন সেই বাধা অপসারিত হইয়াছিল। সুতরাং উপলমুক্ত নির্ঝরিণী-স্রোতের ন্যায় তাহার বাক্যপ্রবাহ অনর্গল হইয়াছিল।

"কারু রাজ-পারিষদরূপে ক্রাকভে আসিয়া অর্থাভাবে বড়ই কষ্টে পড়িয়াছিল; কিন্তু তাহার রূপের ঐশ্বর্য্য কাহারও অপেক্ষা অল্প নহে। সারোভিয়ার অদূরে আর একটি প্রাচীন রাজ্য আছে। সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব রাজা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও শিক্ষিত নরপতি ছিলেন; কিন্তু প্রজারা রাজ্যে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করে। সেই যুদ্ধে রাজার মৃত্যু হয়; কিন্তু রাজকুমারী সোনিয়া পেট্রোভা সারোভিয়ায় পলায়ন করেন, এবং সারোভিয়া রাজ্যের সীমাপ্রান্তে অবস্থিত পেট্রোভা দুর্গে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

রাজকুমারী সোনিয়ার ন্যায় রূপবতী ও সুশিক্ষিতা মহিলা বল্‌কান রাজ্যগুলিতে আর এক জনও আছেন কি না সন্দেহ। সমগ্র বল্‌কানের সম্ভ্রান্ত সমাজে তাঁহার খ্যাতি সুবিদিত। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে ঘটনাক্রমে ফিলিপ কারুর সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। এই পরিচয় ক্রমে প্রগাঢ় প্রণয়ে পরিণত হয়। রাজকুমারী দরিদ্র কারুকে প্রেমশৃঙ্খলে বন্দী করেন; কিন্তু কারু কোন দিন রাজকুমারীকে প্রণয়-নিবেদন করিতে সাহস করে নাই। দীর্ঘকাল সে মনের আগুন মনেই চাপিয়া রাখিয়াছিল। অবশেষে এক দিন রাজকীয় নৃত্য-সভায় সে রাজকুমারীর নিকট মনের কথা ব্যক্ত করে। রাজকুমারীও তাহার নিকট স্বীকার করেন—তিনি অনেক দিন পূর্ব্বেই তাহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছেন।

"তাঁহাদের মিলনে হয় ত কোন বাধা উপস্থিত হইত না, কারণ কারু দরিদ্র

হইলেও রাজকুমারী প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহার পৈতৃক বিত্তের অধিকাংশই তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। দরিদ্র কারু তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সুখেই কালযাপন করিতে পারিত; কিন্তু সারোভিয়া-রাজ পঞ্চম কার্ল রাজকুমারী সোনিয়ার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহার মুখের গ্রাস—তাহার এক জন সামান্য কর্ম্মচারী কাড়িয়া লইবে! কারু বলিতেছিল—রাজা সত্যই সোনিয়াকে ভালবাসে, এবং তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে।

রাজা কারুর প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী; বিশেষতঃ, এই রাজাই যখন দস্যুদলপতি টেকা—তখন প্রণয়-দ্বন্দ্বে কারুর জয়লাভের আশা যে কত অল্প, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। রাজা কার্ল এক দিন ঘটনাক্রমে তাহাদের প্রণয়ের কথা জানিতে পারে। রাজা কারুকে অপদস্থ করিয়া রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, ধূর্ত্ত রাজা পঞ্চম কার্লের পক্ষে কাজটি কিছু মাত্র কঠিন হইল না।

অবশেষে এক দিন ফরাসী-রাজদূতের ভবনে তাসের আড্ডায় কারুর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ উত্থাপিত হইলে শীঘ্রই তাহার অপরাধের অকাট্য প্রমাণ সংগৃহীত হইল। তাহার কি ফল হইল বুঝিতেই পারিতেছ; কারুকে সারোভিয়া হইতে বিতাড়িত হইয়া ইংলণ্ডে প্রস্থান করিতে হইল।

মিঃ হ্যান্‌সন স্তব্ধভাবে এই কাহিনী শুনিতেছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "টেকার এক চালেই কারু মাত! ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। কিন্তু চ্যানিং বেচারার ব্যাপারখানা কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "স্থির হও, সেই কথাই এখন বলিব। চ্যানিংএর মৃতদেহ বলিয়া যে দেহটি সমাহিত হইয়াছিল, পুলিশের তত্ত্বাবধানে সমাধি-গর্ত্ত হইতে উত্তোলিত হইলে দেখা গেল—তাহা অন্য এক জনের মৃতদেহ! সেই ব্যক্তির আকার-প্রকারের সহিত হিউগো চ্যানিংএর চেহারার কতকটা সাদৃশ্য ছিল। সেই লোকটাও চ্যানিংএর মতই স্থূলকায়। চ্যানিং যে অত্যন্ত বদ-লোক ছিল, এবং বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের গুপ্ত কলঙ্কের কথা ব্যক্ত করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়া

প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিত—ইহা অনেকেই জানিত। টেক্কা ইংলণ্ডের ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের দস্যু তস্কর ও এই শ্রেণীর বদমায়েসদের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখে। কারুকে চ্যানিংএর কবলে নিক্ষিপ্ত করিয়া তাহার নির্য্যাতনের ব্যবস্থা করা টেক্কার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হয় নাই।

"কারু সারোভিয়ায় প্রতারণা করিয়া অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইয়াছিল, এ কথা প্রকাশ করিবার ভয় দেখাইয়া চ্যানিং তাহাকে শোষণ করিবার চেষ্টা করে নাই; চ্যানিং তাহাকে যে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল—তাহা অধিকতর গুরুতর ও সোনিয়ার সম্ভ্রমের হানিকর। ইহা কারুর বিরুদ্ধে পরিকল্পিত আর একটি ভীষণ ষড়যন্ত্রের ফল।

"কারু সারোভিয়ায় অবস্থিতি কালে রাজকুমারীর যে সকল প্রেমপত্র পাইত, সেগুলি নষ্ট না করিয়া সমস্তই সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। সে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিল তাহার সেই সকল পত্র অপহৃত হইয়াছে! চার-তুনো দলের কোন দস্যু সেই পত্রগুলি অপহরণ করিয়া চ্যানিংএর হস্তে অর্পণ করে। চ্যানিং সেই প্রমাণগুলি হস্তগত করিয়া কারুকে দোহন করিতে আরম্ভ করে। সেই সকল গুপ্তপত্র প্রকাশিত হইলে রাজকুমারী সোনিয়া সম্ভ্রান্ত সমাজে কিরূপ অপদস্থ ও বিড়ম্বিত হইবেন তাহা বুঝিতে পারিয়া, কারু চ্যানিংএর মুখ বন্ধ করিবার জন্য তাহাকে যথাসর্ব্বস্ব প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কারুর এই সর্ব্বনাশের জন্য টেক্কাই দায়ী—এ কথা বলাই বাহুল্য।

"অবশেষে কারু চ্যানিংএর উৎপীড়নে 'মরিয়া' হইয়া স্থির করিল—সে চ্যানিংকে হত্যা করিবে, না হয় আত্মহত্যা করিবে। টেক্কা অসাধারণ ধূর্ত্ত, অন্যের মনের ভাব বুঝিবার শক্তিও তাহার অনন্যসাধারণ।—তাহার দলের দস্যুরা তাহার আদেশে কারুর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। কারু চ্যানিংকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে—ইহা বুঝিতে পারিয়া টেকার দল কারুর অনুসরণ করিল।—তাহারা দেখিল কারু সত্যই চ্যানিংএর আফিসে প্রবেশ করিয়াছে।

"কারু চ্যানিংএর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, ক্রোধান্ধ হইয়া কি করিয়াছিল—তাহা সে স্মরণ করিয়া বলিতে পারে নাই। সে চ্যানিংএর হত্যার কথা অস্বীকার

করে নাই বটে, কিন্তু স্বহস্তে তাহাকে হত্যা করিয়াছিল—একথাও আদালতে স্বীকার করে নাই। মামলার বিচারের সময় কারুর কৌঁসিলী তাহাকে সাক্ষীর কাঠরায় তুলেন নাই।—কারু বলিয়াছিল, সে ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া চ্যানিংএর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং অপহৃত প্রেম-পত্রগুলি তাহার নিকট ফেরত চাহিয়াছিল। কিন্তু সে যাহার সম্মুখে গিয়া ঐ পত্রগুলি ফেরত চাহিয়াছিল—সে সত্যই চ্যানিং কি না তাহা ভাবিয়া দেখিবার শক্তিও তাহার বিলুপ্ত হইয়াছিল। চ্যানিংএর আফিসে, তাহার খাস-কামরায় তাহারই চেয়ারে তখন যে ব্যক্তি বসিয়া ছিল—সে চ্যানিং ভিন্ন অন্য কেহ হইতেও পারে—ইহা সে তখন ভাবিতেই পারে নাই। কারু একটি স্থূল আবলুসের রুল দিয়া তাহার মাথায় প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিয়া সেই কক্ষ হইতে পলায়ন করে।

"কারুর নিকট এই পর্য্যন্ত শুনিয়া আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা সত্য কি না এখন সপ্রমাণ করা কঠিন। আমার বিশ্বাস, কারুর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া টেঙ্কা পূর্ব্বেই ষড়যন্ত্র স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, এবং কারু চ্যানিংএর আফিসে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই টেঙ্কা চ্যানিংকে তাহার আফিসের খাস-কামরা হইতে সরাইয়া, চ্যানিংএর চেহারার অনুরূপ এক ব্যক্তিকে চ্যানিংএর আসনে বসাইয়া রাখিয়াছিল। কারু রুল দিয়া তাহারই মাথা ফাটাইয়া ছিল। সেই রুলের আঘাতে সেই লোকটির প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল, কি, কারুকে ফাঁসিতে লট্‌কাইবার জন্য টেঙ্কার অনুচরেরা কারুর অসম্পন্ন কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন। সম্ভবতঃ হত্যার কাজটা তাহারাই স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিল।

"কিন্তু কারুকে ফাঁসে লট্‌কাইবার পূর্ব্ব-মূহূর্ত্তে টেঙ্কা কি উদ্দেশ্যে তাহার প্রাণ-রক্ষার ব্যবস্থা করিল, সুনিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে তাহার মুক্তিলাভের উপায় করিয়া দিল, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই। যাহাকে সে নরহত্যাপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবার জন্য এত আয়োজন করিল, তাহাকেই অদ্ভুত উপায়ে বাঁচাইয়া দিল!—ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা আমার অসাধ্য। কারুর নিকট রহস্যের যে সকল সূত্র পাইয়াছি, এই সূত্রটি তাহার ভিতর নাই। টেঙ্কার

মনের ভাব পরিবর্ত্তনের কোন কারণ যদি পরে ঘটিয়া থাকে, তাহা এখনও আবিষ্কার করিতে পারি নাই ; কিন্তু টেক্কা এখানে আসিয়া আর কি নূতন খেলা খেলিবে তাহা জানিবার জন্য কয়েক দিন আমার ক্রাকভে বাস করিবার ইচ্ছা আছে। ইতিমধ্যে আমি এক দিন রাজকুমারী সোনিয়ার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিব ; তবে আমার চেষ্টা সফল হইবে কি না বলিতে পারি না। যদি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে পারি—তাহা হইলে আমি এই বিরাট রহস্যের শেষ-সূত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইব—এইরূপই আমার বিশ্বাস।

মিঃ হান্‌সন স্তম্ভিত ভাবে সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "ব্লেক, তোমার আশ্চর্য্য শক্তি, অদ্ভুত ক্ষমতা! আমার বিশ্বাস, তুমি রাজকুমারীর সোনিয়ার নিকট কোন-না-কোন গুপ্ত কথা জানিতে পারিবে। আজ রাত্রে আমি এই শয়তান রাজার সঙ্গে আহার করিব ; সে নিশ্চয়ই বিনা-উদ্দেশ্যে আমাকে নিমন্ত্রণ করে নাই ; হয় ত আমার নিকট তাহার মনের কথা আকার-ইঙ্গিতে প্রকাশ করিবে, আমার মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে তোমার শক্তির পরিচয় পাইয়াছে ; তোমার বন্দুকের লক্ষ্য কিরূপ অব্যর্থ, তাহা পরীক্ষার জন্য নিশ্চয়ই আগ্রহ প্রকাশ করিবে। তোমার মত অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন গোলন্দাজকে তাহার দলে লইয়া দলের বল-বৃদ্ধি করিবার জন্যও যদি সে আগ্রহ প্রকাশ করে—তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই রফ্‌! আমি তাহার দলের কয়েকজনকে জেলে পুরিয়াছি, ইহাতে তাহার দল দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে ; সুতরাং সেই ক্ষতি পূরণের জন্য সে নিশ্চয়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে ; অথচ যে কার্য্যে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও দলভুক্ত করা তাহার সঙ্কল্প-বিরুদ্ধ। এখন যে কয়েকজন তাহার প্রধান সহযোগী, তাহারা এক এক বিদ্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতে তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই ; কিন্তু তুমি অত্যন্ত সতর্ক ভাবে কথা আরম্ভ করিবে, কোন কথা জানিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিবে না, অল্প কথায় তাহার প্রশ্নের উত্তর দিবে ; তাহার পর প্রসঙ্গ ক্রমে তাহাকে জানাইবে—তোমাকে শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে হইবে ; দুই এক বৎসরের মধ্যে দেশত্যাগ করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা অল্প।

তাহা হইলে তাহার মনের কথা সহজেই জানিতে পারিবে। যদি তুমি তাহার দলে প্রবেশ করিতে পার, তাহা হইলে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবে। সে জানে আমার মৃত্যু হইয়াছে; সুতরাং আমি ছদ্মবেশে গোপনে তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিলে সে আমাকে সন্দেহ করিতে পারিবে না; এবং অন্য কাহারও ষড়যন্ত্র সে গ্রাহ্য করিবে না। হাঁ, তুমি চার-হুনোর দলে মিশিয়া আমাকে সাহায্য করিতে পারিলে আমি কিছুদিনের মধ্যেই উহাদিগকে বিধ্বস্ত করিতে পারিব।"

মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, "হাঁ, উহাদের অত্যাচার, হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন বন্ধ করিবার জন্য একাজ আমাকে করিতেই হইবে। এজন্য যদি ঐ শয়তানটার আদেশে আমাকে নরহত্যা করিতে হয় তাহাতেও আমি রাজা আছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার মনে হইতেছে সারোভিয়া-রাজধানীতে তোমার আমার এই মিলন যেন বিধিনির্দ্দিষ্ট ইঙ্গিত! টেক্কার দলের এখন যে কয়েকজন প্রধান অনুচর আছে—তাহাদের নাম ও তাহাদের কি গুণ তাহা তোমাকে বলিয়া দিতেছি; তাহা হইলে তোমার কাজের অনেক সুবিধা হইবে, এবং হঠাৎ তোমার বিপন্ন হইবার কোন আশঙ্কা থাকিবে না।"

মিঃ ব্লেক চার-হুনো দলের দস্যুদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া মিঃ হ্যান্‌সনকে বিদায় দান করিলেন।

*   *   *   *   *   *

সেণ্ট নিকোলাস্ গীর্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে বারটা বাজিয়া গেল। সেই সময় ক্রাকভের রু-গর্কি নামক পথে অবস্থিত একটি বৃহৎ অট্টালিকার অভ্যন্তরস্থ একটি সুসজ্জিত কক্ষে কয়েকজন লোক ভোজন করিতে বসিয়াছিল। ইহারা সকলেই পাঁচ-হুনো দলের দস্যু।

সর্ব্ব প্রথমে দস্যু-শ্রেষ্ঠ ডাক্তার স্কারলেটির আসন। তাহার মুখে নিবিড় কৃষ্ণ দাড়ি গোঁফ, উভয়ই ঝুটা; মাথায় টাক—টাকটি অকৃত্রিম। দেহে কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ। মিঃ ব্লেককে হত্যা করিবার পর সে এখন টেক্কার প্রধান সহকারী; দস্যুসভার সে সহকারী সভাপতি। তাহার পাশে ক্রু নামক দস্যু। এই ক্রু কোন লর্ডের

সন্তান। সিন্দুক ভাঙ্গিতে তাহার মত ওস্তাদ পৃথিবীতে দ্বিতীয় ছিল না। তাহার পাশে বামন টনি; তাহার পরিচয় পাঠক অনেকবার পাইয়াছেন। লু তারা নারীর পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া তাহার নিত্য-ব্যবহৃত পরিচ্ছদেই উপবিষ্ট ছিল। সর্ব্বশেষে কলির ভীম সাম্‌সন গম্ভীর ভাবে বসিয়া উদর-পূর্ত্তির প্রতীক্ষা করিতেছিল।

বারটা বাজিয়ার শব্দ নীরব হইলে স্কারলেট চতুর্দ্দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "বারটা বাজিল, কিন্তু আমাদের দলপতি টেক্কা কোথায়? আমরা তাঁহার আদেশে লণ্ডনে যে অদ্ভুত কাজটি শেষ করিয়া আসিয়াছি, তাহার কারণ এখন পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই! কিন্তু আমার মনে হয় আমরা কি উদ্দেশ্যে কোন্ কাজ করিলাম—তাহা আমাদের জানিবার অধিকার আছে। আমরা যদি দলপতির অনুষ্ঠিত কার্য্যের কারণ জানিতে না পারি—তাহা হইলে—"

সেই কক্ষের দ্বারপ্রান্ত হইতে প্রশ্ন হইল, "তাহা হইলে কি হইবে স্কারলেট?"—কণ্ঠস্বর অত্যন্ত গম্ভীর ও সুতীব্র।

স্কারলেট সেই স্বর শুনিয়া হঠাৎ যেন দমিয়া গেল; সে মাথা চুলকাইয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "তাহা হইলে—অর্থাৎ কি না আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিলে, অর্থাৎ—"

টেক্কা মুহূর্ত্ত-মধ্যে সেই টেবিলের কাছে আসিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, "তোমার 'অর্থাৎ' আমি বুঝিতে পারিয়াছি; অর্থাৎ আমি আমার কর্ম্মের জন্য তোমাদিগকে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য! কিন্তু তোমার এই বিদ্রোহের সুর শুনিয়া আমি বিস্মিত হই নাই। আমার একটি প্রিয় কার্য্য সাধনের পর তোমার স্পর্দ্ধা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে, স্কারলেট! তোমার জানা উচিত ছিল—আমি আমার কোন অনুচরের সমালোচনার পাত্র হইতে অনিচ্ছুক; এবং আমার যে সহচর অন্ধভাবে আমার আদেশ পালন না করিয়া, কি উদ্দেশ্যে আমি কোন্ কার্য্য করিতেছি, তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে, বা আমার কৈফিয়তের দাবী করে—সে আমার দক্ষিণ হস্ত হইলেও সেই হস্তচ্ছেদনে আমি মুহূর্ত্তের জন্য কুণ্ঠিত নহি। আমি তোমাদিগকে ক্রাকভে আসিবার জন্য বে-তারে সংবাদ দিয়া-

ছিলাম, তাহা পাইয়াই তোমাদের বুঝিতে পারা উচিত ছিল—কোন জরুরি কাজের জন্যই আমি তোমাদিগকে এখানে আহ্বান করিয়াছি।"

স্কারলেটি আতঙ্কে অভিভূত হইয়া বলিল, "কর্ত্তা, আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না; আপনি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন। আমরা একাল পর্য্যন্ত আপনার আদেশ অন্ধভাবেই পালন করিয়া আসিয়াছি; কখন তাহার কারণ জানিতে চাহি নাই। কিন্তু আপনার আদেশে যে মহান্ কার্য্যটি সুসম্পন্ন করিয়াছি—সে জন্য এ পর্য্যন্ত আমরা আনন্দ করিবার সুযোগ পাই নাই। আমরা কি এখন নিশ্চিন্ত মনে আনন্দ করিতে পারিব না? আমাদের মহাশত্রু গোয়েন্দা ব্লেকের মৃত্যুতে আমরা নির্ব্বিঘ্ন ও নিষ্কণ্টক হইয়াছি। সে আর আমাদের কোন কাজে বাধা দিতে আসিবে না।"

টেক্কা তাহার আসনে বসিয়া বলিল, "হাঁ, আমাদের সর্ব্ব-প্রধান শত্রু নিহত হইয়াছে। ইহা যে আমাদের সাফল্যের নিদর্শন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহাকে হত্যা করিবার জন্য যে উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলাম—তাহার ন্যায় নিরাপদ ও সঙ্গত উপায় আর কি হইতে পারে? অন্ধ বৃদ্ধ যদি হঠাৎ কাহারও সম্মুখে আসিয়া পড়ে, ও অন্ধের হাতের লাঠী দৈবাৎ তাহার জুতা স্পর্শ করে—তাহা হইলে এমন লোক কে আছে, যে অন্ধের সেই কার্য্যে দুরভিসন্ধির আরোপ করিবে?"

স্কারলেটি বলিল, "অদ্ভুত কৌশল, চমৎকার ফন্দী! গোয়েন্দা ব্লেক অসাধারণ ধূর্ত্ত হইলেও আমাকে সন্দেহ করিতে পারে নাই; আমার অভিসন্ধি বুঝিতে পারে নাই। তাহার সহকারী ছোঁড়াকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই।"

টেক্কা অবজ্ঞাভরে বলিল, "তাহাকে ও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দার পালকে আমি পিপীলিকা অপেক্ষাও নগণ্য মনে করি। কিন্তু ব্লেককে সত্যই ভয় করিবার কারণ ছিল। সে মরিয়াছে—অনন্তকাল সে নরকে পচুক; (may he rot for ever) কিন্তু লোকটার সত্যই অসাধারণ ক্ষমতা ছিল; আমি তাহাকে আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিতাম। তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া আনন্দ ছিল, এবং পরাজিত হওয়াও আমি অগৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতাম না। আমাদের এই সভায় আজ তিনজন বিশ্বস্ত সহকারীর আসন শূন্য দেখিয়া, এই

আনন্দের দিনেও আমার মন ক্ষোভে আকুল হইয়া উঠিতেছে। আমার দক্ষিণ হস্ত তুল্য ডাক্তার গ্যাষ্টন লিনো, গোল্ডব্রিক ডান, সায়মন ইয়র্ক—আজ ইংরাজের কারাগারে বন্দী। শয়তান ব্লেকই আমাদের এই ক্ষতি করিয়া গিয়াছে; কিন্তু ভবিষ্যতে সে আমাদের আর কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না—ইহাই আশা ও আনন্দের বিষয়। আমার প্রিয় বন্ধু সাম্‌সন, লু ও টনির সাহায্যে হোটেল 'এষ্টোরিয়া' হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড পাইয়াছি। আমাদের ধনভাণ্ডারে অর্থাভাব হওয়ায় অর্থসঙ্কটের আশঙ্কা হইয়াছিল; কিন্তু মার্কিণ ধনকুবের মিঃ হাওয়ার্ড বেল স্ত্রী পুত্র সহ এষ্টোরিয়া হোটেলের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া অতি অল্প চেষ্টায় আমাদের এই অর্থ-সঙ্কট দূর করিয়াছেন। পরমেশ্বর এই সুখী পরিবারকে দীর্ঘজীবি করুন।"

টেক্কার কথা শুনিয়া লু তারা সাম্‌সনের মুখের দিকে চাহিল। বামন টনি উৎসাহভরে মুখভঙ্গি করিল।

টেক্কা এক তাড়া নোট স্কারলেটির হাতে দিয়া বলিল, "স্কারলেটি! এই তাড়ায় কুড়ি হাজার পাউণ্ডের নোট আছে; ইহা তোমার অসাধারণ কার্য্যদক্ষতার পুরস্কার।"

স্কারলেটি সহর্ষে নোটগুলি পকেটে ফেলিল। তাহা দেখিয়া সাম্‌সন ও টনির মুখ হঠাৎ গম্ভীর হইল; কিন্তু তাহারা অসন্তোষ প্রকাশ করিতে সাহস করিল না।

টেক্কা তাহাদের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তোমরাও যথাসময়ে পুরস্কার পাইবে; আমি কাহাকেও বঞ্চিত করিব না। কিন্তু সকলকেই স্কারলেটির মত যোগ্যতার সহিত দায়িত্বভার সম্পন্ন করিতে হইবে। এখন এ সকল কথা থাক। আজ একটি বিশেষ প্রয়োজনে তোমাদিগকে এই সভায় আহ্বান করিয়াছি। ব্লেকের মৃত্যুর পর আমাদের দলের পুনর্গঠনের প্রয়োজন হইয়াছে। দেখ সাম্‌সন, লিনো ডার্টমুর কারাগারে বন্দী হইয়াছে। তাহার অভাবে আমাদের কাজের বড়ই ক্ষতি হইতেছে। এ জন্য তোমাকে আদেশ করা যাইতেছে—কারাগার হইতে তুমি তাহাকে অবিলম্বে মুক্ত করিবে।"

সাম্‌সন বলিল, "হাঁ, নিশ্চয়ই করিব; কাজটা তেমন কঠিন হইবে বলিয়া মনে হয় না; অন্ততঃ, হতভাগা চ্যানিংকে ফাঁসিতে লটকাইবার জন্য আমাকে যতখানি কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল তাহার তুলনায় এই কার্য্য নিতান্ত সহজে সম্পন্ন হইবে বলিয়াই মনে হয়। আমি জানিতাম আপনি চ্যানিংকে কোন কার্য্যের ভার অর্পণ করিলেও তাহাকে বিশ্বাস করিতেন না। কারু যখন তাহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তাহার আফিসে যাত্রা করিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বেই চ্যানিংকে বন্দী করিয়া আমাদের প্রধান আড্ডায় লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম; কিন্তু যে কারুর প্রাণদণ্ডের জন্য আপনি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, সেই কারুর ফাঁসির পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে তাহাকে প্রাণভিক্ষা দিলেন!—এ কি রহস্য, আমরা বুঝিতে পারি নাই।"

টেক্কা হাসিয়া বলিল, "তাহার কারণ শুনিবার জন্য তোমরা বড়ই অধীর হইয়া উঠিয়াছ।—ইহার কারণ—নারীর আব্দার ভিন্ন আর কিছুই নহে।—কাল যে সুসংবাদ পৃথিবীর সকল লোকের কর্ণগোচর হইবে— তাহা তোমরা আজই শুনিয়া রাখ। রাজকুমারী সোনিয়া পেট্রোভা আমাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন; কিন্তু কারুকে প্রাণভিক্ষা না দিলে, এই বিবাহে যথেষ্ট বিঘ্ন উপস্থিত হইত। বহুদিন হইতেই আমার সিংহাসন বিপদসঙ্কুল, নানা দিক হইতে আমার রাজশক্তির উপর আঘাত আরম্ভ হইয়াছে, আমার রাজকোষে অর্থের অভাব অনুভূত হইতেছে; কিন্তু প্রাচীন পেট্রোভা বংশে বিবাহ করিলে আমার রাজশক্তি বর্দ্ধিত হইবে, সিংহাসন সুদৃঢ় হইবে, পেট্রোভা-বংশের গুপ্ত সম্পদরাশি আমার হস্তগত হইবে; ইহাতে তোমাদেরও কল্যাণ সাধিত হইবে। সুতরাং কারুর প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তোমরা কেবল আমারই ব্যক্তিগত হিতসাধন কর নাই, তোমাদের দলেরও উপকার করিয়াছ। আমি পূর্ব্ব হইতেই সকল ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম; এই জন্য বিশ্বাস-ঘাতক তস্কর হার্ডি চ্যানিংএর স্থান অধিকার করিয়াছিল। চ্যানিংএর চেহারার সহিত হার্ডির চেহারার যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। এই জন্যই কারু তাহাকে চ্যানিং বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। কিন্তু কারু নিতান্ত কাপুরুষ, সে চ্যানিংকে এক

দাণ্ডা মারিয়া আহত করিয়াই ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল। কারুকে ফাঁসিতে লটকাইবার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ হওয়ায়, আমার আদেশেই তাহার অসমাপ্ত কাজ শেষ করা হইয়াছিল। হার্ডির মৃতদেহ দেখিয়া পুলিশ চ্যানিং বলিয়াই ভ্রম করিয়াছিল।—রাজকুমারী সোনিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন—আমি অসাধ্যসাধন করিতে পারি। কারুর প্রাণরক্ষা করিয়া প্রকৃতপক্ষে আমরা লাভবান হইয়াছি; অতএব বন্ধুগণ! এই আনন্দের দিনে তোমরা মন খুলিয়া, প্রাণ ঢালিয়া আনন্দ কর। মদের গ্লাস মুখে তুলিয়া প্রার্থনা কর—"চার-ডুনো দল বিশ্বজয়ী হউক।"

অনন্তর মদ্য পান আরম্ভ হইল। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সুরাপাত্র ওষ্ঠে স্পর্শ করিল। টেক্কা বলিল, "চার-ডুনো দল দীর্ঘস্থায়ী হউক। বন্ধুগণ! এই আনন্দের দিনে আমরা একটি যোগ্য ব্যক্তিকে আমাদের দলে গ্রহণ করিব। আজ তাহার দীক্ষা। সে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি; সে আমাদের দলের গৌরব-বৃদ্ধি করিবে। লক্ষ্য-ভেদে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথিবীতে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

টেক্কা বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় অঙ্গুলি স্পর্শ করিবামাত্র একটি ভৃত্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। টেক্কা তাহাকে বলিল, "মিঃ হ্যান্‌সনকে লইয়া এস।"

মুহূর্ত্ত পরে মিঃ রফ্‌ হ্যান্‌সন সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে, টেক্কা তাহার সহযোগী-বর্গকে বলিল, "বন্ধুগণ! ইনিই মিঃ রফ্‌ হ্যান্‌সন, আজ আমাদের দলভুক্ত হইলেন। ইনি আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌সের অধিবাসী; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁহার স্বদেশ ইঁহার প্রকৃত গৌরব বুঝিতে পারে নাই, ইঁহার প্রাপ্য সম্মান ও প্রতিভার উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করে নাই।"

মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, "মহাশয়েরা! আপনাদের দলে আসিয়া ভারি খুসী হইলাম। আজ আমার ভারি আনন্দ।"

টেক্কা বলিল, "মিঃ হ্যান্‌সন! আমাদের দলে যোগদান করিলে তুমি কিরূপ লাভবান হইবে—তাহা তোমাকে বলিয়াছি; কিন্তু একটি প্রধান কথা তোমাকে বলা হয় নাই। আমাদের দলের নিয়ম এই যে, দলে যোগদান করিয়া যদি কেহ অবাধ্য হয়, বা বিশ্বাসঘাতকতা করে, কিংবা দল ছাড়িয়া কখন পলায়ন করে—

তাহা হইলে তাহার শাস্তি, তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ড। নিয়ম ভঙ্গ করিলে তুমি এই শাস্তি বহন করিতে সম্মত আছ?”

মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, “সম্মত?—যদি আমাকে আপনাদের দলের এই সকল নিয়ম ভঙ্গ করিতে দেখেন, বা আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ পান—তাহা হইলে বিনা-প্রমাণে আমাকে তৎক্ষণাৎ গুলি করিয়া মারিবেন, আমার কৈফিয়ৎ পর্য্যন্ত চাহিবেন না। ইহার অধিক আর কি বলিতে পারি?”

টেক্কা বলিল, “উত্তম কথা বলিয়াছ। এখন তোমাকে এই মর্ম্মে একরারনামা লিখিয়া দিতে হইবে, তুমি চার-তুরুপ দলের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া স্বেচ্ছায় এই দলে যোগদান করিতেছ, এই দলের স্বার্থরক্ষার জন্য লুণ্ঠনে, নরহত্যায়, সামাজিক ও রাজনীতিক শান্তি-ভঙ্গে আপত্তি করিবে না। দলপতির আদেশ যতই অসঙ্গত হউক, নতশিরে বিনা-প্রতিবাদে পালন করিবে। তোমাকে যে আদেশ প্রদত্ত হইবে, তাহা পালন করিতে প্রাণের আশঙ্কা থাকিলেও, তাহা পালন করিতে অসম্মত হইবে না, এবং কি উদ্দেশ্যে কি আদেশ করা হইতেছে—তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিবে না।—এই একরারনামা লিখিয়া দিলেই তোমাকে আমাদের দলভুক্ত করা হইবে।”

মিঃ হ্যান্‌সন মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, “যদি আমি এরূপ একরারনামা লিখিয়া না দিই?”

টেক্কা বলিল, “যদি না দাও?—তাহা হইলে এই কক্ষ হইতে তুমি জীবিত বাহির হইতে পারিবে না। কাল প্রভাতে কেহই তোমাকে জীবিত দেখিতে পাইবে না।”—তাহার স্বর গম্ভীর, দৃঢ় ও অচঞ্চল।

টেক্কা মিঃ হ্যান্‌সনের মতামতের অপেক্ষা না করিয়া দোয়াত কলম ও কাগজ তাঁহার সম্মুখে আনিল। মিঃ হ্যান্‌সন একবার চঞ্চলদৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া ঐ মর্ম্মে একরারনামা লিখিয়া তাহাতে নাম স্বাক্ষরিত করিলেন।

টেক্কা একরারনামাখানি হাতে লইয়া নিঃশব্দে পাঠ করিল, তাহার পর তাহার দলের সকল দস্যুকে পাঠ করিতে দিল। তাহারা সকলে তাহা পাঠ করিয়া টেক্কার হাতে দিলে টেক্কা পকেটে রাখিল। তাহার পর সে চেয়ার হইতে উঠিয়া সহর্ষে

বলিল, "ভ্রাতৃগণ! বন্ধুগণ! আজ আমরা চার-ডুনো দলে একজন অসাধারণ শক্তি-শালী কর্ম্মী লাভ করিলাম। চার-ডুনো দলের জয় হউক। আমাদের সর্ব্ব-প্রধান শত্রু রবার্ট ব্লেক নিহত হইয়াছে; আমরা অবাধে অসঙ্কোচে ও নূতন উৎসাহে কর্ম্ম ক্ষেত্রে অগ্রসর হইব। আমাদের কার্য্যক্ষেত্র ক্রমে পৃথিবীব্যাপী হইবে। আমরা পৃথিবীর সকল দেশের রাজ-শক্তির অজেয় হইয়া সমগ্র পৃথিবী জয় করিব। আমাদের দিগ্বিজয়ে আর কেহই বাধা দিতে পারিবে না। জয় চার-ডুনোর জয়!"

সকলে সমবেত কণ্ঠে বলিল, "জয়! চার-ডুনোর জয়!"

সঙ্গে সঙ্গে মদের গ্লাস সকলের ওষ্ঠ স্পর্শ করিল। মিঃ হ্যান্‌সন মনে মনে হাসিলেন; কারণ তিনি জানিতেন মিঃ ব্লেক সেই গভীর রাত্রে সেই নগরেরই এক প্রান্তে ছদ্মবেশে লুকাইয়া-থাকিয়া, চার-ডুনো দলের ধ্বংশের জন্য যে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছেন, সেই সুযোগ তিনি নিশ্চয়ই লাভ করিতে পারিবেন, এবং এই ভীষণপ্রকৃতি দুর্দ্দান্ত দস্যুদলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিবার জন্য তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা বিফল হইবে না।

সেই বৈচিত্রপূর্ণ লোমহর্ষণ আখ্যায়িকা অন্য খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

সমাপ্ত